মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৬তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০১৩

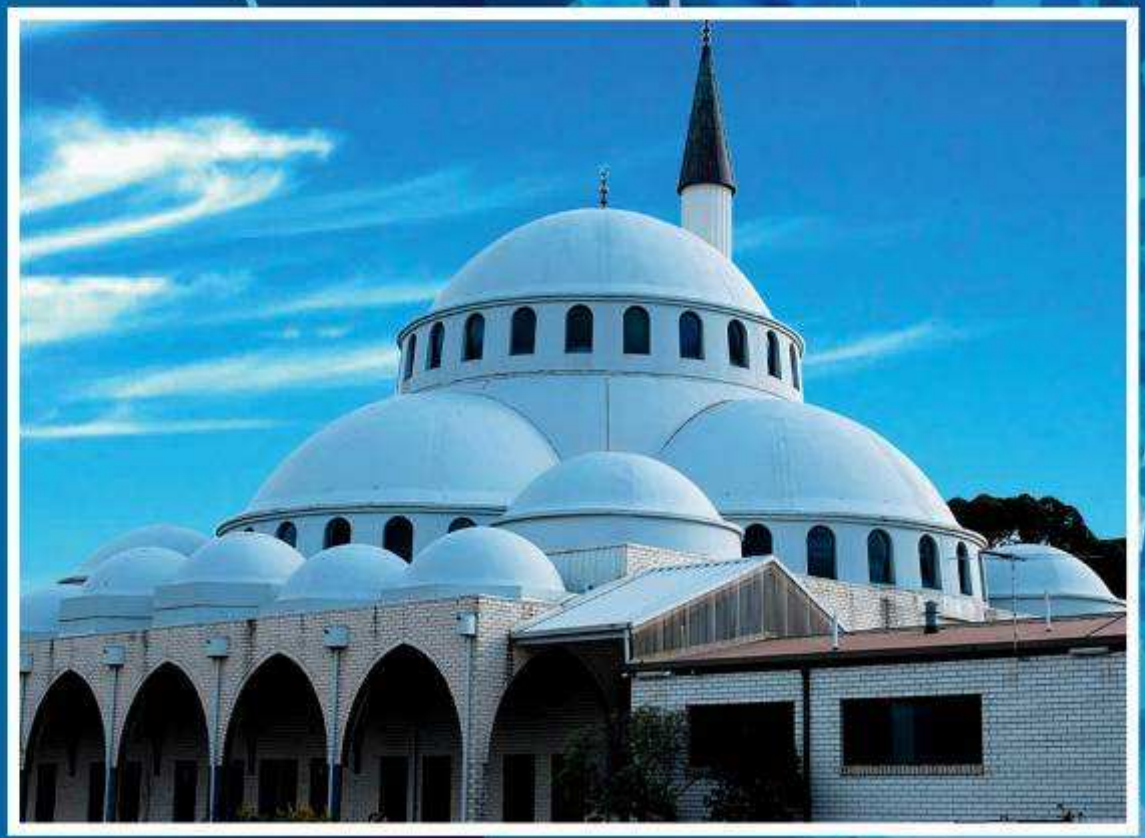

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

- ইয়াতীম প্রতিপালন ০৪
  -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- ছিয়ামের আদব ০৯
  -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল ১৫
  -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- শায়খ আলবানীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মন্তব্য *(২য় কিস্তি)* ১৯
  -আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- আল-কুরআনের আলোকে জাহান্নামের বিবরণ ২৫
  -বযলুর রহমান
- মাদরাসার পাঠ্যক্রম নিয়ে ষড়যন্ত্র ৩১
  -জাহাঙ্গীর আলম
- ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ৩৩
  -আত-তাহরীক ডেস্ক
- হক-এর পথে যত বাধা ৩৫

✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৭
- ইনছাফ প্রিয় বাদশাহ

✡ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৮

✡ **কবিতা :** ৪০
- ছায়েম
- ফিরিলো রামাযান
- কদরের রাত
- মাহে রামাযান

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪১

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৪

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬

✡ **মতামত** ৪৮

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্র দর্শন

রাষ্ট্রের কোন যথার্থ সংজ্ঞা আজও নির্ধারিত হয়নি। তবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলে বর্তমান যুগে একটি রাষ্ট্র বাস্তবে রূপ লাভ করে থাকে। মানবতার সুরক্ষা ও উত্তম জীবন যাপনই যার একমাত্র লক্ষ্য।

প্রাচীন গ্রীসের City state বা নগর রাষ্ট্রগুলিকেই আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর আদি রাষ্ট্র বলে ধারণা করেন। কারণ ঐগুলি ছিল দু'তিন হাযার জনগোষ্ঠীর একেকটি গ্রামের মত। যারা পরস্পরে প্রত্যক্ষ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে শাসন চালাতেন। একে আদি গণতন্ত্র বলা হচ্ছে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ শাসন নীতিই ছিল কথিত নগররাষ্ট্রের সবচেয়ে দুর্বল দিক। কথায় বলে 'অধিক সন্ন্যাসী গাজন নষ্ট'। এথেন্সের নগররাষ্ট্রের ৫২৫ জনের জুরি বোর্ডের অধিকাংশ যখন সেদেশের জ্ঞানীকুল শিরোমণি সক্রেটিসকে নিজ হাতে বিষপানে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন, তখন তাঁর শিষ্য প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৮) এই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারালেন। জ্ঞান সম্পর্কে এথেন্সবাসীদের উদাসীনতা তথা তাদের মানসিক বৈকল্য তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করে তোলে। তাই নিজ দেশ এথেন্স ও গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলিকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করে অভিজাত তন্ত্রের মাধ্যমে তিনি নতুনভাবে সংহত করতে চেয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে তাঁর শিষ্য এরিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্রে বিশেষ কোন সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্য বিশেষ কোন সুবিধা সৃষ্টি করা হয়নি। প্লেটোর মতে রাষ্ট্রে ঐক্য ও সংহতি যত বৃদ্ধি পাবে, রাষ্ট্রের মঙ্গল তত বেশী সম্পন্ন হবে। কিন্তু এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে রাষ্ট্র প্রথমে একটি পরিবারে ও পরে একটি ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হবে। যাতে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে। দুই প্রধান চিন্তাবিদের মধ্যে এত অমিলের মধ্যেও মিল ছিল প্রচুর। দু'জনে ছিলেন একে অপরের প্রিয়তম গুরু ও শিষ্য। উভয়ে ছিলেন একই নগর রাষ্ট্রের অভিন্ন ঐতিহ্যের ক্রোড়ে লালিত। হোমার থেকে সক্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত যে পটভূমি, দু'জনেই তা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। দু'জনেই গ্রীসের খণ্ড-বিখণ্ড ও পারস্পরিক কোন্দলে জর্জরিত নগররাষ্ট্রগুলির রোগগ্রস্ত অবস্থা দেখে ব্যথিত ছিলেন এবং রাজনৈতিক স্থিতিহীনতার প্রতিকার চিন্তায় ক্লিষ্ট ছিলেন। জ্ঞানই পূণ্য এ মৌলিক বিষয়ে দু'জনে ছিলেন এক ও

অভিন্ন। উভয়ে বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে এবং উন্নততর জীবনের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র চালু থাকবে।

আমরা এখন আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে বাস করছি। প্রাচীন গ্রীসের কয়েকটি নগর রাষ্ট্রকে এর মডেল হিসাবে ধরা হয়। তবে তা ছিল আধুনিক গণতন্ত্র থেকে আলাদা। যেমন প্রাচীন এথেন্সে দাসগণের ও বিদেশী বাসিন্দাদের নাগরিক অধিকার ছিল না। সে সময় এথেন্সের অর্ধেকই ছিল ক্রীতদাস ও ১৫ শতাংশ ছিল বিদেশী। বাকী ৩০ ভাগের মধ্যে কেবল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার ছিল, নারীদের ছিল না। এইসব ভোটাররা কেবল অভিজাতদের নির্বাচন করত। ফলে শাসনকার্যে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। সর্বোপরি তখনকার রাষ্ট্রদর্শন ছিল ব্যক্তির জীবনধারা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। যার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল দুর্বল শ্রেণীকে দমন করা ও তাদেরকে আজীবন শ্রমদাস হিসাবে ব্যবহার করা। আর এখনকার রাষ্ট্রদর্শন হ'ল ব্যক্তির বিকাশে ও তার সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে রাষ্ট্র সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এখনকার গণতন্ত্র হ'ল অপ্রত্যক্ষ। যেখানে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আইন প্রণয়নে ও শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ করে। পরোক্ষ গণতন্ত্রে একজন ভোটার বিস্তীর্ণ মরুভূমির একটি বালুকণা সদৃশ। মেয়াদ শেষে একবার যার খোঁজ পড়ে এবং এতে সে নিজেকে বড় গর্বিত মনে করে। এরপরেই সে পুনরায় বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যায়। তবে গণতন্ত্রের সবচেয়ে ভাল দিক হ'ল, জনগণের মধ্যে সাম্যবোধ ও দেশপ্রেম সৃষ্টি হয়। আর এর সবচেয়ে মন্দ দিক হ'ল, সে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী প্রতারিত হয় ও নির্যাতিত হয়। অথচ তার কিছুই করার থাকে না। এ এক অসহনীয় অবস্থা। ফলে অসন্তুষ্ট জনগণ হরতাল, ধর্মঘট-ভাঙচুরের আশ্রয় নেয়। সরকার চরম দমননীতি চালায়। ফলে গণতন্ত্রের ঘোষিত নীতি-আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়।

বস্তুতঃ প্লেটোর সময় থেকেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা চলছে। হেনরী মেইন, লেকি প্রমুখ চিন্তাবিদ এর সমালোচনা করেছেন, লেকি বলেছেন, গণতন্ত্র হ'ল দারিদ্র্যপীড়িত, অজ্ঞ ও অক্ষমদের শাসন। কারণ তারাই সর্বদা সংখ্যাগুরু'। প্লেটো বলেছেন, এটা সংখ্যাগরিষ্টের নামে মূর্খের শাসন। তিনি গণতান্ত্রিক সরকারকে নিকৃষ্টতম সরকার বলেছেন। তিনি অভিজাততন্ত্রকে এবং তাঁর শিষ্য এরিস্টটল রাজতন্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্ট সরকার বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, এতে উচ্ছৃংখলতা এত বৃদ্ধি পায় যে, অবশেষে স্বেচ্ছাচারী নেতা সকল ক্ষমতা এক হাতে কুক্ষিগত করে নেয়'। টেলির‍্যাণ্ড বলেন, এটি শয়তানের শাসন'। এমিল ফাগুয়ে বলেন, এটি হ'ল অনভিজ্ঞদের শাসন। কেননা বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকেরা কখনো দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে ভোট চায় না। ফলে শুধু লোভী ও অপদার্থরাই ভোট নিয়ে ক্ষমতায় আসে। তারা অগ্নিঝরা ভাষণে মানুষকে ভুলিয়ে ভোট নেয়। অথচ শাসনকার্য এত সহজ নয় যে, কয়েক দিনের মধ্যেই সে সবকিছু রপ্ত করে নিবে। এজন্য দক্ষ ও নিপুণ হাতের প্রয়োজন'।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল গণতন্ত্র হ'ল দলীয় শাসন ব্যবস্থা। এতে প্রশাসন দলীয়করণ অবশ্যম্ভাবী। সেই সাথে বিচার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের সবকিছুই দলীয়করণের বিষে আক্রান্ত হয়। এই সাথে তৃণমূল পর্যন্ত গড়ে ওঠে রাজনীতির নামে এক শ্রেণীর পেশাদার সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ। যাদের হাতে সাধারণ মানুষের জান-মাল ও ইযযত প্রতিনিয়ত লুট হয়। এসব কারণে গণতন্ত্র অধিকাংশ দেশেই ব্যর্থ হয়েছে। জ্ঞানীরা ভোট দেয় না। মুর্খদের লোভ দেখিয়ে বা জোর করে এনে ভোট দেওয়ানো হয়। এরপরেও থাকে ভুয়া ভোটের জয়জয়কার। বিভিন্ন দেশে বর্তমানে গণতন্ত্র নামে যা চলছে, তা একেক দেশে একেক রকম। যার প্রায় সবগুলিই প্রতারণামূলক ও অত্যাচারমূলক। ফলে এর মূল্যায়নকারীদের শেষ মন্তব্য হ'ল, যতদিন মানুষ আদর্শবান ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে না উঠবে, ততদিন যে নামেই হৌক, শাসন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ থাকতে বাধ্য।

সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল নিঃসন্দেহে বড় জ্ঞানী ছিলেন। তারা জ্ঞান ভিত্তিক সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন দেখেছেন। যদিও সে স্বপ্ন কোথাও বাস্তবায়ন হয়নি। যে প্রাচীন নগর রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে, তা আসলেই কোন রাষ্ট্র ছিল না। এগুলি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতিকদের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। কেননা তাদের সামনে কোন আদর্শ রাষ্ট্রের নমুনা না থাকায় অনৈতিহাসিক ও অপ্রমাণিত একটি বিষয়কে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রদের সামনে কল্পচিত্র হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। যাতে তাদের চিন্তা-চেতনা গ্রীকদের বাইরে যেতে না পারে। গ্রীকরাই তাদের পূজ্য এবং সে যুগের চিন্তাবিদরাই তাদের নমস্য। ভাবখানা এই যে, গ্রীকরাই মানুষকে সভ্য বানিয়েছে এবং এরপর থেকে সভ্য হতে হতে বর্তমান উন্নততর যুগে এসে দাঁড়িয়েছে। এভাবে শিক্ষিত শ্রেণীকে পাশ্চাত্যপূজারী করা হচ্ছে। অথচ যে মধ্যপ্রাচ্য হ'ল মানবেতিহাসের উৎসভূমি, আদি পিতা আদম (আঃ) সহ প্রায় সকল নবী-রাসূলের জন্ম ও কর্মভূমি, যেখানে মানবজাতি নবীগণের হাতে সর্বোত্তম সমাজব্যবস্থা দেখেছে, দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)-এর আমলে বিশ্বসেরা রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখেছে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁদের উত্তরসুরীদের হাতে সর্বোত্তম রাষ্ট্র ও বিচার

ব্যবস্থা দেখেছে, এসব থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষকদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে।

যদি বলি, লিখিত ইতিহাস শাস্ত্রের জন্ম কতদিন আগে? এর কোন সঠিক জবাব কারু কাছে আছে কি? যা কিছুই বলা হবে, প্রায় সবকিছুই ধারণা ও কল্পনা প্রসুত। অথচ অভ্রান্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে কুরআনে। পৃথিবীতে আদম (আঃ)-এর অবতরণ থেকে শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমন পর্যন্ত সব ইতিহাস সেখানে আছে। যার একটি শব্দ ও বর্ণ এযাবত কেউ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেনি। সেখানে বর্ণিত রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে সুপরিকল্পিতভাবে মানুষকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। মানবতার সুরক্ষায় ও উত্তম জীবন যাপনে যার কোন তুলনা নেই। আসুন আমরা সেদিকে মনোনিবেশ করি।

আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের আবাদ হয়। দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনায় আদম (আঃ) সবকিছু এককভাবে আনজাম দিতেন আল্লাহ্র অহী মোতাবেক। এইভাবে যুগে যুগে নবীগণের মাধ্যমেই মানবজাতির পরিবার ও সমাজ জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। যদিও প্রত্যেক যুগেই শয়তান তার চমৎকার যুক্তি ও কৌশলের মাধ্যমে কিছু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। ফলে কাবীল, কেন'আন, 'আদ, ছামূদ, নমরূদ, ফেরাঊন, কারূণ প্রমুখ দুষ্ট নেতাদের আবির্ভাব ঘটে। যারা মানুষকে আল্লাহ্র বিধান থেকে ফিরিয়ে নিজ নিজ জ্ঞানভিত্তিক শাসনের অধীনস্ত করে। যেমন ফেরাঊন তার কওমকে বলেছিল, তোমাদের জন্য যেটা মঙ্গল সেটাই আমি তোমাদের বলি। আর আমি তোমাদের কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি' *(মুমিন ৪০/২৯)*। অথচ সে ছিল বিশ্বসেরা যালেম শাসক। তার রাষ্ট্রদর্শনে ছিল তার নিজস্ব জ্ঞান ও দুষ্ট নেতাদের মন্দ পরামর্শ। যুগে যুগে শয়তানের উপাসীরা এটাই করেছে জনগণের কল্যাণের নামে। আজও তারা সেটাই করে যাচ্ছে। ফলে রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব এখন বহু ক্ষেত্রে মানুষের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপরূপে দেখা দিয়েছে। ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র বলে এমন নতুন পরিভাষা চালু হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই উক্ত তালিকাভুক্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ যুলুম করাটাই এখন রাষ্ট্রদর্শনে পরিণত হয়েছে।

এর বিপরীতে নবীগণের রাষ্ট্রদর্শনে ছিল তাওহীদ ও তাক্বওয়া দর্শন। সেখানে অহীর বিধান ছিল সবার ঊর্ধ্বে। যা ছিল সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড। জ্ঞানীদের মতভেদ সেখানেই সমাধান হ'ত। রোমাকদের কাছে এই মানদণ্ড ছিল না। তাই তারা জ্ঞানের ঊর্ধ্বে কোন অভ্রান্ত সত্যের সন্ধান পাননি। যে সত্য আল্লাহ স্বীয় নবীগণের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণে নাযিল করতেন। নবীগণ সেগুলি মানুষকে শুনাতেন ও সেভাবে তাদেরকে পরিচালিত করতেন। এতে শয়তানের উপাসীদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব হ'ত। সত্য ও মিথ্যার সে দ্বন্দ্ব আজও আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু সত্যের উপাসীগণ ইহকাল ও পরকালে সর্বদা সফলকাম হবেন।

নবীগণের রাষ্ট্রদর্শনে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীন থাকবে। যার অধীনে রাষ্ট্রপ্রধান সহ সকল মানুষের অধিকার সমান। এখানে দাস ও মনিবের কোন ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ্র বিধান পরিবর্তন করার এখতিয়ার কারু নেই। ফলে এখানে হালাল-হারাম ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে কারু পরামর্শের বা মতামত গ্রহণের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হবে কেবল সেগুলি বাস্তবায়নের পন্থা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোতি, বাতাসের প্রবাহ, নদীর স্রোত যেমন সকল প্রাণীর জন্য কল্যাণকর, আল্লাহ্র আইন তেমনি সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর। সেখানে ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলের কোন বৈষম্য নেই। অহী নির্দেশিত সরকার ব্যবস্থায় নবীগণ ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্বাচিত প্রধান নির্বাহী। তাঁদের পরে উম্মতের সেরা ব্যক্তিগণ আপোষে পরামর্শের মাধ্যমে অথবা প্রার্থীবিহীনভাবে তাক্বওয়াশীল নির্বাচকগণ একজন বিজ্ঞ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবেন। যিনি গুরুভার বহনে এবং আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়ত দানের ভয়ে থাকবেন সদা কম্পমান। যিনি আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। এখানে অহি-র বিধান হবে একমাত্র অনুসরণযোগ্য এবং জ্ঞান হবে তার ব্যাখ্যাকারী। প্রশাসন হবে তার বাস্তবায়নকারী। জনগণ হবে আমীরের আনুগত্যকারী, যতক্ষণ আমীর আল্লাহ্র আনুগত্যকারী থাকেন। নইলে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় আমীরের প্রতি কোন আনুগত্য নেই। এখানে জিহাদ হবে অসত্যের বিরুদ্ধে, শয়তানী অপশক্তির বিরুদ্ধে, সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতির স্বার্থে। এখানে দণ্ডবিধিসমূহ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এখানে অপরাধীরা স্বেচ্ছায় এসে দণ্ড গ্রহণ করে আখেরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার আশায়। এখানে মানুষ নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা করে আখেরাতে জান্নাত লাভের আকাংখায়। তারা আমীরের আনুগত্য করে পরকালীন ছওয়াবের আশায়। বিদ্রোহ-বিক্ষোভ, বিশৃংখলা এ রাষ্ট্রে অকল্পনীয় বিষয়। এভাবে রাষ্ট্রে নেমে আসবে অনাবিল শান্তি। সমাজে নেমে আসবে আল্লাহ্র রহমত। এই রাষ্ট্রদর্শনে আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষ হবে ভাই ভাই। সেই শান্তির সমাজই মানবতার একমাত্র কাম্য। এটাই হ'ল খেলাফত রাষ্ট্রদর্শন। মদীনা ছিল যার নমুনা। আমরা কি সেদিকে ফিরে যেতে পারি না? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

ইয়াতীম প্রতিপালন

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

একটি সমাজে নানাধরনের মানুষের বসবাস। কেউ অর্থ-বিত্তের মালিক, কেউ অসহায়-নিঃস্ব, কেউ মালিক, কেউ শ্রমিক, কেউ অনাথ-ইয়াতীম প্রভৃতি। এসবই মহান আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা। কেননা সকলেই যদি মালিক হন, তাহ'লে মালিকের প্রয়োজনে শ্রমিক পাওয়া যাবে কোথায়? আবার সকলে শ্রমিক হ'লে কাজ পাওয়া যাবে কোথায়? মূলতঃ একটি সমাজ সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলাই উঁচু-নীচু ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছেন *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। তাই বলে বিত্তবানরা বিত্তহীনদের শোষণ করবে এমনটি নয়। বরং এক্ষেত্রে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। কারো প্রতি যুলুম-নির্যাতন, অন্যায় দখল, কাউকে বঞ্চিত করা এহেন জঘন্যতম অন্যায়ের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি নির্ধারিত আছে।[১]

সমাজের সবচাইতে অসহায় হচ্ছে ইয়াতীম সন্তান। কেননা শৈশবেই সে তার পিতাকে অথবা পিতা-মাতা উভয়কে হারায়। তখন তার সুস্থ-সুন্দর ভাবে বেড়ে ওঠা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। শিক্ষা-দীক্ষারও তেমন কোন সুযোগ থাকে না। এমনকি তার পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সহায়-সম্পত্তিও অন্যরা ভোগদখলের জন্য হায়েনার ন্যায় থাবা বিস্তার করে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু অংশ ফেরত দেওয়া হ'লেও বেশিরভাগই আত্মসাৎ করা হয়। অথচ ইসলামে ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান ও লালন-পালনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারীর জন্য মর্মান্তিক শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে ইয়াতীম প্রতিপালন প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হ'ল।-

ইয়াতীম অর্থ :

'ইয়াতীম' (يَتِيْمٌ) শব্দটি আরবী। এর অর্থ একক, একাকী, নিঃসঙ্গ ইত্যাদি। পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় وَالْيَتِيمُ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ يَسْتَوِي فِيه الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ 'শৈশবে যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে। চাই সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক' *(আউনুল মা'বূদ)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, وَ هُوَ مَنْ مَاتَ اَبُوْهُ قَبْلَ بُلُوْغِه مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى 'বালেগ হওয়ার পূর্বে যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে, ছেলে হোক বা মেয়ে হোক'।[২] উল্লেখ্য যে, মাতা মৃত্যুবরণ করলে সন্তান ইয়াতীম হিসাবে গন্য হবে না।[৩] তবে কারো পিতা ও মাতা উভয়ে মারা গেলে সেই হয় সমাজের সবচেয়ে বড় অসহায়। পিতৃস্নেহ ও মমতাময়ী মায়ের আদর-সোহাগ তার ভাগ্যে জুটে না। অতি প্রিয় 'মা' ডাকটি যেন তার হৃদয় জুড়ে বিষাদের করুণ সুর বাজায়। অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে সে।

ইয়াতীমের বয়সসীমা :

ইয়াতীমের বয়সসীমা হচ্ছে বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ। 'যৌবনপ্রাপ্ত হ'লে আর ইয়াতীম থাকে না'।[৪] অর্থাৎ বালেগ হওয়া পর্যন্ত সে ইয়াতীম হিসাবে গণ্য হবে। যখন সে বালেগ হয়ে যাবে বা সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা অর্জন করবে তখন তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

ইয়াতীম প্রতিপালনের গুরুত্ব :

ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ অত্যন্ত কঠোর। পবিত্র কুরআনের যেখানেই সদয়, সহানুভূতি ও ভাল আচরণের কথা এসেছে সেখানেই ইয়াতীমদের কথা এসেছে। মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদত ও শিরক থেকে বাঁচার পাশাপাশি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও নিঃস্বদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের প্রতি সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭।*

২. *ছালেহ আল-উছায়মীন, তাফসীরু কুরআনিল কারীম (রিয়ায : দারু ইবনুল জাওযী, ২য় সংস্করণ ১৪৩১ হিঃ), সূরা বাক্বারাহ ২/২৭৬ পৃঃ।*
৩. *তাফসীরু কুরআনিল কারীম ২/২৭৬ পৃঃ।*
৪. *আবূদাঊদ, হা/২৮৭৩ সনদ ছহীহ।*

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে তোমাদের কোন পুণ্য নেই; বরং পুণ্য আছে তার জন্য, যে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, কিতাব সমূহ এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করে; আল্লাহ্র মুহাব্বাতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করে; ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে পূর্ণ করে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করে। বস্তুতঃ তারাই সত্যপরায়ণ ও তারাই আল্লাহ ভীরু' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*।

সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ইয়াতীমদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কিরূপে ব্যয় করবে? তুমি বল, তোমরা ধন-সম্পদ হ'তে যা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য কর' *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*।

ইয়াতীমের অসম্মান করাকে আল্লাহ মানুষের মন্দ স্বভাব হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. 'কখনোই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না' *(ফাজর ৮৯/১৭-১৮)*। এখানে 'সম্মান করা' কথাটি বলার মাধ্যমে ইয়াতীমের যথাযথ হক আদায় করা ও তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার প্রতি ইয়াতীমের অভিভাবক ও সমাজের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৫]

স্মর্তব্য যে, সমাজের সর্বাধিক অসহায় হচ্ছে ইয়াতীমরা। এরা পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত বনু আদম। যথাযথ আদর-যত্ন ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এরা শিক্ষাবঞ্চিত ও শিষ্টাচার বহির্ভূত মানব শিশু হিসাবে বেড়ে ওঠে। সমাজের আর দশটা সন্তানের মত নিশ্চিন্তভাবে সে বেড়ে ওঠতে পারে না। অথচ ইসলাম দেড় হাযার বছর পূর্বেই এর সুন্দর সমাধান দিয়েছে। সমাজের অপরাপর সদস্যদের প্রতি নির্দেশ জারি করেছে ইয়াতীমদের প্রতি সদয়, সহযোগী ও সহানুভূতিশীল হ'তে। এদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা দানের মাধ্যমে এদেরকে সুস্থ-সুন্দর আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে। এমনকি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতীম শিশু করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল ইয়াতীম সন্তানকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, ইয়াতীমদের নেতা হচ্ছেন বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জান্নাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ও শ্রেষ্ঠ ইয়াতীম রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে তারাই, যারা ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান করবে। মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সর্বযুগের সকল ইয়াতীমের প্রতি সদয় হওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ- 'তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম রূপে পাননি? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছেন, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না' *(যুহা ৯৩/৬-৯)*।

ইয়াতীমদের সঠিকভাবে গড়ে না তুলা হ'লে এরা ঈমান-আমলহীন এক অন্ধকার জগতে হাবুডুবু খাবে। তখন এরা সমাজের জন্য এক বিষফোঁড়া হিসাবে দেখা দিবে। অতএব ইয়াতীমদের লালন-পালন, দেখাশুনা করা, তাদের দ্বীনি জ্ঞানে পারদর্শী করা এবং তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা সবিশেষ গুরুত্ববহ।

ইয়াতীম প্রতিপালনের ফযীলত :

ইয়াতীম প্রতিপালন করা জান্নাতী লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী লোকদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا- إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا- 'আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং (বলে) আমরা তোমাদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে খাদ্য দান করি। এর বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাইনা' *(দাহর ৭৬/৮-৯)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ইয়াতীম প্রতিপালনের বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

১. জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় :

ইয়াতীমদের লালন-পালন করলে জান্নাত লাভ হয়। আমর বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ. 'যে ব্যক্তি মাতা পিতা মারা যাওয়া কোন মুসলিম ইয়াতীমকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত নিজ পানাহারে শামিল করে, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত

৫. *তাফসীরুল কুরআন রাজশাহী : হাফাবা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ মে ২০১৩), ৩০ তম পারা, পৃ : ২৮৩।*

অবধারিত হয়ে যায়'।[৬] একই ভাবে অসহায় মায়ের ক্ষুধার্ত অবুঝ সন্তানকে নিজের মুখের গ্রাস তুলে দেওয়ার মধ্যেও জান্নাত হাছিল হয়।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অসহায় মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে আসল। আমি তাকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে দুই মেয়েকে একটি করে খেজুর দিল। আর নিজে খাওয়ার জন্য একটি খেজুর তার মুখে উঠাল। অতঃপর দুই মেয়ে ঐ খেজুরটি খেতে চাইল। সে খেজুরটি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিল যেটি সে নিজে খেতে চেয়েছিল। তার এ অবস্থাটি আমাকে বিস্মিত করল। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সে যা করেছে তা তুলে ধরলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন অথবা তাকে একারণেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন'।[৭]

২. জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন: জান্নাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা সর্বাধিক মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। মহান আল্লাহ তা'আলা এই বিশেষ মর্যাদা তাঁর ঐ সকল বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, যারা ইয়াতীমদের যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান করেন। সাহল বিন সা'দ (রা) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. 'আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং এ দু'টির মধ্যে ফাকা করলেন'।[৮] অন্য বর্ণনায় আছে وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيْلاً 'উভয় আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাকা করলেন'।[৯]

অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারীর অবস্থান জান্নাতে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি হবে। চাই সে ইয়াতীম তার নিজের হোক অথবা অন্যের। (বর্ণনাকারী) মালেক বিন আনাস (রাঃ) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন'।[১০]

عَن سَهْلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.

সাহল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি অবস্থান করব। তিনি তাঁর মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে কাছাকাছি করে দেখালেন'।[১১]

আলোচ্য হাদীছ সমূহে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই আঙ্গুল পাশাপাশি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, হাতের দু'টি আঙ্গুল যেমন খুব কাছাকাছি, ইয়াতীমের প্রতিপালনকারীও জান্নাতে অনুরূপ আমার কাছাকাছি অবস্থান করবে। অর্থাৎ জান্নাতে তার ঘর হবে আমার ঘরের নিকটবর্তী। নিঃসন্দেহে উম্মতের জন্য এর চাইতে অধিক আনন্দের ও অধিক সৌভাগ্যের আর কিছুই হ'তে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে এই সৌভাগ্য অর্জনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

৩. রিযিক প্রশস্ত হয় এবং রহমত ও বরকত নাযিল হয় : ইয়াতীমরাই সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তি। আর দুর্বলদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসলে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সাহায্য করেন এবং রিযিক প্রদান করেন। আবূ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

اِبْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ.

'আমার জন্য তোমরা দুর্বলদের খুঁজে আন। কেননা দুর্বল-অসহায়দের কারণেই তোমরা সাহায্য ও রিযিক প্রাপ্ত হও'।[১২]

৪. ইয়াতীম প্রতিপালনে হৃদয় কোমল হয় : কোমল হৃদয় মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠোর হৃদয়ের অধিকারীকে

৬. *আহমাদ হা/১৯০২৫; ছহীহ তারগীব হা/২৫৪৩।*
৭. *মুসলিম হা/২৬৩০।*
৮. *বুখারী, হা/৫৩০৪; মিশকাত হা/৪৯৫২।*
৯. *সিলসিলা ছহীহা হা/৮০০।*
১০. *মুসলিম হা/২৯৮৩ 'যুহুদ' অধ্যায়।*
১১. *আবূদাঊদ হা/১১০।*
১২. *আবূদাঊদ হা/২৫৯৪।*

আল্লাহ পসন্দ করেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে সতর্ক করে বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 'আল্লাহ্র অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হ'তে দূরে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। হৃদয় কোমল করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইয়াতীমের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ. 'এক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার অন্তর কঠিন মর্মে অভিযোগ করলে তিনি তাকে বললেন, যদি তুমি তোমার হৃদয় নরম করতে চাও তাহ'লে দরিদ্রকে খানা খাওয়াও এবং ইয়াতীমের মাথা মুছে দাও'।[১৩]

৫. আত্মীয় ইয়াতীম প্রতিপালনে দ্বিগুণ নেকী: মানুষ নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। অনেক সময় দানের ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করা হয়। অথচ ইসলাম তাদেরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে তাদের দু'টি হক রয়েছে। একটি ইয়াতীম-মিসকীন হওয়ার কারণে, আরেকটি আত্মীয় হওয়ার কারণে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِن الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. 'মিসকীনকে দান করায় একটি নেকী এবং আত্মীয়কে দান করায় দু'টি নেকী হাছিল হয়, একটি দানের নেকী এবং অপরটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার নেকী'।[১৪]

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ :

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি এমন এক আমানত যে বিষয়ে ত্রুটি হ'লে পরিণাম হবে ভয়াবহ। আর এ কাজ নিশ্চয়ই দুর্বলদের দ্বারা সম্ভব নয়। খেয়ানতের আশংকা থাকলে এই দায়িত্ব থেকে দূরে থাকাই বরং কল্যাণকর। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ যর (রাঃ)-কে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ- 'হে আবূ যর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার জন্য তাই পসন্দ করি যা আমি নিজের জন্য পসন্দ করি। তুমি কখনো দু'জনের উপর আমীর হবে না এবং ইয়াতীমের সম্পদের দায়িত্বশীল হবে না'।[১৫] উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দায়িত্ব গ্রহণ না করা উদ্দেশ্য নয়, বরং অধিক সর্তকতা অবলম্বন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যিনি দায়িত্বশীল হবেন তিনি যেন আমানতের ব্যাপারে অতি সাবধানতা অবলম্বন করেন। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ : الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন করছি। (এরা হচ্ছে) ইয়াতীম ও নারী'।[১৬]

ইয়াতীমদের সম্পদ সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করতঃ সময়মত তাদের নিকটে সমর্পন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. 'আর ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পন কর। পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় কর না ও তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশ্রিত করে গ্রাস কর না। নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ' *(নিসা ৪/২)*। আল্লাহ আরও বলেন,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. 'আর ইয়াতীমগণ বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান লক্ষ্য কর, তবে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পন কর এবং তারা বয়োঃপ্রাপ্ত হবে বলে তা অপব্যয় ও তাড়াহুড়া করে আত্মসাৎ কর না। যে অভাবমুক্ত সে নিবৃত্ত থাকবে এবং যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করতে চাও তখন তাদের জন্য সাক্ষী রেখ এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট' *(নিসা ৪/৬)*।

১৩. *আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/১৪১০; সিলসিলা ছহীহা হা/৮৫৪।*
১৪. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৩৯ সনদ ছহীহ।*
১৫. *মুসলিম হা/১৮২৬; মিশকাত হা/৩৬৮২।*
১৬. *ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৮; সিলসিলা ছহীহা হা/১০১৫ সনদ হাসান।*

আলোচ্য আয়াতে ইয়াতীমদের প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেলে যথাযথভাবে তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে রক্ষণাবেক্ষণকারী দরিদ্র হ'লে সঙ্গত পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে।

[চলবে]

গবেষণা সহকারী আবশ্যক

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' পরিচালিত 'গবেষণা বিভাগে'র জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ 'গবেষণা সহকারী' আবশ্যক।

যোগ্যতা :

১. আরবী ও বাংলা ভাষায় ব্যবহারিক দক্ষতা।
২. দ্বীনী গবেষণায় আত্মনিয়োগের আগ্রহ।
৩. গবেষণাকর্মে কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা।

আগ্রহী প্রার্থীকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে আবেদনপত্র প্রেরণের জন্য আহ্বান করা হ'ল।

যোগাযোগ : সচিব, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০১৭১৮-১৭০৭৬৩, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪। ইমেইল : tahreek@ymail.com

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরী শিরোইল শাখার সভাপতি ও শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সাবেক জয়েন্ট-সেক্রেটারী জনাব ইমাদুদ্দীন (৭৬) গত পহেলা জুন শনিবার বিকাল ৪-৩০ মিনিটে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেঊন।* মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৩ কন্যা রেখে গেছেন। পরদিন সকাল ১০-টায় টিকাপাড়া মহানগর ঈদগাহ ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং টিকাপাড়া গোরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর অছিয়ত মোতাবেক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মাসিক আত-তাহরীক-এর সহাকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলী, রাজশাহী মহানগরীর সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলী সহ যেলা ও মহানগর 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলগণ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। দাফন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে দাফন পরবর্তী কিছু প্রচলিত বিদ'আত তুলে ধরে এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী সম্মেলনে উপস্থিত শতাধিক ওলামা ও সুধীবৃন্দের সামনে যখন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাম প্রস্তাব করা হয়, তখন তিনিই সর্বপ্রথম সোচ্চারকণ্ঠে ও সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন, এত সুন্দর নাম কিভাবে এলো, যার নামে ও কাজে পুরোপুরি মিল আছে'। সংগঠনের পক্ষ থেকে বর্তমান শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার পিছনে তিনিই ছিলেন মূল উদ্যোক্তা।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

ছিয়ামের আদব

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা : ছিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জিত হয়, আল্লাহ্র রহমত, মাগফিরাত ও নৈকট্য হাছিল হয়, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভ হয়। তাই সঠিকভাবে ছিয়াম পালন করা যরূরী। ছিয়ামের অনেক আদব রয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক ছায়েমের জন্য আবশ্যক। মূলতঃ প্রকৃত ছায়েম সেই, যার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাপাচার থেকে; যবান মিথ্যা, নির্লজ্জ, কদর্যতাপূর্ণ ও অনর্থক কথা থেকে; উদর পানাহার থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ যদি সে কথা বলে তাহ'লে এমন কথা বলে না, যা তার ছিয়ামকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোন কাজ করলে এমন কাজ করে না, যা তার ছিয়ামকে বিনষ্ট করে। তার মুখ থেকে উত্তম ও সুন্দর কথা বের হয়। কাজ করলে সৎ কাজ করে। তাই ছায়েম সকলের জন্য কল্যাণকারী হয়ে থাকে। এরূপ ছিয়াম পালনকারীর জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে অশেষ কল্যাণ এবং পরকালে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। বস্তুতঃ ছায়েমের ছিয়াম যথার্থ ও সঠিক হওয়ার জন্য বহু আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ছিয়ামের আদব সমূহ : ছিয়ামের অনেক আদব রয়েছে, যেগুলি প্রতিপালন না করলে ছিয়াম পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হয় না। এ আদবগুলি দু'ভাগে বিভক্ত। ক. ওয়াজিব আদব ও খ. মুস্তাহাব আদব।

ক. ওয়াজিব আদব : ওয়াজিব আদব সমূহ পালন করা প্রত্যেক ছায়েমের জন্য আবশ্যক। এসব আদবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় আদব নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. তাক্বওয়া অর্জন করা : তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি অর্জনের জন্যই রামাযানের ছিয়াম উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপরে ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। আল্লাহ্র নির্দেশিত বিষয় সমূহ প্রতিপালন ও নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ পরিত্যাগের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জিত হয়।

২. আল্লাহ্র ইবাদত করা : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপরে কাওলী (ভাষাগত) ও ফে'লী (কর্মগত) যেসব ইবাদত ফরয করেছেন, ছায়েমের জন্য সেসব প্রতিপালন করা আবশ্যক। ঈমান আনয়নের পরে এসব ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ফরয ছালাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ– 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে ছালাতের। যার ছালাত ঠিক হবে তার সব আমল সঠিক হবে। আর যার ছালাত বিনষ্ট হবে, তার সব আমল বিনষ্ট হবে'।[১৭] সুতরাং ছালাতের রুকন, শর্তাবলী ও ওয়াজিব সহ সময়মত মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করা ছায়েমের জন্য অতীব যরূরী। আর ছালাত বিনষ্ট করা তাক্বওয়ার পরিপন্থী এবং এটা শাস্তিকে অবধারিত করে। আল্লাহ বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا 'তাদের পরে আসল অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা ছালাত নষ্ট করল ও লালসাপরবশ হ'ল। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা নয়, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হবে না' *(মারিয়াম ১৯/৫৯-৬০)*।

মহান আল্লাহ যুদ্ধরত অবস্থায় ও ভীতির সময়ও জামা'আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন *(নিসা ৪/১০২)*। সুতরাং নিরাপদ ও স্থিতিশীল অবস্থায় জামা'আতে ছালাত আদায় করা আরো যরূরী। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, জনৈক অন্ধ ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার এমন কোন লোক নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসবে। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাকে (বাড়ীতে ছালাত আদায়ের) অবকাশ দিলেন। যখন সে চলে যাচ্ছিল, তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأَجِبْ. 'তুমি কি ছালাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি সাড়া দাও'।[১৮] অর্থাৎ জামা'আতে শরীক হও।

জামা'আতে ছালাত আদায়ের ছওয়াব বহুগুণ হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً 'জামা'আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব একাকী আদায় করার চেয়ে ২৭ গুণ বেশী'।[১৯]

জামা'আত পরিত্যাগ করার পরিণাম হচ্ছে নিজেকে শাস্তির মুখোমুখি করা এবং এটা মুনাফিকীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ

১৭. *তাবারানী, আল-আওসাত্ব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮।*
১৮. *মুসলিম হা/১৫১৮ 'যে আযান শুনতে পায়, তার মসজিদে আসা আবশ্যক' অনুচ্ছেদ; আবু দাউদ হা/৫৫২; ইবনু মাজাহ হা/৮৪১।*
১৯. *নাসাঈ হা/৮৩৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৮৬।*

أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِىْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ– ‘এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানতো এ দুই ছালাতের মধ্যে কি (ছওয়াব) আছে, তাহ’লে তারা এ দুই ছালাতের জামা‘আতে হাযির হ’ত হামাগুড়ি দিয়ে হ’লেও। আমার ইচ্ছা হয় ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ বের হয়ে তাদের কাছে যাই, যারা ছালাতে (জামা‘আতে) উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ীগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই’।[২০]

৩. হারাম বিষয় পরিত্যাগ করা : ছায়েমের জন্য আবশ্যক হ’ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কথা ও কর্মের মধ্যে যেসব বিষয় হারাম করেছেন তা পরিহার করা। এখানে কতিপয় হারাম বিষয় উল্লেখ করা হ’ল, যা ত্যাগ করা ছায়েমের জন্য অপরিহার্য।

◙ মিথ্যা কথা ও কাজ ত্যাগ করা : মিথ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে মিথ্যারোপ করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যাকে সম্বন্ধিত করা। যেমন তাঁদের হালালকৃত জিনিসকে হারাম গণ্য করা এবং তাঁদের হারামকৃত জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করা। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ، مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ– ‘তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি’ *(নাহল ১৬/১১৬-১৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপরে মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান নির্ধারণ করে নিল’।[২১] তিনি আরো বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا ‘তোমরা মিথ্যাচার পরিহার কর। কেননা মিথ্যাচার পাপের দিকে ধাবিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যাচারকে স্বভাবে পরিণত করে। অবশেষে আল্লাহ্র নিকটে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়’।[২২]

◙ গীবত পরিহার করা : গীবত হচ্ছে কোন মুসলিম ভাইয়ের অগোচরে তার এমন কোন বিষয় উল্লেখ করা যা সে অপসন্দ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ، قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِىْ أَخِىْ مَا أَقُوْلُ، قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ– ‘তোমরা কি জান গীবত কি? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তোমার কোন ভাইয়ের এমন কোন বিষয় উল্লেখ করা যা সে অপসন্দ করে। বলা হ’ল, (এ ব্যাপারে) আপনার অভিমত কি যে, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মাঝে থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বল, তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহ’লে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে না থাকে তাহ’লে তুমি তার প্রতি অপবাদ দিলে’।[২৩]

মহান আল্লাহ গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং একে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ‘তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর’ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মি‘রাজের রাতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো তামার তৈরী, যা দ্বারা তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশে আঁচড় কাঁটছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ أَعْرَاضِهِمْ ‘এরা কারা হে জিবরীল! তিনি বললেন, এরা ঐ সমস্ত লোক যারা মানুষের গোশত খেত (গীবত করতো) এবং তাদের মান-সম্মানে আঘাত আঘাত হানতো’।[২৪]

◙ চোগলখুরী ত্যাগ করা : চোগলখুরী হচ্ছে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরকে বলা। এটা বড় পাপ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ‘চোগলখোর জান্নাতে

২০. *বুখারী হা/৬২৬; মুসলিম হা/৬৫১/১৫২ (১৩৮২ ‘জামা‘আতে ছালাতের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।*
২১. *বুখারী হা/১২৯১; মুসলিম হা/৪ ‘মিথ্যা হ’তে সতর্কতা’ অনুচ্ছেদ।*
২২. *মুসলিম হা/২৬০৭ (১০৫); আবু দাউদ হা/৪৯৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৯৩।*
২৩. *মুসলিম হা/৬৭৫৮, ‘গীবত হারাম’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৮২৮।*
২৪. *আবু দাউদ হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৩৩।*

প্রবেশ করবে না'।[২৫] অপর একটি হাদীছে এসেছে, একদা রাসূল (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ– 'এ দু'ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অথচ তাদেরকে বড় কোন পাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত'।[২৬]

আল্লাহ বলেন, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِيْنٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ 'আর অনুসরণ করো না তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত; পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকটে লাগিয়ে বেড়ায়' *(ক্বলাম ৬৮/১০-১১)*। চোগলখোরী ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা পয়দা করে। তাই এটা সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য।

◙ ধোঁকা ও প্রতারণা পরিত্যাগ করা : ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকর্ম, কৃষিকাজসহ সকল প্রকার আচার-ব্যবহার, পরামর্শ-উপদেশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ধোঁকা-প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। কেননা এটা বড় গোনাহের কাজ। প্রতারক উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[২৭] অন্য শব্দে এসেছে, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي 'যে ধোঁকা দেয় সে আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়'।[২৮]

◙ বাদ্যযন্ত্র পরিত্যাগ করা : বাদ্য-বাজনার সকল প্রকার ও বাজনার সুরে গাওয়া গান সব পাপাচার ও হারাম। আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি' *(লুকমান ৩১/৬)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ইবনু আব্বাস, জাবের, সাঈদ ইবনু জুবায়ের, ইকরিমা, ও হাসান বছরী প্রমুখ বলেছেন, এ আয়াতটি গান-বাজনার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।[২৯]

রাসূল (ছাঃ) বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হ'তে সতর্ক করে বলেন, لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِىْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ 'আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই একটি দল হবে যারা ব্যভিচার, রেশমী বস্ত্র, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে'।[৩০] অর্থাৎ তারা এগুলিকে হালাল মনে করে ব্যবহার করবে।

◙ অনর্থক, অশ্লীল এবং কদর্যপূর্ণ কথা ও কাজ এবং গালিগালাজ পরিহার করা : ছিয়াম অবস্থায় অনর্থক, অশ্লীল, নির্লজ্জ ও ফাহেশা কথা ও কাজ এবং গালিগালাজ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ– 'কেবল পানাহার পরিহারের নাম ছিয়াম নয়; বরং অনর্থক ও অশ্লীলতা পরিহারের নাম হচ্ছে ছিয়াম। অতএব যদি তোমাকে কেউ গালি দেয় কিংবা তোমার সাথে কোন জাহেলী কাজ করে, তাহ'লে তুমি বলবে, আমি ছায়েম, আমি ছায়েম'।[৩১] অন্য হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِىْ، وَأَنَا أَجْزِىْ بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ– 'আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার জন্য, কেবল ছিয়াম ব্যতীত। কেননা সেটা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। যখন কারো ছিয়ামের দিন হবে, তখন সে যেন অশ্লীল ও গর্হিত কাজ না করে। যদি তাকে কেউ গালি দেয় অথবা বিবাদ করতে আসে, তাহ'লে সে যেন বলে, আমি ছায়েম'।[৩২] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِىْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিহার করল না, তার পানাহার পরিহারে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।[৩৩]

তিনি আরো বলেন, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوْعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ 'কত ছায়েম আছে, যাদের ছিয়ামের বিনিময়ে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। আর কত (নফল) ছালাত আদায়কারী আছে যাদের রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছু জোটে না'।[৩৪] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ

---

২৫. মুসলিম, হা/৩০৩; তিরমিযী হা/৯৮১; মিশকাত হা/৪৮২৩।
২৬. বুখারী হা/২১১; নাসাঈ হা/২০৪২; আবু দাঊদ হা/১৯।
২৭. মুসলিম হা/৪৫; ইবনু মাজাহ হা/২৩১০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৫৮।
২৮. মুসলিম হা/২৯৫; ইরওয়া হা/১৩১৯।
২৯. তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা লুক্বমান ৬নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

৩০. বুখারী হা/৫৫৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৩।
৩১. ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/১৯৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৭৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৮২।
৩২. বুখারী হা/১৯০৪; মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩৩. বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯।
৩৪. ইবনু মাজাহ হা/১৬৯০; মিশকাত হা/২০১৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৮৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৪৮৮।

تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّيْ صَائِمٌ ‘তুমি ছিয়াম অবস্থায় গালি দিবে না। আর যদি তোমাকে কেউ গালি দেয়, তাহ’লে বলবে, আমি ছায়েম’।[৩৫]

খ. মুস্তাহাব আদব : এসব আদবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা এবং এগুলি পালনের চেষ্টা করা ছায়েমের কর্তব্য। মুস্তাহাব আদবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় নিম্নরূপ:

১. সাহারী খাওয়া : ফজরের পূর্বে কোন কিছু খাওয়াকে সাহারী বলে। এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। সাহারী খাওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً ‘তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে’।[৩৬] সাহারী গ্রহণ করাকে উম্মতে মুহাম্মাদী ও আহলে কিতাবদের ছিয়ামের মাঝে পার্থক্যকারী নিদর্শন বলে রাসূল (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ ‘আমাদের ও আহলে কিতাবদের ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহারী খাওয়া’।[৩৭]

সাহারী গ্রহণের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ ‘নিশ্চয়ই সাহারী গ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহ রহমত করেন ও ফেরেশতাগণ দো‘আ করেন’।[৩৮] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إِيَّاهَا فَلاَ تَدَعُوْهُ ‘নিশ্চয়ই সাহারী বরকতপূর্ণ, আল্লাহ তা‘আলা বিশেষভাবে তা তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা তা (সাহারী) পরিত্যাগ করো না’।[৩৯] তিনি আরো বলেন, : اَلْبَرَكَةُ فِيْ ثَلاَثَةٍ فِي الْجَمَاعَةِ وَالثَّرِيْدِ وَالسَّحُوْرِ ‘তিনটি বস্তুতে বরকত রয়েছে- জামা‘আতে, ছারীদে (এক প্রকার খাদ্য) এবং সাহারীতে’।[৪০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْبَرَكَةَ فِي السَّحُوْرِ وَالْكَيْلِ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ বরকত রেখেছেন সাহারীতে ও পরিমাপে’।[৪১]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাহারী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য এক ঢোক পানি কিংবা একটা খেজুর দিয়ে হ’লেও সাহারী করতে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, تَسَحَّرُوْا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ ‘সাহারী গ্রহণ কর যদিও এক ঢোক পানি দিয়েও হয়’।[৪২] অন্য বর্ণনায় আছে, نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ‘মুমিনের উত্তম সাহারী হচ্ছে খেজুর’।[৪৩]

সাহারীর সময় হচ্ছে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ‘আর তোমরা খাও এবং পান কর যতক্ষণ না রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হ’তে শুভ্র রেখা প্রতিভাত হয়’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

সুন্নাত হচ্ছে বিলম্ব করে সাহারী খাওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيْلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيْرِ سَحُوْرِنَا وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلاَةِ ‘আমরা নবীদের দল আদিষ্ট হয়েছি ইফতার দ্রুত করতে এবং সাহারী দেরীতে করতে। আর ছালাতের মধ্যে আমাদের ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে’।[৪৪] অন্য হাদীছে এসেছে, كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعُ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأُهُمْ سُحُوْرًا অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ইফতার দ্রুত করতেন এবং সাহারী দেরীতে করতেন।[৪৫]

২. দ্রুত ইফতার করা : ছিয়ামের অন্যতম সুন্নাত ও আদব হ’ল তাড়াতাড়ি অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ‘মানুষ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা ইফতার দ্রুত করবে’।[৪৬] তিনি আরো বলেন, لاَ تَزَالُ أُمَّتِيْ عَلَى سُنَّتِيْ مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُوْمَ ‘আমার উম্মত আমার সুন্নাতের উপরে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইফতারের জন্য তারকা উদয়ের অপেক্ষা না করবে’।[৪৭] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, لاَ يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ ‘দ্বীন ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী, নাছারারা দেরীতে ইফতার করে’।[৪৮]

৩. তরতাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করা : সতেজ বা তরতাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করা, না পেলে শুকনা খেজুর দ্বারা

৩৫. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৪৮৩; ইরওয়া ৪/৩৫ পৃঃ; তা‘লীকাতুল হাসান, হা/৩৪৭৪, সনদ হাসান।
৩৬. বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫।
৩৭. মুসলিম হা/২৬০৪; মিশকাত হা/১৯৯৩।
৩৮. আহমাদ হা/১১১০১; ছহীহ তারগীব হা/১০৬৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৫৪।
৩৯. নাসাঈ হা/২১৬২; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৬৯।
৪০. ছহীহুল জামে‘ হা/২৮৮২; ছহীহ তারগীব হা/১০৬৫।
৪১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৯১।
৪২. ছহীহ ইবনে হিব্বান, ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৭১, সনদ হাসান ছহীহ।
৪৩. আবু দাউদ হা/২৩৪৫; মিশকাত হা/১৯৯৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৬২।
৪৪. ছহীহ ইবনে হিব্বান, আহকামুল জানায়েয, ১/১১৭; ছিফাতু ছালাতিন নবী ১/৮৭।
৪৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫২৫।
৪৬. বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৯৮৪।
৪৭. ছহীহ ইবনে হিব্বান; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৭৪, সনদ ছহীহ।
৪৮. আবু দাউদ হা/২৩৫৫; মিশকাত হা/১৯৯৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৬৮৯; ছহীহ তারগীব হা/১০৭৫, সনদ ছহীহ।

ইফতার করা। হাদীছে এসেছে, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তরতাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। না পেলে শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। তাও না পেলে তিনি এক অঞ্জলী পানি দ্বারা ইফতার করতেন'।[৪৯]

৪. ইফতারের সময় দো'আ করা : ইফতারের সময় দো'আ কবুল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ 'তিনটি দো'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না। পিতার দো'আ, ছায়েমের দো'আ ও মুসাফিরের দো'আ'।[৫০]

'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] ইফতারকালে রাসূল (ছাঃ) এ দো'আ করতেন- ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ– অর্থ- পিপাসা দূর হ'ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ'ল'।[৫১]

৫. দান-ছাদাক্বাহ ও কুরআন তেলাওয়াত করা : রামাযান মাসে অধিক দান-ছাদাক্বাহ করা এবং বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা সুন্নাত। কেননা রাসূল (ছাঃ) রামাযানে প্রবাহিত বাতাসের ন্যায় দান করতেন এবং অধিক কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ-

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রামাযানে তিনি আরো অধিক দানশীল হ'তেন, জিবরীল (আঃ) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রামাযানে প্রতি রাতেই জিবরীল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা একে অপরকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রবাহিত বাতাস অপেক্ষা অধিক অধিক দানশীল ছিলেন'।[৫২]

৬. অধিক ইবাদতের চেষ্টা করা বিশেষত শেষ দশকে : রামাযান আল্লাহ্র সন্তোষ, নৈকট্য ও মাগফিরাত লাভের মাস। এ মাসে অধিক ইবাদতের মাধ্যমে গোনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার ও আল্লাহ্র রহমত লাভের চেষ্টা করা ছায়েমের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর এ মাসে প্রতি রাতে একজন আহ্বানকারী বেশী বেশী সৎকাজ করার জন্য আহ্বান জানান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ 'যখন রামাযানের প্রথম রাত্রি প্রবেশ করে তখন বিতাড়িত শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়; তার কোন দরজা খোলা থাকে না। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়; তার কোন দরজা বন্ধ থাকে না। আর একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন, হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা! অগ্রসর হও। হে অকল্যাণের অভিসারীরা! বিরত হও। এরূপ প্রত্যেক রাত্রিতে করা হয়'।[৫৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানে অধিক ইবাদত করতেন। বিশেষ করে শেষ দশকে তিনি বেশী বেশী ইবাদত করতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে জাগাতেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ– অর্থাৎ যখন রামাযানের শেষ দশ আসত তখন রাসূল তাঁর পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে বাঁধতেন এবং রাত্রি জাগরণ করতেন ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে জাগাতেন।[৫৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهِ (ছাঃ) শেষ দশকে (ইবাদতের) জন্য যে চেষ্টা করতেন, অন্য সময় তা করতেন না।[৫৫]

৭. ছায়েমকে খাদ্য খাওয়াতে আগ্রহী হওয়া : ছিয়াম পালনকারীকে খাবার দিলে বহু পুণ্য লাভ হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا 'যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করালো, তার জন্য ছায়েমের সমপরিমাণ নেকী রয়েছে। তবে ছায়েমের নেকী হ্রাস করা হবে না'।[৫৬] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ

৪৯. *আবু দাউদ হা/২৩৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৪০; ইরওয়াউল গালীল হা/৯২২; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৯৫।*
৫০. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৯৭।*
৫১. *ছহীহুল জামে' হা/৪৬৭৮; হাকেম হা/১৫৩৬।*
৫২. *বুখারী হা/৬, ১৯০২, ৩৫৫৪, 'নবীর বৈশিষ্ট্য' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৩০৭, ২৩০৮; মিশকাত হা/২০৯৮।*
৫৩. *ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; তিরমিযী হা/৬৮২; নাসাঈ হা/২১০৭; মিশকাত হা/১৯৬০, সনদ ছহীহ।*
৫৪. *বুখারী হা/২০২৪; মিশকাত হা/২০৯০।*
৫৫. *মুসলিম হা/১১৭৫; মিশকাত হা/২০৮৯।*
৫৬. *ইবনু মাজাহ হা/১৮১৮; তিরমিযী হা/৮১২; ছহীহ তারগীব হা/১০৭৮।*

جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَّفَهُ فِيْ أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلَ أُجُوْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ ‘যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে অথবা হজ্জে গমনকারীকে পাথেয় প্রস্তুত করে দিল অথবা তার পরিবারের দেখাশুনা করল (প্রতিনিধিত্ব করল) কিংবা ছায়েমকে ইফতার করালো তার তাদের সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। কিন্তু তাদের ছওয়াব কম করা হবে না’।[৫৭]

ইফতার করার পরে খাদ্য দানকারীর জন্য দো‘আ করতে হয়। একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রাসূল (ছাঃ) সা‘দ ইবনু উবাদা (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তিনবার সালাম দিলেন। কিন্তু উত্তর না পেয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হ’লেন। সা‘দ (রাঃ) তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হোক। আপনি যখনই সালাম দিয়েছেন, আমি তা শুনতে পেয়েছি এবং উত্তরও দিয়েছি। তবে আপনাকে শুনিয়ে বলিনি। কারণ আমি চাচ্ছিলাম আপনার বেশী বেশী সালাম এবং অধিক বরকত। অতঃপর তাঁরা বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য পনীর নিয়ে আসলেন। রাসূল (ছাঃ) তা খেলেন। আহার শেষে তিনি দো‘আ করলেন, أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ ‘পূণ্যবান ব্যক্তিগণ তোমাদের খাদ্য খেয়েছেন, ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দো‘আ করেছেন এবং ছিয়াম পালনকারীগণ তোমাদের নিকটে ইফতার করেছেন’।[৫৮]

৮. রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করা : রামাযান একটি ফযীলতপূর্ণ মাস। এ মাসের ইবাদতে অধিক ছওয়াব লাভ হয়। এ মাসে রাত্রি জেগে ইবাদত করলে আল্লাহ পূর্বের গোনাহ ক্ষমা করে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রাত্রি জাগরণ করল তার পূর্বের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়’।[৫৯]

৯. রাত্রে অতিভোজ পরিহার করা : রাত্রে ভুরিভোজ না করে পরিমিত আহার করা। কেননা মানুষ পেটপুরে আহার করলে এবং রাতের প্রথমাংশে পরিতৃপ্তি সহকারে খাবার খেলে অবশিষ্ট রাত্রে যথার্থ ইবাদত করতে পারে না। কেননা অতিভোজ দেহে অলসতা ও অবসাদ নিয়ে আসে। তাছাড়া ভুরিভোজ ছিয়ামের মূল উদ্দেশ্যকে রহিত করে। কেননা ছিয়ামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করা এবং প্রবৃত্তি পরায়ণতাকে পরিহার করা।

১০. মনের স্বাভাবিক চাহিদা পরিহার করা : অন্তরের এমন চাহিদা যাতে ছিয়াম নষ্ট হয় না যেমন শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ প্রভৃতি; কিন্তু এসব কখনো কখনো ছিয়ামকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়। বিধায় তা পরিত্যাজ্য।

১১. আল্লাহ্র নে‘মতের কথা স্মরণ করা : ছায়েমকে তার প্রতি আল্লাহ্র নে‘মতের পরিমাণ স্মরণ করা। কারণ আল্লাহ তাকে ছিয়াম পালনের সুযোগ দিয়েছেন এবং তার জন্য তা সহজসাধ্য করে দিয়েছেন, যাতে সে পূর্ণরূপে আদায় করতে পারে; রামাযান মাসকে সে অতিক্রম করতে পারে। অথচ অনেক মানুষ ছিয়াম থেকে বঞ্চিত হয়েছে; হয়তো রামাযানা মাস আসার পূর্বেই মৃত্যুর কারণে অথবা অপারগ ও অক্ষম হওয়ায় কিংবা তার গোমরাহী ও ছিয়াম পালন প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ছায়েমকে যে আল্লাহ ছিয়াম পালনের এ নে‘মত দিয়েছেন সেজন্য তাঁর প্রতি সকল প্রশংসা ও যাবতীয় গুণগান। কারণ এ ছিয়াম গোনাহ থেকে ক্ষমা লাভের, পাপ মোচন হওয়ার এবং জান্নাতে আল্লাহর নিকটে তার সম্মান ও মর্যাদার স্তরে উন্নত হওয়ার মাধ্যম।

পরিশেষে বলব, উপরোল্লিখিত ছিয়ামের আদব সমূহ পালনের মাধ্যমে ছিয়াম পূর্ণাঙ্গ হয়, এর হক যথাযথভাবে আদায় হয়, উদ্দেশ্য পূরণ হয় এবং অশেষ ছওয়াব অর্জিত হয়। যার মাধ্যমে পরকালে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যাবে। প্রবেশ করা যাবে অফুরন্ত শান্তি-সুখের আবাস জান্নাতে। তাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে উক্ত আদব সমূহ পালনের মাধ্যমে সঠিকভাবে ছিয়াম রাখার তাওফীক দান করুন-আমীন!

৫৭. ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৭৮, সনদ ছহীহ।
৫৮. আহমাদ হা/১১৯৫৭; মিশকাত হা/৪২৪৯; ছহীহুল জামে‘ হা/১২২৬।
৫৯. বুখারী হা/৩৭, ২০০৯; মুসলিম হা/১৮১৫; মিশকাত হা/১২৯৬।

যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৪র্থ কিস্তি)

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত

স্বর্ণ ও রৌপ্য খনিজ সম্পদের অন্যতম। এ সম্পদের অপ্রতুলতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রাচীনকাল থেকেই বহু জাতি এ দু'টি ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈরী করেছে ও দ্রব্যমূল্যের মান হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ কারণে ইসলামী শরী'আত স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার উপর যাকাত ফরয করেছে। আর যাকাত অনাদায়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। সেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে আর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ-

'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে। (তার সাথে এরূপ করা হবে) সেদিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে'।[৬০]

স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিছাব

কারো নিকটে ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলেই কেবল তার উপর যাকাত ফরয। এ দু'টি ধাতুর নিছাব নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল,

স্বর্ণের নিছাব : এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِيْ فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- 'বিশ দীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়। যদি কোন ব্যক্তির নিকট ২০ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকে তবে এর জন্য অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপরে যা বৃদ্ধি পাবে তার হিসাব ঐভাবেই হবে'।[৬১]

উল্লেখ্য যে, হাদীছে বর্ণিত ১ দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। অতএব ২০ দীনার সমান ২০×৪.২৫=৮৫ গ্রাম স্বর্ণ। ১ ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম হ'লে, ৮৫÷১১.৬৬=৭.২৯ ভরি স্বর্ণ। অর্থাৎ কারো নিকটে উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকলে তার উপর বর্তমান বাজার মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫০% যাকাত দেওয়া ফরয।

রৌপ্যের নিছাব : রৌপ্যের নিছাব উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ 'পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই'।[৬২]

উল্লেখ্য, ১ উকিয়া সমান ৪০ দিরহাম। অতএব ৫ উকিয়া সমান ৪০×৫=২০০ দিরহাম।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, هَاتُوْا رُبْعَ الْعُشُوْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ- 'তোমরা প্রতি ৪০ দিরহামে ১ দিরহাম যাকাত আদায় করবে। ২০০ দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের প্রতি কিছুই ফরয নয়। ২০০ দিরহাম পূর্ণ হ'লে এর যাকাত হবে পাঁচ দিরহাম এবং এর অতিরিক্ত হ'লে তার যাকাত উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী প্রদান করতে হবে'।[৬৩]

অত্র হাদীছে বর্ণিত ২০০ দিরহাম সমান ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য। ১ ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম হ'লে ৫৯৫ গ্রাম সমান ৫৯৫÷১১.৬৬=৫১.০২ ভরি রৌপ্য হয়। উক্ত পরিমাণ রৌপ্য কারো নিকটে এক বছর যাবৎ থাকলে তার উপর বর্তমান বাজার মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫০% যাকাত আদায় করা ফরয।

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৬০. মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৪/১২৩ পৃঃ।

৬১. আবূদাঊদ হা/১৫৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।

৬২. বুখারী হা/১৪৮৪, 'যাকাত' অধ্যায়, মুসলিম হা/৯৭৯; মিশকাত হা/১৭৯৪।

৬৩. আবূদাঊদ হা/১৫৭২, 'যাকাত' অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।

স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়টি মিলে নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত ফরয হবে কি? : কারো নিকটে স্বর্ণ ও রৌপ্য পৃথকভাবে কোনটিই নিছাব পরিমাণ নেই। কিন্তু উভয়টি মিলে নিছাব পরিমাণ হয়। এক্ষণে তার উপর যাকাত ফরয হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল, স্বর্ণ ও রৌপ্য দু'টি ভিন্ন বস্তু। একটি অপরটির নিছাব পূর্ণ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এ দু'টি পৃথকভাবে নিছাব পরিমাণ না হ'লে যাকাত ফরয নয়।[৬৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই'।[৬৫] তিনি অন্যত্র বলেন, 'বিশ দীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়'।[৬৬]

উল্লিখিত হাদীছ দু'টিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিছাব আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। কারণ দু'টি বস্তু অভিন্ন নয় বরং আলাদা। অতএব পৃথকভাবে দু'টির নিছাব পূর্ণ হ'লেই কেবল যাকাত ফরয হবে। অন্যথা ফরয নয়।

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একক মালিকানায় নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকা শর্ত কি? : কোন পরিবারে একাধিক ব্যক্তির মালিকানায় কিছু স্বর্ণ অথবা রৌপ্য রয়েছে যা পৃথকভাবে কারোরই নিছাব পরিমাণ হয় না। কিন্তু তাদের সকলের স্বর্ণ অথবা রৌপ্য একত্রিত করলে নিছাব পরিমাণ হয়। যেমন মায়ের ৫ ভরি ও মেয়ের ৩ ভরি স্বর্ণ রয়েছে যা আলাদাভাবে কারোরই নিছাব পরিমাণ নয়। কিন্তু মা ও মেয়ের স্বর্ণ একত্রিত করলে নিছাব পরিমাণ হয়। এমতাবস্থায় তাদের উপর যাকাত ফরয হবে না। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হ'ল, ব্যক্তিকে নিছাব পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ মালিক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ 'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে'।[৬৭]

এখানে মালিক বলতে ব্যক্তি মালিকানাকে বুঝানো হয়েছে। অতএব ব্যক্তি মালিকানায় নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ অথবা রৌপ্য থাকলেই কেবল যাকাত ফরয। অন্যথা ফরয নয়।

ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত

ব্যবসায়িক স্বর্ণ অর্থাৎ যে স্বর্ণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছে সে স্বর্ণের যাকাত ফরয এবং হারাম কাজে ব্যবহৃত স্বর্ণ যেমন পুরুষের ব্যবহৃত স্বর্ণ এবং কোন প্রাণীর আকৃতিতে বানানো নারীর অলংকার যা ব্যবহার করা হারাম, এরূপ ব্যবহৃত স্বর্ণেরও যাকাত ফরয। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কারণ স্বর্ণের এরূপ ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়।

পক্ষান্তরে বৈধ পন্থায় নারীর ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত ফরয কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল, নারীর ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরয। নারীর ব্যবহারিক অলংকারের যাকাত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لاَ قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُوْلِهِ-

আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন। তার কন্যার হাতে মোটা দু'টি স্বর্ণের বালা ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? মহিলাটি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি পসন্দ কর যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের বালা পরিধান করান? রাবী বলেন, একথা শুনে মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী (ছাঃ)-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।[৬৮]

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِيْ يَدِيْ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ-

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান এবং বলেন, হে আয়েশা! এটা কি? আমি বললাম, হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য তা তৈরী করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা ছিল। তিনি বললেন, তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।[৬৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

৬৪. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/১০১-১০২ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৮ পৃঃ; তামামুল মিন্নাহ ৩৬০ পৃঃ।*
৬৫. *বুখারী হা/১৪৮৪, 'যাকাত' অধ্যায়, মুসলিম হা/৯৭৯; মিশকাত হা/১৭৯৪।*
৬৬. *আবূদাউদ হা/১৫৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।*
৬৭. *মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়।*
৬৮. *আবূদাউদ হা/১৫৬৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'গচ্ছিত সম্পদ ও অলংকারের যাকাত' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।*
৬৯. *আবূদাউদ হা/১৫৬৫, সনদ ছহীহ।*

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِيْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتْ فَقُلْنَا لاَ قَالَ أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ أَدِّيَا زَكَاتَهُ-

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার খালা হাতে স্বর্ণের বালা পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা এর যাকাত দাও কি? তিনি বলেন, তখন আমরা বললাম, না। তখন তিনি (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না যে, এর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা আগুনের বালা পরিধান করাবেন। সুতরাং তোমরা যাকাত আদায় কর'।[৭০]

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন,

سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا أَفِيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيْهِ، قَالَتْ إِنَّ فِيْ حِجْرِيْ أَيْتَامًا فَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ نَعَمْ-

'এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, অলংকারের যাকাত দিতে হবে কি? তিনি বললেন, যদি তা দুইশত দিরহামে পৌঁছে, তাহ'লে তার যাকাত আদায় করবে। মহিলাটি বললেন, আমার ঘরে কতিপয় ইয়াতীম রয়েছে, তাদেরকে কি (যাকাত) প্রদান করতে পারব? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[৭১]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ 'অলংকার পরিধানে কোন সমস্যা নেই, যদি তার যাকাত দেওয়া হয়'।[৭২]

উপরোল্লিখিত হাদীছ ও আছার সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীর ব্যবহৃত অলংকার নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে।

নারীর ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরয নয় মর্মে পেশকৃত দলীলের জবাব : কিছু সংখ্যক বিদ্বান নারীর ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরয নয় বলে মত পোষণ করেছেন এবং তাদের মতের স্বপক্ষে কতিপয় দলীল পেশ করেছেন। নিম্নে সেই দলীলগুলো উল্লেখ করতঃ তার জবাব দেওয়া হ'ল।

প্রথম দলীল : আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, لَيْسَ فِيْ الْحُلِيِّ زَكَاةٌ 'অলংকারের যাকাত নেই'।[৭৩]

জবাব : প্রথমত হাদীছটি যঈফ। ইমাম দারাকুত্বনী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন।[৭৪] ইমাম বায়হাক্বী হাদীছটিকে ভিত্তিহীন বলেছেন।[৭৫] নাছিরুদ্দীন আলবানীও হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন।[৭৬] অতএব উক্ত হাদীছটি যঈফ বলে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি উপরোল্লিখিত ছহীহ হাদীছ ও আছার সমূহের বিরোধী হওয়ায় তা পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয় দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ 'তোমরা তোমাদের অলংকার দ্বারা হ'লেও যাকাত আদায় কর'।[৭৭] অলংকারের যাকাত ফরয হ'লে রাসূল (ছাঃ) 'তোমাদের অলংকার দ্বারা হ'লেও' না বলে বলতেন 'তোমাদের অলংকারের যাকাত আদায় কর'।

জবাব : অত্র হাদীছ ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত ফরয না হওয়া প্রমাণ করে না। কেননা যদি কেউ কারো ব্যয়ভার বহন করার লক্ষ্যে এমন অর্থ প্রদান করে, যা নিছাব পরিমাণ হয়। অতঃপর সে যদি বলে, তুমি যাকাত আদায় করবে যদিও তোমাকে প্রদানকৃত অর্থ থেকে হয়। তার এরূপ কথা যেমন উক্ত অর্থের যাকাত ফরয না হওয়া প্রমাণ করে না, তেমনি উল্লিখিত হাদীছ দ্বারাও ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত ফরয না হওয়া প্রমাণ করে না।[৭৮]

তৃতীয় দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ 'মুসলিমের উপর তার দাস ও ঘোড়ার যাকাত নেই'।[৭৯] দাস এবং ঘোড়া মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু হওয়ায় যাকাত ফরয নয়। তেমনি নারীর ব্যবহৃত অলংকার প্রয়োজনীয় বস্তু হওয়ায় যাকাত ফরয নয়।

জবাব : নারীর ব্যবহৃত অলংকারকে দাস ও ঘোড়ার উপর ক্বিয়াস করা দু'টি কারণে সঠিক নয়। (ক) উক্ত ক্বিয়াস উপরোল্লিখিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী। আর ছহীহ হাদীছ বিরোধী ক্বিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। (খ) উক্ত ক্বিয়াস অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা মৌলিক দিক থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত ফরয। পক্ষান্তরে দাস ও ঘোড়ার যাকাত ফরয নয়। অতএব মৌলিক দিক থেকে যাকাত ফরয নয় এমন বস্তুর সাথে যাকাত ফরয হওয়া বস্তুর ক্বিয়াস করা সঠিক নয়।[৮০]

চতুর্থ দলীল : নারীর ব্যবহৃত অলংকার বর্ধনশীল নয়। অতএব অবর্ধনশীল বস্তুর যাকাত ফরয নয়।

জবাব : স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বর্ধনশীল হওয়া শর্ত নয়। যেমন কেউ যদি তার নিকট নিছাব পরিমাণ টাকা জমা করে রাখে, যা দিয়ে সে কোন ব্যবসা করে না। বরং সেই টাকা থেকে শুধু খায় ও পান করে। তবুও তার

---

৭০. মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৬৫৫; ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭৭০, সনদ ছহীহ লিগায়রিহি (হাসান)।
৭১. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৪/৮৩ পৃঃ; মু'জামুল কাবীর লিত ত্বারানী ৯/৩৭১ পৃঃ; সনদ ছহীহ লিগায়রিহি।
৭২. দারাকুত্বনী ২/১০৭ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪/১৩৯ পৃঃ; সনদ হাসান।
৭৩. তিরমিযী হা/৬৩৬; দারাকুত্বনী ২/১০৭ পৃঃ।
৭৪. নাছবুর রিওয়ায়া ২/৩৪৭ পৃঃ।
৭৫. মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার ৩/২৯৮ পৃঃ।
৭৬. জামেউছ ছাগীর হা/৪৯০৬।
৭৭. বুখারী হা/১৪৬৬; মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৮০৮।
৭৮. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/১৩০ পৃঃ।
৭৯. বুখারী হা/১৪৬৪; মুসলিম হা/৯৮২।
৮০. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/১৩০ পৃঃ।

উপর যাকাত ফরয। অতএব ব্যবহৃত অলংকার বর্ধনশীল না হ'লেও তার উপর যাকাত ফরয।[৮১]

নগদ অর্থের যাকাত

প্রাথমিক যুগের মানুষ নগদ অর্থ বলতে কিছুই জানত না। তারা পণ্যের বিনিময়ে পণ্য লেনদেন করত। তারপর ধীরে ধীরে নগদ অর্থের ব্যবহার শুরু হয়েছে। সাথে সাথে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশেষ বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়েছে। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রেরিত হ'লেন, তৎকালীন আরব সমাজ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করত। স্বর্ণ দিয়ে তৈরী হ'ত 'দীনার', আর রৌপ্য দিয়ে তৈরী হ'ত 'দিরহাম'। কিন্তু তা ছোট ও বড় হওয়ায় ওযনের তারতম্য হ'ত। এই কারণে জাহেলী যুগে মক্কার লোকেরা তা গণনার ভিত্তিতে ব্যবহার করত না, বরং তারা ওযনের ভিত্তিতে ব্যবহার করত। মূলত এই কারণেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিছাব যথাক্রমে ২০ দীনার ও ২০০ দিরহামকে ওযনের ভিত্তিতে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ ও ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য ধার্য্য করা হয়েছে।

নগদ অর্থের নিছাব

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ যে মুদ্রার মাধ্যমে লেন দেন করছে সেটা দিরহাম, দীনার, ডলার, টাকা যাই হোক না কেন, তা যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিছাবের মূল্যে পৌঁছে এবং ঐ মুদ্রার উপর এক বৎসর সময়কাল অতিবাহিত হয়, তাহ'লে তার উপর যাকাত ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এক দীনার সমান দশ দিরহাম হ'ত। সুতরাং বিশ দীনার স্বর্ণ ও দুইশত দিরহাম রৌপ্যের মান সমান ছিল। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিছাব যথাক্রমে বিশ দীনার ও দুইশত দিরহাম বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্যের মানে বড় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষণে আমরা কি নগদ অর্থের নিছাব স্বর্ণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করব, না রৌপ্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করব? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। স্বর্ণের মূল্যমান রূপা অপেক্ষা স্থিতিশীল এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য বিধায় অধিকাংশ বিদ্বান স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে যেহেতু যাকাত সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হওয়ার মাধ্যম তাই রৌপ্যের হিসাবেও অর্থের যাকাত প্রদান করা যেতে পারে।

মুদ্রাসমূহের যাকাত বের করার পদ্ধতি

মুদ্রার যাকাত বের করার জন্য সমস্ত সম্পদকে ৪০ দ্বারা ভাগ করে এক ভাগ বা ২.৫০% যাকাত দিতে হবে। আর এটাই স্বর্ণ-রৌপ্য ও এর হুকুমে যা আসে তার যাকাত। যেমন কারো নিকট ৪,০০,০০০/= টাকা রয়েছে। উক্ত টাকার যাকাত বের করার নিয়ম হ'ল, ৪,০০,০০০÷৪০ =১০,০০০/= টাকা। উল্লিখিত পদ্ধতিতে ৪,০০,০০০/= টাকা থেকে যাকাত হিসাবে ১০,০০০/= টাকা দান করতে হবে।

[চলবে]

৮১. *তদেব।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনেরা!

মাসিক **আত-তাহরীক** সূচনালগ্ন থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনে হক প্রচারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিত প্রকাশনার ১৬ বছর পেরিয়ে আপনাদের প্রিয় আত-তাহরীক আগামী অক্টোবরে ১৭তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। দেশের দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও আমরা দীর্ঘ দিন এর মূল্য বৃদ্ধি করিনি। এর মধ্যে কাগজ ও কালির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে। ছাপা, বাঁধাই ও ফিল্ম খরচও বেড়েছে অনেকগুণ। সেকারণ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকা সরবরাহ দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া বহু বিজ্ঞ পাঠক ও লেখক **'আত-তাহরীক'** সংরক্ষণের সুবিধার্থে হোয়াইট পেপারে (সাদা কাগজে) ছাপানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তাই আগামী অক্টোবর/১৩ (১৭তম বর্ষ ১ম সংখ্যা) থেকে আপনাদের প্রিয় **'আত-তাহরীক'** সাদা কাগজে ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিধায় আত-তাহরীকের মূল্য ১৬/- টাকার পরিবর্তে ২০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী অক্টোবর'১৩ থেকে নতুন মূল্য কার্যকর হবে ইনশাআল্লাহ। আত-তাহরীকে খিদমতের তুলনায় এ নতুন মূল্য বৃদ্ধি পাঠকদের মনোকষ্টের কারণ হবে না বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্টদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। *-সম্পাদক।*

শায়খ আলবানীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মন্তব্য

আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

২৩. আহলেহাদীছ প্রসঙ্গে :

(ক) একবার পাকিস্তানের আহলেহাদীছগণ একটি দাওয়াতী সম্মেলনে শায়খ আলবানীকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি তাতে অংশগ্রহণে আগ্রহী হ'লেন না। তখন তারা তাঁর ছাত্র শায়খ হাশেমীকে অনুরোধ করলেন শায়খ আলবানীর সাথে কথা বলার জন্য। কিন্তু শায়খ আলবানী আবারও ওযর পেশ করে বললেন যে, তার না যাওয়ার কারণ হ'ল, পাকিস্তানের আহলেহাদীছ ভাইয়েরা তার প্রতি ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করছেন। অতঃপর শায়খ হাশেমী যখন তাঁকে সেখানকার কিছু আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন আলবানী শায়খ হাসান বিন মুহাম্মাদের চরণটি আবৃত্তি করলেন,

أَهْلُ الْحَدِيْثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ + وَإِنْ لَمْ يَصْحَبُوْا نَفْسَهُ أَنْفَاسُهُ صَحِبُوْا

অর্থাৎ 'আহলেহাদীছগণ তো নবী করীম (ছাঃ)-এর পরিবার। যদি তারা স্বয়ং সাথী নাও হন, তবুও তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাদের সাথী'।

অতঃপর বললেন, আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি। তিনি যেন আমাকে কিয়ামতের দিন তাদের সাথেই পুনরুত্থিত করেন। একথা বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন *(মুহাম্মাদ বাইয়ূমী, ইমাম আলবানী হায়াতুহু দাওয়াতুহু ওয়া জুহূদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাহ, পৃঃ ১৩৮)*।

(খ) শায়খ আলবানী তাঁর বিখ্যাত 'সিলসিলা ছহীহাহ' গ্রন্থের ২৭০ নং হাদীছে ফেরক্বা নাজিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে আহলেহাদীছগণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের ও আইম্মায়ে এযামের মন্তব্য তুলে ধরার পর বলেন, ইমামগণ আহলেহাদীছদেরকে নাজী ফেরক্বা ও বিজয়ী দল হিসাবে চিহ্নিত করায় কিছু মানুষ বিব্রত বোধ করে থাকে। মূলতঃ এটা অস্বাভাবিক মনে করার কোন কারণ থাকবে না যদি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আমরা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেই।

প্রথমতঃ আহলেহাদীছগণ হাদীছ গবেষণা ও এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী যেমন রাবীদের জীবনী, হাদীছের দোষ-ত্রুটি ও তার বিভিন্ন সূত্র সম্পর্কে পাণ্ডিত্য হাছিলের দিক থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত, তার পথনির্দেশ, তাঁর চরিত্র, যুদ্ধাভিযান ও ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখে।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন ফেরক্বা ও মাযহাবে বিভক্ত হয়েছে যা ১ম শতাব্দীতে ছিল না।[৮২] আর প্রত্যেক মাযহাবেরই নিজস্ব মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে। রয়েছে এমন হাদীছসমূহ, যা থেকে তারা দলীল পেশ করেন ও যার উপর তারা নির্ভর করেন। এসব মাযহাবের মধ্যে কোন একটিকে অনুসরণকারী মুকাল্লিদ কেবল সেই মাযহাবেরই অন্ধ অনুসরণ করে এবং সে মাযহাবের সকল সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে থাকে। ঐ ব্যক্তি অন্য মাযহাবের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। অথচ হয়তবা সেখানে সে এমন হাদীছ খুঁজে পেত, যা তার অনুসৃত মাযহাবে পায়নি। বিদ্বানদের এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, প্রত্যেক মাযহাবেই এমন অনেক সুন্নাত ও হাদীছ রয়েছে যা অন্য মাযহাবে পাওয়া যায় না। ফলে সুনির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তি অন্য মাযহাবসমূহে সংরক্ষিত বিপুলসংখ্যক হাদীছের প্রতি আমল করা থেকে বিস্মৃত থেকে যায়। কিন্তু আহলেহাদীছগণ এর ব্যতিক্রম। কেননা তারা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত সকল হাদীছই গ্রহণ করে থাকেন, তা সে যে মাযহাবের হৌক না কেন। তার বর্ণনাকারী যে দলেরই হৌক না কেন, যতক্ষণ তিনি বিশ্বস্ত মুসলিম হন। এমনকি বর্ণনাকারী হানাফী, মালেকী বা অন্য মাযহাব দূরে থাক, যদি শী'আ, ক্বাদারী, খারেজীও হন, তবুও সে হাদীছ তারা গ্রহণ করেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর বক্তব্যে। তিনি ইমাম আহমাদ-কে লক্ষ্য করে বলেন,

أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبرني به حتى أذهب إليه سواء كان حجازيا أم كوفيا أم مصريا

'আপনি হাদীছ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। অতএব যখনই আপনার নিকটে কোন ছহীহ হাদীছ পৌঁছবে, তখনই আপনি আমাকে তা অবহিত করবেন। যাতে আমি সেদিকে যেতে পারি। হৌক বর্ণনাকারী হেজাযী, কূফী কিংবা মিসরী।' কিন্তু আহলেহাদীছগণ– আল্লাহ আমাদেরকে হাশরের ময়দানে তাদের সাথে সমাবেত করুন- তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারু বক্তব্যের অন্ধ অনুসরণ করে না, যতই শ্রেষ্ঠ বা মহান ব্যক্তি হৌক না কেন। অথচ অন্যেরা যারা হাদীছ ও তার উপর আমলের প্রতি সম্বন্ধ করে না, তারা ইমামগণের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও স্ব স্ব ইমামের বক্তব্যের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। যেমনভাবে আহলেহাদীছগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসরণ করে থাকে। উপরোক্ত আলোচনার পর এতে কোন বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না যে, আহলেহাদীছগণই বিজয়ী দল এবং নাজী ফেরক্বা। বরং তারাই হ'ল সেই মধ্যপন্থী উম্মত যারা (কিয়ামতের দিন) সমগ্র সৃষ্টির উপর সাক্ষী হবেন।

---

৮২. ৩৭ হিজরী থেকেই বাতিলপন্থীরা মাথা চাড়া দেয়, যাদের হাতে হযরত ওছমান ও পরে হযরত আলী (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে ১ম শতাব্দী হিজরীর ১ম ভাগ থেকেই সাবাঈ, খারেজী, শী'আ এবং ২য় ভাগে ক্বাদারিয়া, মুরজিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত ফেরকা সমূহ জন্মলাভ করে। অতঃপর চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে এসে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী প্রভৃতি তাক্বলীদী মাযহাবসমূহের প্রচলন ঘটে।

আহলেহাদীছগণের বিরোধীদের বক্তব্যের জবাবে খতীব বাগদাদী স্বীয় 'শারফু আছহাবিল হাদীছ' বইয়ের ভূমিকায় যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি বলেছেন,...আল্লাহ তা'আলা আহলেহাদীছগণকে শরী'আতের ভিত্তি স্বরূপ করেছেন, তাদের দ্বারাই জঘন্য সব বিদ'আতকে ধ্বংস করেছেন, তারাই হ'ল সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্র দ্বীনের রক্ষক এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী। তারাই হ'ল উম্মতের অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রামকারী। প্রত্যেক দল স্ব স্ব খেয়াল-খুশীর আশ্রয় নেয় ও সেদিকে ফিরে যায়। তারা যে রায়টি পসন্দ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, আহলেহাদীছগণ ব্যতীত। কেননা কুরআন তাদের হাতিয়ার, হাদীছ তাদের দলীল, স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) তাদের নেতা, তাঁর দিকেই তাদের সম্বন্ধ। তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর উপরে চলে না, কারো রায়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।.... তারা রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত শরী'আতকে কথায় ও কাজে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে। তার সুন্নাতের সংরক্ষণ ও তা মানুষের কাছে বিবৃত করার মাধ্যমে দ্বীনের পাহারাদারের ভূমিকা পালন করে এবং তারা তাকে মৌলিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তারাই এর প্রকৃত হকদার ও প্রকৃত অনুসারী। কত দুষ্কৃতিকারী শরী'আত বহির্ভূত বিষয়কে শরী'আতের মধ্যে ঢুকানোর চেষ্টা করেছে! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আহলেহাদীছদের মাধ্যমে তাদের অপচেষ্টাকে প্রতিহত করেছেন। ফলে তারাই শরী'আতের মৌলিক ভিত্তিসমূহের হেফাযতকারী এবং তার নির্দেশ ও মর্যাদার তত্ত্বাবধানকারী। যখন লোকেরা এর প্রতিরোধে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন এরাই তার পক্ষে ধনুকে তীর সংযোজন করে। এরাই হ'ল আল্লাহ্র দল। আর নিশ্চয় আল্লাহ্র দলই সফলকাম'।

অতঃপর আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলেন, 'পরিশেষে আমি আহলেহাদীছদের জন্য ভারতের একজন বিখ্যাত হানাফী পণ্ডিত আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) প্রদত্ত সাক্ষ্য তুলে ধরছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখবে এবং খেয়ালখুশীর অনুসরণ না করে ফিক্হ ও উছূলের সমুদ্রে ডুব দিবে, তার মধ্যে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, অধিকাংশ মৌলিক ও শাখাগত মাসআলা, যেগুলি নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, সেসব ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের মাযহাবই সকল মাযহাবের চেয়ে শক্তিশালী। যখনই আমি মতবিরোধের গিরিপথে ভ্রমণ করি, মুহাদ্দিছগণের বক্তব্যকে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত দেখতে পাই। তাদের প্রতি আল্লাহ্র কতই না অনুগ্রহ! তাদের প্রতিই আমাদের কৃতজ্ঞতা! আর কেনইবা নয়! তারাই তো রাসূল (ছাঃ)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাঁর আনীত শরী'আতের যথার্থ প্রতিনিধি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের দলের সাথে পুনরুত্থান ঘটান এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের অনুসৃত পথের উপরেই আমাদের মৃত্যু দান করেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

২৪. সকল কাজে ইখলাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে :

মুসলমানদের সকল কাজ ইখলাছপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কারণ সকল কাজের মূল হলো ইখলাছ। إن كان بخاري زمانه في الحديث وأبو حنيفة في الفقه و لم يخلص في عمله فهذا لـــن ينفعه بـــشيئ অর্থাৎ যদি সে হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম বুখারীর মত হয় এবং ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার মত হয়, অথচ তার আমলে ইখলাছ না থাকে, তাহ'লে তার এই খেদমত (তার পরকালের জন্য) কোনই উপকারে আসবে না।

কোন আমলই কবুলযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না তাতে দু'টি শর্ত বিদ্যমান থাকবে। (১) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'তে হবে (২) ইখলাছপূর্ণ হ'তে হবে। এ দু'টি শর্তের যেকোন একটি না থাকলে সে আমল আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না।

অতঃপর শায়খ আলবানী ইখলাছবিহীন আমল থেকে বাঁচার জন্য দু'টি পথ দেখিয়েছেন।

(১) খ্যাতির মোহ থেকে মুক্ত থাকা : যে ব্যক্তি আমলকে ইখলাছপূর্ণ করতে চায়, তাকে খ্যাতির প্রতি ভালোবাসা এবং মানুষের প্রশংসা থেকে দূরে থাকতে হবে। এথেকে দূরে থাকতে পারলে অল্প আমলের বিনিময়ে পাহাড়সম নেকী অর্জিত হবে। খ্যাতির প্রতি আকর্ষণ সম্পদের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। কেননা এর মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপসন্দ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই প্রত্যেকের জন্য উচিৎ হবে দৃঢ়পদ থাকা এবং মানুষের প্রশংসা এবং তাদের মধ্যে স্বীয় প্রসিদ্ধির কারণে প্রভাবিত না হওয়া।

(২) আমল দ্বারা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা : প্রত্যেক মুজাহিদ এবং আলেমের জন্য আবশ্যক হ'ল তারা তাদের কার্যক্রমের জন্য কোন প্রতিদান বা শুকরিয়া কামনা করবেন না। এখানে উভয়েই আল্লাহ্র পথে জিহাদ করছেন। একজন স্বীয় ইলম দ্বারা। অপরজন স্বীয় বীরত্ব, শক্তি এবং সাহসিকতার দ্বারা। তাই এখানে প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে তার পরিণাম হবে অজ্ঞ ব্যক্তির পরিণামের চেয়েও ভয়াবহ। আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে, ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات 'জাহেলের জন্য একগুণ ধ্বংস কিন্তু আলেমের জন্য সাতগুণ ধ্বংস নির্ধারিত'। এখানে সাতগুণ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আলেম ইলম থাকার কারণে অধিক শাস্তির সম্মুখীন হবেন।

(সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর ১/১৪৯, ২৬০, ২৯১; ইয়াদ মুহাম্মাদ ছালেহ, মানহাজুল আলবানী ১৪১-১৪৩ পৃঃ)

২৫. ফৎওয়া প্রসঙ্গে :

أن الإستعجال في الفتيا من مصائب زماننا 'তড়িঘড়ি কোন বিষয়ে ফৎওয়া দেওয়া এযুগের একটি বড় মুছীবত' *(সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর ১/৩০৬)*।

২৬. কুরআন শিক্ষা প্রসঙ্গে :

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়' হাদীছটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, কুরআনের শিক্ষক হ'লেন সর্বোত্তম শিক্ষক এবং মানুষ যা কিছু শিক্ষা করে তার মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল কুরআন শিক্ষা করা। হায়! শিক্ষার্থীরা যদি এ সম্পর্কে জানতো, তাহ'লে তাদের জন্য বিরাট উপকার নিহিত ছিল। বর্তমান যুগে যে সমস্যা ব্যাপকতা লাভ করেছে সেটা হ'ল, তুমি বহু দাঈ এবং জ্ঞানান্বেষীকে দেখতে পাবে যারা দাওয়াত, ফৎওয়া ও মানুষের প্রশ্নের জবাবদানে তৎপর ভূমিকা রাখছে, অথচ তারা সুন্দরভাবে মাখরাজ সহকারে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করতে পারে না। কখনো তারা س কে ص, ط কে ت, ذ কে ز কিংবা ث কে س -এর মত উচ্চারণ করছে। কখনো সংগোপন উচ্চারণের স্থলে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছে। অথচ তাদের জন্য কুরআন হেফয করার চেয়ে কুরআন সুন্দরভাবে পড়তে শেখা একান্ত যরূরী। যাতে দ্বীনের দাওয়াত দান, পাঠদান ও ওয়ায-নছীহতের সময় সুন্দরভাবে আয়াত চয়ন এবং তা দ্বারা দলীল পেশ করতে পারে। তুমি তাদেরকে হাদীছ ছহীহ-যঈফ, ওলামায়ে কেরামের মতামত রদ এবং বিভিন্ন মতের মধ্যে তারজীহ দিতে দেখবে। দেখবে সর্বদা তাদের জ্ঞানের স্তরের চেয়ে উচ্চ স্তরের কোন বিষয়ে কথা বলতে। কখনো দেখবে তারা বলছে, 'আমি এটা মনে করি', 'আমি বলি', 'এ বিষয়ে এটা আমার বক্তব্য' অথবা 'এ মতটিই আমার নিকটে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত!'

আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, তুমি তাদের অধিকাংশকে কখনো ওলামায়ে কেরামের মতৈক্যপূর্ণ মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতে দেখবে না; বরং সর্বদাই দেখবে তারা বিরোধপূর্ণ মাসআলা নিয়ে আলোচনা করছে। এমনকি বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় লিপ্ত হচ্ছে, আর কঠিন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন মতামত থেকে একটিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আমি আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ ধরনের লোকপ্রদর্শনী ও লোক শুনানোর লালসা এবং আত্মপ্রচারমুখী মনোভাব থেকে। আমি প্রথমে নিজেকে তারপর ঐসব ব্যক্তিদেরকে উপদেশ দিচ্ছি এ মর্মে যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য পবিত্র কুরআন হেফয করার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন শুরু করা উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও' *(ক্বাফ ৫)*। *(আদ-দুরার আল-গাওয়ালী মিন কালামিল আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী, পৃঃ ২৪৫)*।

মুসলিম যুবক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শায়খ আলবানীর নছীহত

প্রথমতঃ তোমরা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই ইলম অর্জন করবে। এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান, কোন শুকরিয়া বা কোন মজলিস আলোকিত করার অভিলাষ পোষণ করবে না। বরং তোমাদের লক্ষ্য থাকবে কেবল সেই মর্যাদা অর্জন, যা আল্লাহ তা'আলা কেবল ওলামায়ে কেরামের জন্যই নির্ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষার্থী যে বিপদে আছে, তা থেকে তোমরা দূরে থাকবে। সেগুলি হ'ল, তাদের উপর জ্ঞানের অহংকার ও আত্মম্ভরিতা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ফলে তাদের কেউ কেউ অহংকারের এত উচ্চ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে যে, সালাফে ছালেহীনের মতামতের কোন তোয়াক্কা না করে তারা কোন বিষয়ে নিজের মত করে ফৎওয়া দিচ্ছে। অথচ সালাফে ছালেহীন আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক আলোকোজ্জ্বল জ্ঞানভাণ্ডার। যা থেকে আমরা যুগ-যুগান্তরে আপতিত বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণ করতে পারি এবং বিভিন্ন মতবাদের ধোঁয়াশা ভেদ করে কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকোজ্জ্বল মৌল উৎসের দিকে ফিরে যেতে পারি।

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমি নিজে এমন এক যুগে বসবাস করেছিলাম যেখানে বিরাজ করছিল দু'টি পরস্পরবিরোধী অবস্থা। সে যুগের মুসলমানরা সকলেই ছিল শিক্ষক কিংবা সাধারণ ছাত্র এবং তারা সকলেই কেবল বিভিন্ন মাযহাবেরই মুকাল্লিদ নয়, বরং বাপ-দাদাদের আচরিত বিভিন্ন রীতি-নীতিরও অনুসারী ছিল। এরূপ মতবাদ বিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝেও আমরা ও আমাদের মত অন্যান্য দেশের অনেক ভাইয়েরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে গিয়েছি।

আজ সে অবস্থার উত্তরণ ঘটেছে এবং সমাজে সেই স্বল্পসংখ্যক সংস্কারকদের দাওয়াতের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষতঃ বিভিন্ন দেশে যুবক শ্রেণী অধিকহারে এ দাওয়াত গ্রহণ করছে। দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনে তাদের মাঝে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হ'ল এ ইতিবাচক জাগরণের পাশাপাশি এই যুবকদের অনেকেই আবার আত্মগর্ব ও আত্ম অহংকারের কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কেবল যুবক শ্রেণীই নয়, বরং এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বহু আলেম। যারা দ্বীনের ছহীহ ইলমের অধিকারী হওয়ার পর আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় না করে বরং নিজেদেরকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী ওলামায়ে কেরামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা শুরু

করেছে এবং ভাবছে যে তারা বুঝি কিছু একটা হয়ে গেছে। ফলে কিতাব ও সুন্নাতের গভীর পাণ্ডিত্য ছাড়াই বিভিন্ন বিষয়ে তারা অপরিপক্ক ফৎওয়া প্রদান করছে। অথচ তাদের ধারণা তাদের ফৎওয়া নিশ্চয়ই কুরআন ও হাদীছ মোতাবেক হচ্ছে। ফলে এর দ্বারা তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং পথভ্রষ্ট করছে বহু মানুষকে। উদাহরণস্বরূপ একটি দলের কথা বলা যায়, যাদেরকে আপনারা অনেক মুসলিম দেশেই দেখছেন। এই দলটি অন্যান্য সকল মুসলিম দলকে কাফের ঘোষণা করছে।

সুতরাং মুসলিম বিশ্বের সকল শিক্ষার্থী এবং দাঈ ভাইদের প্রতি আমার নছীহত হ'ল, তারা যেন ধৈর্য সহকারে জ্ঞানার্জন করে এবং নিজের অর্জিত জ্ঞান নিয়ে আত্মপ্রতারণার শিকার না হয়। তারা যেন এককভাবে নিজেদের বুঝ মোতাবেক না চলে। অর্থাৎ তাদের একক 'ইজতিহাদে'র উপর নির্ভর করে ফৎওয়া না দেয়। কেননা আমি অনেক ভাইয়ের নিকটে শুনেছি, তারা নিজেদের ভুল হ'তে পারে এরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এবং কোন পরিণাম বিবেচনা না করেই খুব সহজে কোন বিষয়ে ফৎওয়া দিচ্ছে আর বলছে, أنا اجتهدت 'আমি এ বিষয়ে ইজতিহাদ করেছি'। বলছে, 'এটা আমার মত', 'এটা আমার মত নয়' ইত্যাদি। যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কিসের ভিত্তিতে এরূপ ইজতিহাদ করলে? তুমি কি এক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাত, ছাহাবা ও তাবেঈন এবং ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতের উপর নির্ভর করেছ? না নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উপরে ইজতিহাদ করেছ? বাস্তবে দেখা যায়, সে এটাই করেছে। আমি মনে করি এর মূল কারণই হ'ল তাদের আত্মঅহমিকা ও নিজের ব্যাপারে অতি সুধারণা।

এজন্যই আমি মুসলিম বিশ্বের লেখকদের মাঝে একশ্রেণীর লেখকের বিস্ময়কর উত্থান লক্ষ্য করছি, যারা নিজেরা হাদীছের শত্রু; অথচ ইলমে হাদীছ বিষয়ে কিছু লিখছে। স্রেফ এটা যাহির করার জন্য যে, ইলমে হাদীছে তার অবদান রয়েছে। উক্ত লেখনীগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এখান থেকে সেখান থেকে নকল করে তারা বইগুলি সংকলন করেছে। এর কারণ কি? এর কারণ হ'ল তারা নিজেদেরকে সমাজে যাহির করতে চায় এবং মানুষের কাছে সস্তা খ্যাতি অর্জনের ধান্ধায় থাকে। সত্যিই নিম্নোক্ত প্রবাদটি তাদের জন্য খুব যথার্থ– حب الظهور يقطع الظهور 'আত্মপ্রচারের লোভ খ্যাতি লাভের পথটিই রুদ্ধ করে দেয়'।

এজন্য আমি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সকল প্রকার ইসলামবিরোধী চরিত্র থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিচ্ছি। নিজের জ্ঞান নিয়ে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি এবং আত্মঅহমিকা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে বলছি। সাথে সাথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কঠোরতা এবং রূঢ়তা পরিত্যাগ করে সর্বোত্তম পন্থা অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা আল্লাহ স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলছেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে এই কারণে যে, সত্য স্বভাবতঃই মানুষের জন্য একটি ভারী বিষয়। তাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষের পক্ষে তা গ্রহণ করাও কঠিন। এমতাবস্থায় যদি হক-এর সাথে আরো ভারী কিছু যুক্ত করা হয়, অর্থাৎ হক প্রচারের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়, তখন তা মানুষকে হক-এর নিকটবর্তী না করে বরং দূরে ঠেলে দেয়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) ৩ বার বলেছিলেন, إِنَّ مِنْكُمْ لَمُنَفِّرِينَ 'নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ কেউ বিতাড়নকারী রয়েছে' *(আহমাদ হা/২২৩৯৮, সনদ ছহীহ)*। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই বিতাড়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত না করেন এবং কিতাব ও সুন্নাতের প্রাজ্ঞ অনুসারী হিসাবে কবুল করে নেন। আমীন! *(মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শায়বানী, হায়াতুল আলবানী: আছারুহু ওয়া ছানাউল উলামা আলাইহে, ১/৪৫২)*।

ইসলামী সমাজ বিনির্মানের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে শায়খ আলবানী

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা হ'ল এই যে, তারা বস্তুগত শক্তিতে বলীয়ান কাফের রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এমন সব শাসকদের হাতে নিপীড়িত অবস্থায় দিনাতিপাত করছে, যারা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে না, আর করলেও তা খুব সামান্যই। যার ফলে সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে আমি মনে করি মুসলিম দলগুলোকে কেবল দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমি বিশ্বাস করি না এ দু'টি বিষয় ছাড়া মুসলমানদের এই দুর্বলতা, লাঞ্ছনা ও অপমান-অপদস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় আছে। আমি সকল বিশ্বাসী মুসলিম ভাই-বোনদেরকে বিশেষতঃ সচেতন ও প্রতিশ্রুতিশীল যুবকদেরকে বলছি, প্রথমতঃ যে বিষয়টি আমাদের জানতে হবে তা হ'ল, মুসলমানদের করুণ পরিস্থিতি। আর দ্বিতীয়তঃ যে বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে তা হ'ল, সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে তা থেকে মুক্তির উপায় বের করার পথ অনুসন্ধান করা। কোটি কোটি মুসলমান আজ কেবল ভৌগলিক বাস্তবতা অথবা নিজের আত্মপরিচয় রক্ষার্থে মুসলিম। অর্থাৎ নিজের জাতীয়তা, পরিচয়পত্র এবং জন্মসনদে লিপিবদ্ধ পরিচিতি মোতাবেক মুসলিম। আজকে আমি তাদের উদ্দেশ্যে কিছুই বলব না। আমি পুনরায় সকলকে বলব, ঐ মুক্তিকামী

যুবকদের হাতে মুক্তির কেবল দু'টি পথই খোলা আছে- (১) তাছফিয়াহ বা আক্বীদা সংশোধন (২) তারবিয়াত বা আমলী প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন।

তাছফিয়াহ হ'ল, মুসলিম যুবকদের নিকটে সেই বিশুদ্ধ ইসলামকে উপস্থাপন করা, যা যুগের পরিক্রমায় অনুপ্রবিষ্ট ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস, কুসংস্কার, বিদ'আতসহ সকল প্রকার জাল-যঈফ হাদীছ হ'তে মুক্ত। এই আক্বীদাগত সংস্কারকে বাস্তবায়িত করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। এই সংস্কার ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে কাংখিত শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার কোন সুযোগ নেই।

এই 'তাছফিয়াহ'র উদ্দেশ্য হ'ল, ইসলামকে একমাত্র চিকিৎসা হিসাবে উপস্থাপন করা, যা অনুরূপভাবে সেই আরবদের চিকিৎসা করেছিল, যারা একদিকে পারসিক, রোমীয়, হাবশীদের কাছে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত অবস্থায় পতিত ছিল। অন্যদিকে আল্লাহ্র পরিবর্তে গায়রুল্লাহ্র ইবাদত করতো।

এই অবস্থান থেকে আমরা সকল ইসলামী দল ও গোষ্ঠীর বিরোধিতা করি এবং বিশ্বাস করি অবশ্যই তাছফিয়াহ এবং তারবিয়াত একত্রে শুরু করতে হবে। যদি আমরা রাজনীতি দিয়ে শুরু করি তাহ'লে আমরা দেখতে পাব যে, যারা এখন রাজনীতিতে ডুবে রয়েছে, তাদের আক্বীদা বিনষ্ট। আর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের আচার-আচরণ অনেকটাই শরী'আতবহির্ভূত। তারা কেবল আমভাবে ইসলামের নামে মানুষ জমায়েত করতেই ব্যস্ত। অথচ তাদের লক্ষ্য ও চিন্তাধারা সম্পর্কে ঐসব আমজনতার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনাচারে ইসলামের কোন প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখা যাবে, তাদের অধিকাংশ নিজেদের ব্যক্তিজীবনেই ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে না, যা তাদের পক্ষে সহজেই সম্ভবপর ছিল। অথচ একই সময়ে তারা উঁচু গলায় শ্লোগান দিচ্ছে لا حكم إلا لله 'আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কোন হুকুম চলবে না!'। বক্তব্যটি ঠিকই যে, অবশ্যই আল্লাহ নাযিলকৃত হুকুম ব্যতীত অন্য কোন হুকুম চলবে না। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, فاقد الشيء لا يعطيه অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি নিজে যা হারিয়েছে, সে অন্যকে তা দিতে পারে না'। আধুনিক কালের অধিকাংশ মুসলমান নিজেদের জীবনে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠা না করে যদি অন্যদের কাছে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামী ভূমিকা কামনা করে, তবে কখনোই তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হবে না। কেননা কেউ যদি কোন জিনিস নিজেই হারিয়ে ফেলে, তবে তা অন্যকে দিতে পারে না। আর ঐসব শাসকগণ তো এই উম্মতেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই শাসক-শাসিত উভয়কেই এ দুর্বলতার কারণ সম্পর্কে জানতে হবে। জানতে হবে কেন মুসলিম শাসকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান অনুযায়ী শাসন করছে না? কেন মুসলিম দাঈগণ অন্যদেরকে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানোর পূর্বে নিজেদের জীবনে ইসলামী বিধান কার্যকর করছেন না। এর জওয়াব একটাই–তাদের কারোরই হয় ইসলাম সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান ছাড়া সঠিক জ্ঞান বা বুঝ নেই অথবা তারা চলাফেরা, জীবনযাপন, স্বভাবচরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন কোন ক্ষেত্রেই ইসলামী মূল্যবোধের উপর গড়ে উঠেনি। ফলে আমার অভিজ্ঞতাবলে আমি যা বলতে পারি তারা বড় ধরনের ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। আর সেটি হ'ল দ্বীনের সঠিক বুঝ থেকে দূরে ছিটকে পড়া।

এমনকি আজকের দিনে কোন কোন দাঈ মনে করেন যে, সালাফীরা কেবল তাওহীদের দাওয়াতেই জীবনপাত করে গেল। *সুবহানাল্লাহ*, কতই না মূর্খতায় ডুবে আছে সেই ব্যক্তি, যে অজ্ঞতাবশতঃ এমন কথা বলে। যদি সে প্রকৃতপক্ষে গাফেল নাও হয়, তবুও সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াত সম্পর্কে তার জানার কমতি আছে। কেননা সকল নবীর দাওয়াত ছিল, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর যাবৎ কেবল এই দাওয়াতই দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নতুন কোন সংস্কার করেননি, কোন বিধান প্রবর্তন করেননি, কোন রাজনীতি করেননি। বরং তিনি কেবল বলেছিলেন, হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাক'।

এটাই ছিল পূর্ববর্তী সালাফ আম্বিয়ায়ে কেরামের কার্যক্রম! তাহ'লে এই সকল মুসলিম দাঈগণ কিভাবে এত নীচে নেমে যেতে পারেন যে, তারা সেই একই কার্যক্রমের জন্য সালাফীদের নিন্দা করেন?

দ্বিতীয় উপায় হ'ল **তারবিয়াত** বা প্রশিক্ষণ। যুবকদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে যেন তারা পূর্ববর্তীদের মত দুনিয়ার প্রতি মোহগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. وَلَكِنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ 'আল্লাহ্র কসম! তোমরা দারিদ্র্যে নিপতিত হবে এ আশংকা আমি করি না। বরং আমি ভয় করি যখন তোমাদের সামনে দুনিয়াবী চাকচিক্যের দুয়ার উন্মুক্ত হবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত। ফলে তাদের মত তোমরাও পরস্পর সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং তা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে, যেভাবে ধ্বংস করেছিল পূর্ববর্তীদেরকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৩)*।

আরেকটি রোগ থেকে মুসলমানদের অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে যেন কোনভাবেই তা হৃদয়ে স্থান না পেতে পারে। তা হ'ল, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে ভয় না করা *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৩৬৯)*। এটা এমন একটি রোগ যার চিকিৎসা করা এবং মানুষকে তা থেকে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। এর সমাধানটি একটি হাদীছের শেষাংশে রাসূল (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন এভাবে, حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ 'যতক্ষণ না তোমরা দ্বীনের পথে ফিরে আসবে' *(আবুদাঊদ হা/৩৪৬২)*। অর্থাৎ মুক্তির পথ প্রতিভাত হবে বিশুদ্ধ দ্বীনের দিকে ফিরে আসার মাধ্যমে, যে দ্বীনের উপর অটুট ছিলেন রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ 'যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। মুফাসসিরগণ একমত যে, অত্র আয়াতে আল্লাহকে সাহায্য করা অর্থ হ'ল, তাঁর হুকুম-আহকাম অনুযায়ী আমল করা। সুতরাং আল্লাহকে সাহায্য করা যদি আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়ন না করা ব্যতীত অসম্ভব হয়, তাহ'লে আমরা কিভাবে বাস্তব জিহাদে অবতীর্ণ হব, যখন আমরা আল্লাহকে সাহায্য করছি না? কেননা আমাদের আক্বীদা যেমন অশুদ্ধ, নৈতিকতাও তেমন ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছে। সুতরাং জিহাদ শুরুর পূর্বে এই অবহেলা-উন্নাসিকতা আর বিবাদ-বিসম্বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টাই হবে আমাদের আবশ্যকীয় প্রাথমিক কর্মসূচি। আল্লাহ বলেন, لاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ 'তোমরা পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহ'লে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে' *(আনফাল ৮/৪৬)*। সুতরাং যখন আমরা এই মতবিরোধ ও গাফিলতির পরিসমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হব এবং তদস্থলে পারস্পরিক ঐক্য-ভালোবাসার জাগরণ সৃষ্টি করতে পারব, তখন সেটাই হবে আমাদের দুনিয়াবী শক্তির মূল চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন, أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ 'তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর' *(আনফাল ৮/৬০)*।

চারিত্রিক দিক থেকেও মুসলমানদের অবস্থা ধ্বংসাত্মক এবং মারাত্মক বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। তাইতো সালাফী নন এমন একজন বিখ্যাত মুসলিম দাঈর বক্তব্য *(কাযী হাসান হুযায়ফী)* আমাকে বিস্মিত করেছে, যদিও তাঁর অনুসারীরা তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী চলেন না। তিনি বলেছেন, أَقِيْمُوْا دَوْلَةَ الْإِسْلاَمِ فِيْ قُلُوْبِكُمْ تُقَمْ لَكُمْ فِيْ أَرْضِكُمْ 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা কর, তবেই তোমাদের রাষ্ট্রে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে'। অধিকাংশ দাঈ ভুল করেন যখন তারা আমাদের এই মূলনীতিকে অবহেলা করেন। একই ভুল করে বসেন যখন তারা বলে বসেন,

إن الوقت ليس وقت التصفية والتربية ، وإنما وقت التكتل والتجمُّع

'এখন তো তাছফিয়াহ ও তারবিয়াতের সময় নয়। বরং এখন তো ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হওয়ার সময়'। অথচ এ অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে যখন মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাগত নীতিতে বিভেদ বিরাজমান?... এ দুর্বলতাই আজ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হ'ল যেটা আমি আগেই বলেছি, বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে যথাযথভাবে ফিরে আসা এবং সমাজে তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ্র নীতি বাস্তবায়ন করা। আশা করি এটুকুই যথেষ্ট হবে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক *(মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শায়বানী, হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু ওয়া ছানাউল উলামা আলাইহে ৩৭৭-৩৯১)*।

আল-কুরআনের আলোকে জাহান্নামের বিবরণ

*বযলুর রহমান**

আল্লাহ তা'আলা পাপিষ্ঠ বান্দাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। যারা অবাধ্য, অস্বীকারকারী, পাপী তাদেরকে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী তার নির্দেশিত পথে চললে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতবাসী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে জান্নাত-জাহান্নামের বিশদ বিবরণ বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে জাহান্নামের বিভিন্ন শাস্তি এবং জাহান্নামীদের খাদ্য, পানীয় প্রভৃতির বিবরণ পেশ করা হ'ল-

(ক) অত্যুষ্ণ বায়ু ও কৃষ্ণবর্ণের ছায়া :

জাহান্নামের আগুনের তীব্র তাপদাহ ও উষ্ণতা এত প্রখর ও যন্ত্রণাদায়ক হবে, যা কল্পনাতীত। সেখানে রয়েছে আগুন হ'তে প্রস্তুতকৃত পোশাক, বিছানা, ছায়া, ভারী বেড়ি এবং আগুনের জিঞ্জির, আগুনে উত্তপ্ত ও প্রজ্বলিত কোটি কোটি টন ভারী লোহা ও গুর্জ, আগুনে উত্তপ্ত করা আসনসমূহ প্রভৃতি। সুতরাং যার সৃষ্টি লেলিহান অগ্নিশিখা হবে তার অভ্যন্তরস্থ বায়ুর ধ্বংসলীলা কত ভয়ংকর হ'তে পারে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، فِيْ سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ، وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُوْمٍ، لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيْمٍ. 'আর বাম দিকের দল কত হতভাগ্য, বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণবর্ণের ধূম্রের ছায়ায়, যা শীতলও নয় আবার আরামদায়কও নয়' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৪১-৪৪)*। জাহান্নামীরা জাহান্নামের আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে এক ছায়াকর বৃক্ষের দিকে ছুটে আসবে। যখন সেখানে পৌঁছবে তখন বুঝতে পারবে যে, এটা কোন ছায়াদানকারী বৃক্ষ নয়, বরং এটা জাহান্নামের ঘনকালো ধোঁয়া। অনুরূপভাবে জাহান্নামের বিদগ্ধকারী কঠিন লু-হাওয়া দিয়ে কাফেরদের শাস্তি দেওয়া হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, قَالُوْا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ أَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ، فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ. 'তারা বলবে, পূর্বে আমরা পরিবারবর্গের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। তারপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন' *(ত্বূর ৫২/২৬-২৭)*।

জাহান্নামের ছায়ার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, انْطَلِقُوْا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ، انْطَلِقُوْا إِلَى ظِلٍّ ذِيْ ثَلَاثِ شُعَبٍ، لَا ظَلِيْلٍ وَلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ، إِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ. 'তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে। চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নয় এবং যে ছায়া অগ্নিশিখা হ'তে রক্ষা করতে পারে না। তা উৎক্ষেপণ করবে অট্টালিকাতুল্য বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ, তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য' *(মুরসালাত ৭৭/২৯-৩৪)*।

জাহান্নামের অগ্নিবায়ুর উষ্ণতা এত প্রখর ও কঠিন, যা সকল জাহান্নামীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। যে আগুন মানুষকে জীবিত থাকতেও দিবে না, আবার মরতেও দিবে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ، لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ. 'তুমি কি জান সাক্বার কি? তা (মানুষকে) অক্ষতও রাখবে না, আবার ছেড়েও দিবে না। মানুষকে দগ্ধ করবে' *(মুদ্দাচ্ছির ৭৪/২৭-২৯)*। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ، الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، فِيْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. 'কখনো না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহ্র প্রজ্বলিত আগুন, যা হৃদয়ে পৌঁছবে। এতে তাদের বেঁধে দেওয়া হবে লম্বা লম্বা খুঁটিতে' *(হুমাযাহ ১০৪/৪-৯)*।

জাহান্নামের আগুন অনবরত প্রজ্বলন করা হবে। তাপ কমে যাওয়ার সাথে সাথে আবার জ্বালানো হবে। তা কখনো নির্বাপিত হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ. 'আর যার (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে হাবিয়া। আপনি কি জানেন হাবিয়া কি? তা হ'ল জ্বলন্ত আগুন' *(ক্বারি'আহ ১০১/৮-১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِى... قَالاَ الَّذِى يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ. 'আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, দু'জন লোক আমার কাছে এসে বলল,... যিনি আগুন প্রজ্বলিত করছেন তিনি হ'লেন জাহান্নামের দারোগা 'মালেক'।[৮৩]

জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ 'অতএব সে আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য' *(বাক্বারাহ ২/২৪)*।

জাহান্নামের আগুনের লু-হাওয়া সহ্য করা মানুষের জন্য অসম্ভব হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُونِيْ تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيْبَنِيْ مِنْ لَفْحِهَا...

৮৩. *বুখারী হা/৩২৩৬ 'সৃষ্টি সূচনা' অধ্যায়।*

'(সূর্য গ্রহণের ছালাতের সময়) আমার নিকট জাহান্নাম উপস্থিত করা হ'ল, যখন তোমরা আমাকে পিছনে সরে আসতে দেখেছিলে। এ ভয়ে যাতে আমার শরীরে আগুনের উষ্ণতা না লাগে...'।[৮৪]

গ্রীষ্মকালে গরমের তীব্রতা জাহান্নামের আগুনের উষ্ণ বাষ্পের কারণেই হয়ে থাকে এবং জ্বরও জাহান্নামের আগুনের একটি অংশ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন গরম বৃদ্ধি পায় তখন ছালাত (বিলম্বে আদায়ের) মাধ্যমে তা ঠাণ্ডা কর। কারণ গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়। আর জাহান্নাম আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করল যে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে (অতএব আমাকে নিঃশ্বাস ত্যাগের অনুমতি দিন)। অতঃপর আল্লাহ তাকে বছরে দু'বার নিঃশ্বাস ত্যাগের অনুমতি দিলেন। একটি শীতকালে আর অপরটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা গ্রীষ্মকালে যে কঠিন গরম অনুভব কর, তা এ নিঃশ্বাস ত্যাগের কারণে আর শীতকালে যে কঠিন শীত অনুভব কর, তাও ঐ নিঃশ্বাস ত্যাগের কারণে হয়ে থাকে'।[৮৫]

(খ) জাহান্নামের পানীয় :

জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনের তীব্রতায় তার অধিবাসীদের পিপাসায় বুক ফেটে যাবার উপক্রম হবে। তৃষ্ণার্ত পাপীরা পানির জন্য হাহাকার করবে। বুকফাটা আর্তনাদ করবে একফোঁটা পানির জন্য। সেদিন তাদের গগণবিদারী চিৎকার শুনার কেউ থাকবে না। এমন কঠিন মুহূর্তে তাদেরকে দেওয়া হবে রক্ত, পূঁজ মিশ্রিত, দুর্গন্ধযুক্ত উত্তপ্ত পানি। প্রচণ্ড পিপাসায় তারা উক্ত পানীয় পান করবে। কিন্তু তা তাদের তৃষ্ণা মেটাবে না। বরং আযাবের আরেক অধ্যায়ের সূচনা হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে জাহান্নামীদের প্রদত্ত পাঁচ প্রকার পানীয়ের বিবরণ পাওয়া যায়।[৮৬] পানীয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

১. مَاءٌ حَمِيْمٌ (উত্তপ্ত পানি) :

কাফেরদেরকে জাহান্নামে ফুটন্ত পানীয় পান করতে দেওয়া হবে। এতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। তাদেরকে যখন খাদ্য হিসাবে যাক্কূম গাছের তিক্ত কাঁটাযুক্ত ফল দেওয়া হবে, তখন তা গলায় বিঁধে গেলে তারা পানি চাইবে। তখন তাদেরকে গরম পানি দেয়া হবে এবং তারা তা তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় পান করতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ، لَآكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ، فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ، فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ، فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ، هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ. 'অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যাবাদীরা! তোমরা অবশ্যই যাক্কূম বৃক্ষ হ'তে আহার করবে এবং তা দিয়ে তোমাদের পেট পূর্ণ করবে। তারপর তোমরা পান করবে টগবগে ফুটন্ত পানি। তা পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। ক্বিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৫১-৫৬)*। এ মর্মে তিনি আরো বলেন, فَإِنَّهُمْ لَآكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ. 'তা থেকে তারা অবশ্যই আহার করবে এবং তাদের পেট পূর্ণ করবে। অতঃপর তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ' *(ছাফফাত ৩৭/৬৬-৬৭)*। জাহান্নাম অস্বীকারকারীদের শাস্তির বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ، يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ آنٍ. 'এটা সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে' *(আর-রহমান ৫৫/৪৩-৪৪)*। পৃথিবীর মানুষদের নিকটে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ 'মুত্তাক্বীরা কি তাদের মত) যারা জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হবে এবং যাদের পান করতে দেওয়া হবে উত্তপ্ত পানি, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

২. مَاءٌ غَسَّاقٌ (দুর্গন্ধযুক্ত পানি) :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এটি জাহান্নামীদের গলিত রস বিশেষ।[৮৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ' *(ছোয়াদ ৩৮/৫৫-৫৮)*।

৩. مَاءٌ صَدِيْدٌ وَغِسْلِيْنٌ (ক্ষতস্থান হ'তে নির্গত পুঁজ ও রক্ত):

জাহান্নামীদের শরীরের পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত মাংসকে বা ফোঁড়া থেকে নির্গত পুঁজ ও দুর্গন্ধযুক্ত পানিকে غِسْلِيْن বলা হয়।[৮৮] আর صَدِيد বলা হয় ফোঁড়া বা ক্ষতস্থান থেকে নির্গত

৮৪. *মুসলিম হা/২১৪০; মিশকাত হা/২৯৪২; মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৪৫৭; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৬৬।*
৮৫. *বুখারী হা/৫৩৬-৫৩৭; মুসলিম হা/১৪৩২; মিশকাত হা/৫৯১; দারেমী হা/২৮৪৫।*
৮৬. *ড.ওমর ইবনু সুলায়মান আল-আশকার, আল-জান্নাতু ওয়ান্নার, ১৬৯ পৃঃ।*
৮৭. *আল-জান্নাতু ওয়ান্নার, পৃঃ ১৬৮।*
৮৮. *ঐ।*

দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত রস বা পুঁজকে।[৮৯] উপরোক্ত দুর্গন্ধযুক্ত অপবিত্র পানি, পুঁজ হবে জাহান্নামীদের পানীয়। যা তারা অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, مِنْ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ، يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ. 'তাদের প্রত্যেকের পরিণাম জাহান্নাম এবং সকলকে পান করানো হবে অপবিত্র দুর্গন্ধযুক্ত গলিত পুঁজ। যা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে, আর তা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। তার নিকটে মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে চতুর্দিক থেকে। কিন্তু তার মৃত্যু হবে না এবং এরপর সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে' *(ইবরাহীম ১৪/১৬-১৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيْمٌ، وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنٍ، لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُوْنَ. 'অতএব সেখানে সেদিন তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না এবং কোন খাদ্য থাকবে না রক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ ব্যতীত। যা শুধুমাত্র অপরাধীরাই ভক্ষণ করবে' *(হা-ক্বাহ ৬৯/৩৫-৩৭)*।

৪. مَاءُ الْمُهْلِ (তৈলাক্ত গরম পানি) :

উত্তপ্ত তৈলাক্ত পানীয়কে مَاءُ الْمُهْلِ বলে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, الْمُهْلُ হ'ল উত্তপ্ত তেলের সর্বশেষ অংশ।[৯০] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কদর্যপূর্ণ গরম তৈলাক্ত পানীয়কে الْمُهْلُ বলা হয়।[৯১] যাহহাক (রহঃ) বলেন, অতি গাঢ় কৃষ্ণ পানীয়কে الْمُهْلُ বলে।[৯২] এটা জাহান্নামীদের পানীয় হিসাবে প্রদান করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. 'তারা পানি চাইলে তাদেরকে বিগলিত গরম তৈলাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় প্রদান করা হবে। যা তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে। এটা নিকৃষ্ট পানীয় আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল'! *(কাহাফ ১৮/২৯)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ، طَعَامُ الْأَثِيْمِ، كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ، كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ. 'নিশ্চয়ই যাক্কূম বৃক্ষ হবে পাপীদের খাদ্য, যা গলিত তাম্রের মত, তা তার পেটে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত' *(দুখান ৪৪/৪৩-৪৬)*।

৫. طِيْنَةُ الْخَبَال (শরীর থেকে নির্গত ঘাম) :

জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত ঘাম অথবা শরীরের ফোঁড়া থেকে নির্গত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজকে طِيْنَةُ الْخَبَال বলা হয়।[৯৩] পৃথিবীতে যারা মদ কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করত এবং যারা অহংকারে স্ফীত হয়ে দুনিয়ায় চলাচল করত, তাদেরকে জাহান্নামে শরীর থেকে নির্গত দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম বা বিষাক্ত পুঁজ পান করতে দেওয়া হবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

'প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। আর আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন, যে ব্যক্তি নেশাযুক্ত পানীয় পান করবে জাহান্নামে তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করানো হবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'ত্বীনাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন, তা হ'ল জাহান্নামীদের ঘাম বা পুঁজ'।[৯৪] অন্য হাদীছে এসেছে আমর ইবনু শু'আয়ব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِيْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ.

'ক্বিয়ামতের দিন অহংকারীরা মানুষরূপী ছোট্ট পিপীলিকা সদৃশ হবে। লাঞ্ছনা ও অপমান তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। জাহান্নামের 'বুলস' নামক কারাগারে তাদেরকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামে তাদের জন্য লেলিহান অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে এবং সেখানে তাদের 'ত্বীনাতুল খাবাল' অর্থাৎ শরীর থেকে নির্গত বিষাক্ত ঘাম বা দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ জাতীয় পানীয় পান করতে দেওয়া হবে'।[৯৫]

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে যারা তথাকথিত অভিজাত ছিল, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করত এবং যারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করত ও অযথা তর্ক-বিতর্ক করত, ক্বিয়ামতের

৮৯. *ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১১শ সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৫), পৃঃ ৬২৫।*
৯০. *তাফসীরে ত্বাবারী ২২/৪৬ পৃঃ।*
৯১. *তাফসীরে কুরতুবী ১০/৩৯৪ পৃঃ; আদ-দুররুল মানছূর ৫/৩৮৫ পৃঃ, তাফসীরে ইবনু কাছীর ৫/১৫৪ পৃঃ।*
৯২. *বাহরুল উলূম ২/৩৪৫ পৃঃ।*
৯৩. *আদ-দুররুল মানছূর ৩/১৭৫ ও ৭/২৪২ পৃঃ; তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/১৮৭ পৃঃ; তাফসীরে খাযেন ১/২০৯ পৃঃ।*
৯৪. *মুসলিম হা/৫৩৩৫; মিশকাত হা/৩৬৩৯।*
৯৫. *আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৫৭; তিরমিযী হা/২৪৯২; মিশকাত হা/৫১১২; ছহীহুল জামে' হা/৮০৪০।*

দিন তাদেরকে জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে মাথার উপর ফুটন্ত উত্তপ্ত পানি বর্ষণ করা হবে। এতে তাদের চর্বি, চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি, কলিজা সহ সব কিছুই জ্বলে যাবে। অতঃপর তা পশ্চাৎদেশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়বে। তারপর পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। এভাবেই চলতে থাকবে শাস্তি। আল্লাহ বলেন, خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ، ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ، إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ. 'তাকে ধর এবং টেনে-হেচড়ে জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে যাও। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত উত্তপ্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও এবং (বলা হবে) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমিতো ছিলে মর্যাদাবান অভিজাত। এটা তো সেটাই যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে' *(দুখান ৪৪/৪৭-৫০)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ، يُصْهَرُ بِهِ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ، كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ. 'এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ। তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য লৌহ নির্মিত হাতুড়ী সমূহ থাকবে। যখনই তারা তাতে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সেখান থেকে বের হ'তে চাইবে, তখনই আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং (বলা হবে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন কর' *(হজ্জ ২২/১৯-২২)*। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْجُمْجُمَةَ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتَ مَا فِيْ جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ. 'ফুটন্ত উত্তপ্ত পানি কাফেরদের মাথায় ঢালা হবে, যা তাদের মাথা ছিদ্র করে পেটে গিয়ে পৌঁছবে এবং পেটে যা কিছু আছে তা বের করে ফেলবে এবং তার পেট থেকে বের হয়ে পায়ে এসে পড়বে। আর এটাই الصَّهْرُ শব্দের ব্যাখ্যা। অতঃপর পুনরায় সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে' (এভাবেই চলতে থাকবে শাস্তি)।[৯৬]

(গ) জাহান্নামীদের খাদ্য :

জাহান্নাম গহ্বরে আগুনের লেলিহান শিখা পাপী মানুষকে উপর-নীচ, ডান-বাম সকল দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। সেখানে পার্থিব আগুনের ৭০ গুণ উত্তাপ সম্পন্ন এই মহা হুতাশনে জাহান্নামের অধিবাসীরা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। সেখানে তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু থাকবে না। থাকবে না শান্তিদায়ক কোন উপাদান। সেখানে শুধু থাকবে চূড়ান্ত দুঃখ, ধিক্কার, অপমান, অনুতাপ আর লজ্জা। এ রকম জটিল ও কঠিন মুহূর্তে তারা চরম তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে হাহাকার করবে। কিন্তু কোথাও কোন ঠাণ্ডা পানীয় ও উত্তম আহারের ব্যবস্থা থাকবে না। থাকবে না পরিতৃপ্ত হওয়ার মত কোন খাদ্য। থাকবে শুধু রক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ, কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ফল, সর্বাধিক কদর্যপূর্ণ নোংরা এবং গলায় আটকে যাওয়া খাবার প্রভৃতি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে জাহান্নামীদের মোট চার ধরনের খাবারের কথা বর্ণিত হয়েছে। যা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'ল-

১. زَقُّوم (তেতো ফলবিশিষ্ট এক প্রকারের কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ) :

দুর্গন্ধযুক্ত তেতো কাঁটাযুক্ত এক প্রকার ভারী খাবারকে زَقُّوم বলে। যা খাদ্য হিসাবে জাহান্নামীদের দেওয়া হবে। তা জাহান্নামের নিম্নদেশ থেকে উদ্গত হবে। এর গুচ্ছ হবে শয়তানের মস্তকের ন্যায়। কাফেররা সেখানে এটা ভক্ষণ করবে এবং তাদের উদর পূর্ণ করবে। এটি এমন একটি বৃক্ষ যা দুনিয়ায় পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ জাহান্নামের বিভিন্ন শাস্তির মত এটাকেও সৃষ্টি করবেন।[৯৭] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ، إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِيْنَ، إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ. 'আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ, নাকি যাক্কূম বৃক্ষ? এটাকে আমরা অত্যাচারীদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ তৈরী করেছি। এ বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। তার গুচ্ছ যেন শয়তানের মস্তকের ন্যায়। অবশ্যই তারা এটা হ'তে ভক্ষণ করবে এবং তাদের পেট পূর্ণ করবে' *(ছাফফাত ৩৭/৬২-৬৬)*।

উল্লেখ্য যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাক্কূম গাছের কথা বলে মানুষদের জাহান্নাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতেন, তখন আবূ জাহল তার সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলত যে, তোমরা শুন! আগুনে নাকি গাছ হবে? অথচ আগুন গাছকে খেয়ে ফেলে। এটা কোন ধরনের কথা? তখন আল্লাহ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ আয়াতটি নাযিল করে তাদেরকে কঠোরভাবে জওয়াব দেন। মূলতঃ যাক্কূম গাছ আগুন থেকেই তৈরী এবং আগুনই তার খাদ্য'।[৯৮]

২. ضَرِيعٌ (সর্বাধিক কদর্যপূর্ণ কাঁটাযুক্ত শুষ্ক নোংরা খাবার) :

মূলত ضَرِيع আগুনের একটি বৃক্ষের নাম এবং জাহান্নামের

৯৬. *মুসনাদে আহমাদ হা/৮৮৫১; শারহুস সুন্নাহ হা/৪৪০৬ 'জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য ও তার অধিবাসী' অনুচ্ছেদ; মুসনাদে ইবনু মুবারক হা/১২৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৩৬৭৯, হাদীছ হাসান।*

৯৭. *তাফসীরে ত্বানত্বাবী, পৃঃ ৪০৬৬।*

৯৮. *তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/২০ পৃঃ 'উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য'।*

পাথর। এতে বিষাক্ত কণ্টক বিশিষ্ট ফল ধরে থাকবে। এটা হবে দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট আহার্য। এটা ভক্ষণে দেহ পরিপুষ্টও হবে না, ক্ষুধাও নিবৃত হবে না এবং অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না।[৯৯] আল্লামা ত্বানতাবী (রহঃ) বলেন, এটি জাহান্নামীদেরর প্রদত্ত আযাবের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটি স্তরের আযাব। তাদের মধ্যে কেউ যাক্কূম, কেউ গিসলীন আবার কেউ যরী' ভোগ করবে।[১০০] ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজাহিদের সূত্রে বলেন, এটি একপ্রকার কাঁটাযুক্ত গুল্ম। তা যখন সবুজ থাকে তখন তাকে ضَرِيع বলা হয়, আর যখন শুকিয়ে যায় তখন হিজাযবাসীরা একেই ضَرِيع বলে। এটা এক প্রকার বিষাক্ত আগাছা।[১০১] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ، لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ. 'তাদের জন্য বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত গুল্ম ছাড়া কোন খাবার থাকবে না। যা তাদের পরিপুষ্টও করবে না এবং ক্ষুধাও নিবৃত করবে না' *(গা-শিয়াহ ৮৮/৫-৭)*।

৩. ذَا غُصَّة (গলায় আটকে যাওয়া খাবার) : এটি এমন খাবার যা কণ্ঠনালীতে আটকে থাকে এবং যেখান থেকে কোন কিছু বের হ'তে পারে না ও কোন কিছু ঢুকতেও পারে না। বরং কদর্যতা, দুর্গন্ধ ও তিক্ততার কারণে সেখানে তা আটকে থাকে।[১০২] অন্যত্র কাঁটাযুক্ত খাবার গলায় আটকে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এমনভাবে তাদের প্রতি শাস্তি অব্যাহত থাকবে।[১০৩] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيْمًا، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيْمًا. 'আমাদের নিকটে রয়েছে শৃঙ্খল ও প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা। আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি' *(মুযযাম্মিল ৭৩/১২-১৩)*।

৪. غِسْلِيْن (রক্ত ও পুঁজ) : এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(ঘ) জাহান্নামের আগুন :

জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন, كَلَّا إِنَّهَا لَظَى، نَزَّاعَةً لِلشَّوَى، تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى، وَجَمَعَ فَأَوْعَى. 'না, কখনো নয়, এটাতো (লাযা) লেলিহান অগ্নিশিখা। যা চামড়া তুলে দিবে। সে ঐ ব্যক্তিকে আহ্বান করবে যে, (সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং বিমুখ হয়েছিল, সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল এবং তা আগলে রেখেছিল' *(মা'আরিজ ৭০/১৫-১৮)*।

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করার জন্য অত্যন্ত রুক্ষ, নির্দয় এবং কঠোর স্বভাব সম্পন্ন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। যাদের সংখ্যা হবে ১৯ জন। এ মর্মে তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ. 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর ঐ আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করেন না আল্লাহ্র কোন নির্দেশ। যা করতে আদিষ্ট হন তারা কেবলমাত্র তাই করেন' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। আর জাহান্নামের ওপর প্রহরী হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে ১৯ ফেরেশতা *(মুদ্দাচ্ছির ৭৪/৩০)*।

জাহান্নামের প্রহরীরা জাহান্নামের আগুন অনবরত প্রজ্বলিত করছে এবং সর্বদা করবে। যা কখনো শীতল হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا 'যখনই (আগুন) স্তিমিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে, তখনই আমরা তাদের জন্য আগুন আরো বৃদ্ধি করে দেব' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৯৭)*।

পৃথিবীতে প্রজ্বলিত আগুনের তুলনায় জাহান্নামে আগুন ৬৯ গুণ অধিক উত্তাপ সম্পন্ন। আর তার প্রতিটি অংশের উত্তাপের তীব্রতা দুনিয়ার আগুনের তীব্রতার ন্যায়। মূলতঃ তার তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা এত শক্তিশালী যে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِيْ يُوْقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوْا وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا.

'তোমাদের এই আগুন যা বনী আদম প্রজ্বলিত করে তা জাহান্নামের আগুনের তীব্রতার সত্তর ভাগের এক ভাগ। ছাহাবীগণ বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র কসম! সে আগুন পৃথিবীর ন্যায় হওয়াই তো যথেষ্ট ছিল। তখন তিনি বললেন, তাকে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৬৯ গুণ অধিক উত্তাপ সম্পন্ন করা হয়েছে। আর তার প্রত্যেকটি ভাগ দুনিয়ার আগুনের মত উত্তাপ সম্পন্ন হবে'।[১০৪]

---

৯৯. তাফসীর ইবনু কাছীর ৮/৩৮৫ পৃঃ; আদ-দুররুল মানছুর ৮/৪৯১ পৃঃ।
১০০. তাফসীরে ত্বানত্বাবী পৃঃ ৪৪৯৩।
১০১. তাফসীরে ইবনু কাছীর ৮/৩৮৫ পৃঃ; বুখারী ২/৭৩৬ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-৮৮।
১০২. তাফসীরে ত্বানত্বাবী ৪৩৬১ পৃঃ; তাফসীর ইবনু কাছীর ৮/২৫৬ পৃঃ; তাফসীরে ত্বাবারী ২৩/৬৯১ পৃঃ।
১০৩. তাফসীরে বাহরুল উলূম ৩/৪৮৮ পৃঃ; তাফসীরে জালালাইন পৃঃ ৭৭৪; তাফসীরে খাযেন ৭/১৬৯ পৃঃ; তাফসীরে ত্বাবারী ২৩/৬৯১ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী ১৯/৪৬ পৃঃ।
১০৪. মুসলিম হা/৭৩৪৪; তিরমিযী হা/২৫৮৯।

জাহান্নামের আগুন এত দাহ্যশক্তি সম্পন্ন হবে যে, সেখানে জাহান্নামীরা জ্বলতে জ্বলতে কয়লায় পরিণত হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرِ الْحَيَا أَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً.

'জান্নাতীরা জান্নাতে ও জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখন জাহান্নাম থেকে তাদের বের করে আনা হবে। সে সময় তারা প্রজ্বলিত কয়লার ন্যায় হবে। তখন তাদের আবার হায়া বা হায়াত (বর্ণনাকারী মালেক-এর সন্দেহ) নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তারা সেখানে নতুন জীবন লাভ করবে। যেমনভাবে নদীর তীরে চারা গজায়। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি দেখনি যে, নদীর তীরে চারা গাছ যেমন হলুদ বর্ণের পেচানো অবস্থায় জন্ম নেয়'।[২৩] এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ فِى النَّارِ حَتَّى يَكُوْنُوْا فِيْهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُوْنَ وَيُطْرَحُوْنَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِىْ حَمِيْلَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তাওহীদপন্থীদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিদের জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। এমনকি তারা জ্বলতে জ্বলতে কয়লায় পরিণত হবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র রহমত লাভ করবে, তখন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারপর জান্নাতের দরজায় তাদেরকে বসিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তিনি বলেন, জান্নাতবাসীগণ তাদের উপর পানি প্রবাহিত করে দিবে। তখন তারা এমনভাবে উঠে দাঁড়াবে, যেমন কোন বীজ বন্যার পানিতে ভেসে এসে নতুন চারা জন্মায়। অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২৪]

তাছাড়া সেখানে সঊদ নামক একটি আগুনের পাহাড় রয়েছে এবং জাহান্নামীদের পরিধেয় বস্ত্র, বিছানাপত্র, ছাতা-বেষ্টনীসহ সবকিছু হবে অগ্নি নির্মিত। যা ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তির চরম সীমায় পৌঁছানো হবে।

[চলবে]

---

২৩. বুখারী হা/২২; মুসলিম হা/৪৭৫; মিশকাত হা/৫৫৮০।

২৪. তিরমিযী হা/২৫৯৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৫১; ছহীহুল জামে' হা/৮১০৩।

মাহে রামাযান উপলক্ষে আমাদের আহ্বান

১. রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা করুন ও যাবতীয় অশ্লীলতা হ'তে বিরত থাকুন!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' (আন'আম ১৫১)।

২. দিনের বেলায় খাবারের হোটেল বন্ধ রাখুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ'তে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার সুফারিশ কবুল কর! অতঃপর তা কবুল করা হবে। -বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/১৯৬৩।

৩. জিনিস-পত্রে ভেজাল দিয়ে নীরব গণহত্যা থেকে বিরত থাকুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়'। -মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০।

৪. রামাযানের সম্মানে আপনার ব্যবসায় অন্য মাসের চেয়ে অন্তত শতকরা দুই ভাগ (২%) লাভ কম করুন!

আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তোমাদের জন্য এটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন' (তাগাবুন ১৭)।

৫. ব্যবসায় প্রতারণা ও ওযনে কম দেয়া থেকে বিরত থাকুন!

আল্লাহ বলেন, 'মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়'। 'যারা লোকের কাছ থেকে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয়' 'এবং যখন তাদের জন্য মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' (মুত্বাফফিফীন ১-৩)।

৬. অধীনস্তদের প্রতি দয়া করুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী তোমাদের উপর রহম করবেন'। -(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯।

॥ আল্লাহ ও রাসূলের বাণী মেনে চলুন ও পরকালে মুক্তির পথ সুগম করুন ॥

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫।

মাদরাসার পাঠ্যক্রম নিয়ে ষড়যন্ত্র

জাহাঙ্গীর আলম

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন তৎপরতা সবসময়ই চলছে। কারণ শিক্ষা গতিশীল। তাই একে যুগোপযোগী করার নিরন্তর প্রচেষ্টাই কাম্য। সেই সাথে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যও আছে। তবে শিক্ষা সমন্বয়ে স্থান, কাল, পাত্র বা অবস্থা মোটেই এড়িয়ে যাবার মতো নয়। এখানে মাদরাসা শিক্ষার কথা বলা যাক। মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা বেশ পুরনো। ইতিমধ্যে এ প্রচেষ্টা যথেষ্ট সফল বলতে দ্বিধা নেই। কেননা মাদরাসার পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান শাখাসহ বেসিক ট্রেড কারিগরী ও কম্পিউটার সবই যুক্ত হয়েছে। প্রশংসনীয় এসব সংস্কারকে অনেকে মাদরাসা শিক্ষা ধ্বংসের চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন। কিন্তু ইতিপূর্বে এসব অভিযোগের ভিত্তিকে দুর্বল বলা হ'লেও ২০১৩ সালে পরিবর্ধিত সিলেবাসকে এ অভিযোগের শক্ত ভিত্তিই বলতে হবে।

মাদরাসার বর্তমান পাঠ্যক্রম অনুসারে অষ্টম শ্রেণীতে ৫০ নম্বর করে বাংলা ও ইংরেজীতে মোট একশ' নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, বাড়তি নম্বর বাংলা ও ইংরেজী ২য় পত্রের জন্য অর্থাৎ ব্যাকরণ ও গ্রামারের উপর। স্কুলের জেএসসির তুলনায় ১০০ নম্বর বেশি পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হবে জেডিসি পরীক্ষার্থীদের। অতিরিক্ত নম্বরের পাঠ্যক্রম স্কুলের মতোই; বরং বেশি বলা যায়। কারণ স্কুলের পাঠ্যক্রমে ইংরেজীতে Translation নেই। কিন্তু জেডিসির ইংরেজী ২য় পত্রে Translation আছে। অন্যদিকে মাদরাসার দাখিল পরীক্ষার জন্য বাংলা ও ইংরেজীতে একশ' করে অতিরিক্ত দুইশ' নম্বর যোগ করা হয়েছে। দাখিলের ইংরেজী পাঠ্যক্রমে ২য় পত্রের পাঠ্যক্রমে স্কুলের পাঠ্যক্রমের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও তুলনামূলকভাবে কঠিন বলা যায়। এসএসসিতে ইংরেজী ২য় পত্রে Tag question আছে, যা তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু বোধগম্য নয় যে, সহজ প্রশ্নটি কেন মাদরাসার দাখিল পরীক্ষার ইংরেজী ২য় পত্রে রাখা হয়নি। বরং এখানেও Translation রাখা হয়েছে, যা থেকে স্কুলের শিক্ষার্থীদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উপর হঠাৎ দুইশ' নম্বর চাপিয়ে দেয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হ'ল- যারা তিনটি ভাষায় দক্ষতার (আরবী, বাংলা, ইংরেজী) পরীক্ষা দিয়ে পূর্ব থেকেই ক্লান্ত। শুধু কি তাই, মাদরাসার শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুটিন এতটাই বেশি যে, এই গুরুত্বপূর্ণ দুইশ' নম্বরের পাঠদান করার মতো আলাদা ঘণ্টা যোগ করার সুযোগ নেই ক্লাস রুটিনে। বাড়তি শিক্ষক তো দূরের কথা। অথচ এ প্রসঙ্গে আমরা আগেও বলেছিলাম যে, স্কুলে Unseen যা ফালতু বলে বাদ দেয়া হয়েছে তা মাদরাসা থেকেও বিদায় করে তদস্থলে গ্রামার যোগ করে অতিরিক্ত ৫০ নম্বরের গ্রামার ও Composition সহ পঁচাত্তর নম্বর গ্রামার পাঠ্যক্রমে যোগ করলে ইংরেজী জ্ঞানার্জনে ঘাটতি থাকতে পারে না।

মাদরাসার শিক্ষার্থীরা পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় প্রগতিশীল মহল ঈর্ষাবোধ করে, এমনকি অনেকে বিশ্বাস করতে পারে না। অথচ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মাদরাসার ছাত্ররা সাফল্যে পিছিয়ে থাকে না। গত বছর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যে ছেলেটি প্রথম হয়েছিল সে মাদরাসা থেকে পাস করা। তাছাড়া কুরআনের তাফসীর বা কিরাআত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করছে মাদরাসার ছাত্ররা। কাজেই মাদরাসার ছাত্রদের প্রতিভাকে তাচ্ছিল্য করা অন্যায়। ঠিক তেমনি তাদের পেটে বেশি করে ইংরেজী ঢুকালেই বেশি যোগ্য হয়ে যাবে না। চীন, জাপান, জার্মান, ফ্রান্স এমনকি থাইল্যান্ডের মতো দেশ যারা ইংরেজীকে গুরুত্ব দেয় না, তাদের মর্যাদা আমাদের চাইতে ঢের বেশি। কাজেই বিদ্যার ভরাপেটে বাড়তি কিছু ঠেসে দিলে বদ হজমের আশঙ্কাটাও মনে থাকা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন কয়েক শিক্ষকের নাক সিটকানী রোধ করতে মাদরাসার পাঠ্যক্রম এতটা ভারী করা মোটেও ঠিক হয়নি। এ নিয়ে প্রতিবাদ তো দূরে থাক, সংবাদপত্রেও কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি। অথচ পাকিস্তান আমলে 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামে একটি বই পাঠ্য করা হয়েছিল মেট্রিকের পাঠ্যক্রমে (SSC)। এতে বেড়ে ছিল ৫০ নম্বর। কিন্তু তৎকালীন ছাত্ররা দেশ জুড়ে এমন প্রতিবাদমুখর হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষ শেষে সিদ্ধান্তটি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মাদরাসার ছাত্ররা প্রতিবাদে রাস্তায় নামেনি, সম্ভবত জঙ্গী হবার ভয়ে। কিন্তু পাঠ্যক্রম ও নম্বর বৃদ্ধিটা দাখিলেও ৮ম শ্রেণীর মতো একশতে সীমিত রাখার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ কে না জানে মাদরাসাগুলি (ভালো ফলাফল করা সত্ত্বেও) ছাত্র সংকটে ভুগছে। এর কারণও সবাই জানে, ইসলামের প্রতি অহেতুক হীনমন্যতা, ধর্মীয় অনাসক্তি, ইসলামী চালচলনে অনভ্যস্ত সমাজ প্রভৃতি কারণে মাদরাসায় ছাত্রস্বল্পতা প্রকট। মেধাবী ছাত্রের স্বল্পতা আরও প্রকট। এসবের পেছনে ভৌত অবকাঠামোর দৈন্যদশাও একটা কারণ। মাদরাসা ও স্কুল সহঅবস্থানে এবং সমমর্যাদায় থাকা উচিত। কিন্তু চেহারা দেখলেই বুঝা যায় কত অবহেলার শিকার মাদরাসাগুলি। অধিকাংশ মাদরাসা এখনো টিনের ঘরেই পাঠদান করে। এর কারণ সামাজিক ও সরকারী অবহেলা সমান্তরাল। এহেন দূরবস্থার মাঝে পাঠ্যক্রম ভারী করলে ছাত্রসংখ্যা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? ইংরেজী ভাষা শিক্ষা যেমন দক্ষতা ও মর্যাদার ব্যাপার, তেমনি আরবীও জাতিসংঘের ভাষা হিসাবে সমান গুরুত্ব বহন করে। এ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে মাদরাসার ছাত্ররা কি মর্যাদা পাওয়ার দাবি রাখে না? কারিগরিসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বা শিল্পকলার উপর সমমানের সনদ অর্জনে তো সাধারণ স্কুলের মতো দুইশত

নম্বরের ইংরেজী বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কারিগরিতে মাত্র ৬০ নম্বর ইংরেজী পড়তে হয়।

মাদরাসার পাঠ্যক্রমে অতিরিক্ত ইংরেজী চাপানো অযৌক্তিক। তাই অন্তত দাখিল পর্যায়ে ইংরেজী ও বাংলায় একশ' না করে পঞ্চাশ নম্বর করে বাড়লেও এসএসসির তুলনায় একশ' নম্বর বেশি হয়। তবুও না হয় সেটা মেনে নেয়া যায়। এতে যদি প্রগতিশীলতা ফুটো হয়ে যায় তাহলে বলতে হয় যা স্কুলের পাঠ্যক্রমে নেই তা কেন মাদরাসার 'হুযূরদের' জন্য চাপানো হ'ল। স্কুলে ৮ম বা নবম কোথাও Translation নেই। স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ইংরেজী ২য় পত্রে গ্রামারের সংজ্ঞা নেই। কিন্তু মাদরাসায় ৮ম এর ২য় পত্রে গ্রামারের সংজ্ঞা রাখা হয়েছে। ফলে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের গ্রামারের সমস্ত অংশের সংজ্ঞা উদাহরণসহ মুখস্ত করতে হচ্ছে, যার আয়তন সিলেবাসের প্রায় অর্ধেক। কিন্তু নম্বর মাত্র দশ। এসব কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মাদরাসার পাঠ্যক্রমে অতিরিক্ত নম্বর অন্যায়ভাবে বাড়ানো হয়েছে। কাজেই এসব বাড়তি ঝামেলা থেকে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের হালকা করা সময়ের দাবি। তাই নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।

(১) দাখিলের ইংরেজী ২য় পত্রে Translation বাদ দিয়ে Tag question যুক্ত করা হোক।

(২) SSC-তে ইংরেজী ২য় পত্র Story writing-এর বিকল্প বা or আছে Summary বা Precise লেখা। এটা পরীক্ষার্থীর জন্য সুবিধা হ'লেও দাখিলের ইংরেজী প্রশ্নে ঐ সুযোগ রাখা হয়নি। সঙ্গত কারণেই মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের এ সুযোগ দেয়া হোক।

(৩) SSC-তে Story লেখার জন্য ২০ নম্বর দেয়া হয়। কিন্তু দাখিলের জন্য ১০ নম্বর। কাজেই দাখিলের ২য় পত্রে গল্প সমাপ্তিকরণে ২০ নম্বর করা হোক।

(৪) স্কুলে Seen Passage-এর মান ৫০ কিন্তু মাদরাসায় ২০ নম্বর। অভিন্ন পাঠের মানও অভিন্ন হবে এটাই সঙ্গত। তাই স্কুলের মতো Unseen বাদ দিয়ে মাদরাসার দাখিল পরীক্ষার ইংরেজী ১ম পত্রের মান ৫০ করা হোক। বাংলাতেও ৫০ নম্বর কমিয়ে SSC-এর মোট নম্বরের সাথে ব্যবধান ১০০ নম্বর (বেশি) রাখা হোক ২০০ থেকে কমিয়ে।

(৫) আর যদি নম্বর না কমানোর বিধানই বহাল থাকে তবে বাংলা ১ম পত্রের মত ইংরেজী ১ম পত্র (দাখিল) Seen এবং Unseen এর উপর প্রশ্ন সীমাবদ্ধ রাখা হোক। ৪০+৪০=৮০ এবং vocabulary ২০ মোট ১০০।

(৬) মাদরাসার ৮ম শ্রেণীতে (জেডিসি) গ্রামারের সংজ্ঞা সংক্রান্ত প্রশ্ন বাদ দেয়া হোক। এর পরিবর্তে Letter দেয়া হোক। নবম শ্রেণীর ১ম পত্রে দরখাস্তের বদলে চিঠি হলেই ভালো হয়।

(৭) আরবী ১ম ও ২য় পত্রে ২৫ নম্বর করে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন রাখা হোক।

মেধা যাচাইয়ের জন্য বেশি নম্বরের পরীক্ষা নেয়া অত্যাবশ্যক নয়। ইংরেজী ১ম পত্রে (দাখিল) চিঠি, দরখাস্ত ও Paragraph রাখার তেমন আবশ্যকতা নেই। ২য় পত্রে এসব রয়েছে। তা মেধা যাচাইয়ের জন্য যথেষ্ট। মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শুধু নম্বরের বোঝা নয়, প্রশ্নমানের বোঝাও ভারী করা হয়েছে। অর্ধেক বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নের পাশাপাশি আরবী দুই পত্রে নৈর্ব্যক্তিক বাদ দেয়া হয়েছে। যা পাসের গতিকে শথ করবে নিঃসন্দেহে। কাজেই এক সাথে এত চাপে ফেললে নেতিবাচক প্রভাব পড়বেই।

॥ সংকলিত ॥

দ্রুততম সময়ে দৈনন্দিন জীবন জিজ্ঞাসার পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হল

মাসিক আত-তাহরীক

ফাতাওয়া হটলাইন

০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭

যে কোন ফৎওয়া জানতে অথবা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রশ্ন প্রেরণ করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা নাম-ঠিকানাসহ এসএমএস করুন।

সময় : সকাল ১০টা থেকে ১২ টা

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েলঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েলঃ

১. ছিয়ামের নিয়তঃ নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি 'যঈফ' ও দ্বিতীয়টি 'হাসান'। তাই ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- *'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'*। অর্থঃ 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল'।[৪]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৫]

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারারা ইফতার দেরীতে করে'।[৬] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৭]

৫. সাহারীর আযানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৯]

৬. ছালাতুত তারাবীহঃ ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।[১০]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১২]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১৩] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৪]

---

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।*
২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।*
৪. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।*
৫. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।*
৬. *আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।*
৭. *নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।*
৮. *বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।*
৯. *নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।*
১০. *বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবূদাঊদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ।*
১১. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।*
১২. *দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।*
১৩. *আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।*
১৪. *মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।*

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৫] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিববুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৬]

৮. ফিৎরাঃ (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৭] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৮] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৯]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা আদায় করতে হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[২০] (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২১] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২২] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২৩] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২৪]

১৫. মিশকাত হা/১৩০২।
১৬. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
১৮. আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৯. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
২০. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
২১. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
২২. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
২৩. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
২৪. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অবলম্বনে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে!!

আলিয়া, ক্বওমী ও হিফয শিক্ষার সমন্বয়ে এক আধুনিক প্রতিষ্ঠান
তানভীরুল উম্মাহ মাদরাসা
নূরানী ও মাদানী নিসাবে ১ম বর্ষে ভর্তি চলছে।
(আবাসিক/অনাবাসিক ছাত্র ও ছাত্রী। শিশু থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত)
ভর্তি শুরু : ১লা রামাযান হ'তে ০৫ শাওয়াল পর্যন্ত।

*** প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য :**
(১) কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে রাসূলের আদর্শে আদর্শবান রূপে গড়ে তোলা (২) দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তা'লীমুল কুরআন পদ্ধতিতে শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা (৩) পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই আরবীতে লেখা, পড়া ও বলার দক্ষতা অর্জন (৪) বক্তৃতা প্রশিক্ষণের জন্য সাপ্তাহিক ইছলাহুল বায়ানের ব্যবস্থা (৫) তৃতীয় শ্রেণী থেকে হিফয শুরু।

যোগাযোগ : সরদার পাড়া, বটতলা রোড, জামালপুর শহর।
মোবাইলঃ ০১৭৮০-৭৮০৭৭১; ০১৮৩৬-৯৫৮৭২৬
০১৯৪৩-৮২৮১৭৬।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে আলিয়া ও ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডা. জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদ গেটের সরাসরি পূর্ব দিকে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

হক-এর পথে যত বাধা

'মাসিক আত-তাহরীক' মে'১৩ সংখ্যায় আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণের কারণে নির্যাতিত ভাই-বোনদের অভিজ্ঞতা আহ্বান করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে প্রচুর সাড়া পাওয়া গেছে। সাধারণতঃ এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা আমরা প্রায় প্রতিনিয়তই শুনে আসি এবং নির্যাতিতদেরকে যথাসম্ভব মোবাইলে বা চিঠির মাধ্যমে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এরূপ ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা প্রবল আকার ধারণ করে মামলা-মোকদ্দমায় পর্যন্ত গড়াচ্ছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ বাতিল আক্বীদার অনুসারী হওয়ায় এসব নির্যাতিতদের পাশেও কেউ দাঁড়াচ্ছে না। তাই ধর্মের নামে এ সকল নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা ও নির্যাতিতদের মানসিক কষ্ট লাঘব করার সাথে সাথে ছহীহ আক্বীদার অনুসারী নতুন ভাই-বোনদের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ করে দিতে আমরা 'হক-এর পথে যত বাধা' শিরোনামে স্বতন্ত্র এই কলামটি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

স্মর্তব্য যে, ১৯৭৮ সালে আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর ব্যানারে যখন আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত এ দেশে নতুন প্রাণ নিয়ে শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই এ নির্যাতন শুরু হয় এবং প্রায়ই দেখা যেত শুধুমাত্র ছহীহ আক্বীদা গ্রহণের কারণে কী সীমাহীন নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে আহলেহাদীছ যুবসংঘের ছেলেদের এবং বহু নবাগত ভাইকে যেভাবে বাড়িঘর ছাড়া হতে হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। তবে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলনের দাওয়াত প্রসারের কারণে এবং আধুনিক গণমাধ্যমের বদৌলতে ছহীহ আক্বীদা সম্পর্কে জনসচেতনতা পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বেড়েছে। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের দুয়ারে অনেক সহজেই সত্য দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে অনেকেই নিজে যেমন ছহীহ আক্বীদার অনুসারী হয়েছেন, তেমনি আল্লাহ্র অশেষ রহমতে স্বীয় পরিবার-পরিজনকেও এ পথে ফিরিয়ে এনেছেন। সেই সাথে নিজ এলাকার সাধারণ মানুষকেও তারা হেদায়াতের আলোয় আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দ্বীনের এই সকল নব নব খাদেমদের দেখে আমাদের প্রাণটা সত্যিই ভরে যায় এবং তাদের জন্য নিজেদের অজান্তেই প্রাণখোলা দো'আ বেরিয়ে আসে। কিন্তু এরই মাঝে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে এমন বহু ভাইবোন রয়েছেন যারা প্রতিনিয়ত নিজ পরিবার ও সমাজ কর্তৃক মানসিক ও দৈহিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তাদেরই দুঃখ-দুর্দশার চিত্রগুলো আমরা এই কলামে তুলে ধরতে চাই। আশাকরি এর মাধ্যমে পাঠকগণ নতুন নতুন অভিজ্ঞতা জানতে পারবেন এবং সামাজিকভাবে এই আধুনিক জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে। আমরা এ সংখ্যায় এমনই দু'জন ভাইয়ের ঘটনা উল্লেখ করব।-

(১) নাটোরের লালপুর উপযেলার বামনগ্রামের অধিবাসী জনাব ফরীদুদ্দীনের পুত্র **আনোয়ারুল ইসলাম (ময়না)**। যৌবনে পা দিয়েই জীবিকার সন্ধানে চলে যান সঊদী আরবে ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে। ফিরে আসেন ২০১১ সালে। মাঝে প্রথম ২ বছর ছিলেন রাবীক ও জেদ্দাতে এবং শেষ দুবছর ছিলেন জুবাইল শহরে। সঊদী আরব যাওয়ার পরই সর্বপ্রথম সালাফী আক্বীদার সাথে পরিচিত হন। কিন্তু প্রথমে তা গ্রহণ করেননি। অবশেষে ৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শেষ বছরে এসে জুবাইলে থাকা অবস্থায় সঠিক আক্বীদা গ্রহণের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং আহলেহাদীছ হয়ে যান। আক্বীদা পরিবর্তনের পর আর পিছু ফিরে তাকাননি। নিজ বাড়িতেই প্রথম এ আক্বীদার দাওয়াত দেন। ২০১১ সালের জুনে দেশে ফিরে এসে নিজ প্রতিবেশী ও মুছল্লীদের মধ্যে দাওয়াত শুরু করেন। এলাকার বেশকিছু মানুষ বিশেষতঃ শিক্ষিত যুবকেরা তার দাওয়াতে সাড়া দেয় এবং প্রায় ৮/১০ জন যুবক ভ্রান্ত আক্বীদা ছেড়ে বিশুদ্ধ আক্বীদা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাধ সাধেন এলাকার মুরব্বীরা এবং মসজিদের ইমাম ছাহেব। সূরা ফাতিহার পর জোরে আমীন বলা, ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসা, ছালাতে পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো, দলবদ্ধ মুনাজাতে অংশ না নেওয়া তথা ছহীহ হাদীছ বিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করায় তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয় এলাকার সমাজনেতারা। তাকে প্রথমে জেএমবি পরে জামাআত-শিবির বানিয়ে গ্রেফতারের হুমকি দেয়। 'জোরে আমীন বললে নামায ছেড়ে দিয়ে তোকে মারব, হাঁটু ভেঙ্গে দিব' এ ধরনের কটুবাক্য উচ্চারণেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়ে তার জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পৃথক মসজিদ করে ছালাত আদায় করতে বলে। ফলে বিগত ১০ মাস যাবৎ তিনি মসজিদে ছালাত আদায় না করে বাড়িতে আদায় করছেন। আর জুম'আর ছালাত এক মসজিদে না গিয়ে বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে আদায় করেন। তার দাওয়াত কবুলকারী ৮/১০ জন যুবকের অভিভাবকদেরকেও তারা হুমকি দেয় এবং তার সাথে তাদের সন্তানদের কখনো সাক্ষাৎ না করার জন্য বলে আসে। সর্বশেষ কিছুদিন আগে তিনি সাহস করে অনেক আশা নিয়ে গ্রামের মসজিদে ফজর, যোহর ও মাগরিব ছালাত আদায় করেন। কিন্তু মাগরিব পর স্থানীয় দু'জন মুছল্লী তাকে হুমকি দিয়ে বলেন, 'তোমাকে কে আসতে বলেছে মসজিদে? তুমি আসলে মসজিদে ফ্যাসাদ হবে। তুমি আর কখনো এ মসজিদে পা দিবে না'। ফলে তার মসজিদে যাওয়া আবারো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি এখন সমাজে একঘরে অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

(২) **মাহমূদ মণ্ডল** নামের ২৩ বছরের যুবক। গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপযেলার কুমেদপুর গ্রামে তার বাড়ি এবং বর্তমানে রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যয়নরত। তিনি তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমি জন্মসূত্রে

আহলেহাদীছ হ'লেও কোন চেতনা ছিল না। বিশুদ্ধ আমল-আক্বীদা সম্পর্কে তেমন কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না। তবে ধর্মের প্রতি আগ্রহ ছিল। সে কারণেই কারমাইকেল কলেজে বি.এস.সি অনার্স ২য় বর্ষে অধ্যয়নকালে তাবলীগ জামা'আতের সাথে জড়িত হয়ে পড়ি। প্রথমে মাঝে মাঝে মাসে ৩ দিন করে তাবলীগে সময় লাগাতাম। একবার ছুটিতে ৩ চিল্লা দিলাম। চিল্লায় গেলে আমার ছালাত দেখে আমার আমীর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন মাযহাব মান? আমি বললাম, শাফেঈ মাযহাব। নিজেকে আহলেহাদীছ বললে আমীর ছাহেব বেযার হন কি-না এই ভেবেই শাফেঈ মাযহাব বলেছিলাম। কারণ চার মাযহাবের যে কোন একটি মানা যায়। আমীর ছাহেব ছিলেন হাটহাজারী থেকে দাওরা ফারেগ আলেম। তিনি আমাকে বললেন, শাফেঈ মাযহাবে অনেক ভুল আছে। সেসবের কিছু বিবরণও তিনি দিলেন। তিনি মাঝে মাঝে মানুষকে তাবীযও দিতেন। আমি আগেই জানতাম এটা শিরক। মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বক্তব্যে শুনেছিলাম। পরে গ্রামের বাড়িতে আসলে আমাদের মসজিদের ইমাম বললেন, তাবলীগ জামাআতের মধ্যে অনেক শিরক-বিদআত আছে। তার কথায় আমার মধ্যে কিছুটা ভাবান্তর আসে। কিন্তু শিরক-বিদ'আত সম্পর্কে তখনও পরিস্কার ধারণা আসেনি। একদিন সঊদী আরবে বসবাসরত আমার এক চাচা আমাকে একটি বই দিলেন। বইটির নাম 'তাফহীমুস সুন্নাহ সিরিজ-২'। ইক্বাল হোসেন কীলানী রচিত বইটির অনুবাদক হারুন আজিজী নদভী। বইটিতে শিরক-বিদ'আত সংক্রান্ত আলোচনা এবং জাল হাদীছ বর্ণনার কঠোর পরিণাম সম্পর্কে জানতে পেরে আমার চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। পরে তাবলীগ জামাআতের বিভিন্ন কিতাবে সেসব জাল-যঈফ হাদীছের অস্তিত্ব দেখতে পেয়ে আমি তাদেরকে বললাম, আপনাদের কিতাবের মধ্যে অনেক জাল হাদীছ আছে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করল না। একদিন মাওলানা মতিউর রহমান মাদানীর ওয়ায শুনে জানতে পারলাম ছালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা বিদ'আত। আমার জামাআতের আমীর ছিলেন তখন আমারই একজন শিক্ষক, তাকে এ কথা বলার পর বুঝতে পারলাম তিনি নিজেও এই মুনাজাতকে বিদ'আত মনে করেন। কিন্তু যখন আমি তাকে বললাম, স্যার! তাহ'লে তো আমাদেরকে প্রত্যেক মসজিদে তাবলীগের সময় এটা বলতে হবে মুছল্লীদের, তখন তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন এমনকি এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করতে নিষেধ করলেন। আমি হতবাক হ'লাম। বললাম, যে ব্যক্তি বিদ'আত করে আল্লাহ তার কোন আমল কবুল করেন না। তাহ'লে আমাদের তাবলীগ করে লাভ কি হবে যদি এ বিদ'আতকে প্রশ্রয় দেই? কিন্তু সদুত্তর পেলাম না। ফলে তাবলীগের সাথে আমার সম্পর্কের ইতি ঘটল। এর কিছুদিন পর আমার এক চাচাতো ভাই আমার হাতে **আত-তাহরীক** তুলে দিল। সেই থেকেই আমি আত-তাহরীকের নিয়মিত পাঠক এবং এর মাধ্যমেই আমি নিজেকে খুঁজে পেলাম। তারপর আমি পুরোপুরি আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করি। সেই থেকে আমি কোথাও কোন ছহীহ হাদীছের কথা বললে লোকজন বলা শুরু করল, এরা ওহাবী হয়ে গেছে। যদি বলি তাবীয লটকানো শিরক কিংবা মীলাদ পড়া বিদ'আত। তাহ'লে লোকজন আমাকে গালিগালাজ করে আর বলে, তোর চাইতে অনেক বড় বড় আলেম মীলাদ পড়ায়। তুই কী বুঝিস? যারা মীলাদ পড়ে না তারা ইয়াজীদি মুসলমান। ইত্যাকার নানা কথাবার্তা। হক্ব-এর দাওয়াত প্রচার করতে গিয়ে এভাবে প্রতিনিয়ত আমাকে মানুষের কটুবাক্য সহ্য করতে হয়। তবুও আল্লাহ্র রহমতে হক্বের উপর টিকে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং সাধ্যমত মানুষকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি।

৩. আহলেহাদীছের পক্ষে আদালতের রায় : চুয়াডাঙ্গা যেলার দামুড়হুদা থানার বারুইপাড়া গ্রামের নতুন আহলেহাদীছ ভাই রোকন। সঊদী আরবে থাকাবস্থায় ছহীহ আক্বীদার দাওয়াত পেয়ে কয়েক বছর পূর্বে আহলেহাদীছ হয়ে যান। অতঃপর দেশে ফিরে নিজ এলাকায় ছহীহ আক্বীদা ও আমলের দাওয়াত দিতে থাকেন। তার দাওয়াতে বেশ কিছু সংখ্যক ভাই আক্বীদা পরিবর্তন করে ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায় শুরু করেন। কিন্তু এতে স্থানীয় বারুইপাড়া গোরস্থান জামে মসজিদের ইমাম ক্ষিপ্ত হন। তিনি স্থানীয় কিছু লোক নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা শুরু করেন। অতঃপর গত ০১.০৮.১২ তারিখে প্রথমে তাদেরকে ছহীহ নিয়মে ছালাত আদায় করতে সরাসরি নিষেধ করা হয়। পরবর্তীতে ১০.০৮.১২ তারিখে স্থানীয় এক মুফতীকে ডেকে এনে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া দেয় এবং তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে সামাজিক নির্যাতনের শিকার এই নতুন আহলেহাদীছগণ আদালতের শরণাপন্ন হন *(দামুড়হুদা থানা কেস নং ১৩৭/২০১২)*। দীর্ঘ কয়েক মাস শুনানীর পর গত ০৫.০৫.১৩ তারিখে দামুড়হুদা সহকারী জজ আদালত বাদীর আবেদন মঞ্জুর করে এবং আহলেহাদীছদের পক্ষে (ইনজাংশন) রায় প্রদান করে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

'বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের মানুষ নিজ নিজ মতাদর্শ অনুসারে তাহার ধর্ম প্রতিপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। তাই দরখাস্তকারীগণ আহলেহাদীস অনুসারী হওয়ায় তাহারা তাহাদের মত করিয়া ধর্মীয় রীতি পালন না করিতে পারিলে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবার কারণে দরখাস্তকারীর অপূরণীয় ক্ষতি হইবে'।... 'দরখাস্তকারীগণকে বারুইপাড়া মসজিদে নামায আদায় করিতে দিলে প্রতিপক্ষের কোন ক্ষতি নাই কিন্তু না দিলে দরখাস্ত কারীগণের ক্ষতি হইবে। তাহারা স্বাধীনভাবে সৃষ্টিকর্তার ঘরে ছালাত আদায় করা হইতে বঞ্চিত হইবে যাহা আইন ও ধর্ম কোনভাবেই সমর্থন করে না'।...'আদেশ হইল যে, দরখাস্তটি প্রতিপক্ষের (১-২২) বিরুদ্ধে দো-তরফা শুনানী অন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হইল। দরখাস্তকারীগণকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসারী মসজিদে ছালাত কায়েম করা বা ধর্মীয় আচার পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি না করিতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা প্রতিপক্ষকে বারিত করা হইল'।...

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ইনছাফ প্রিয় বাদশাহ

বাদশাহ মালিক শাহ সালজুকী* রাজধানী নিশাপুরে অবস্থান করছিলেন। তখন মহিমান্বিত রামাযান মাসের বিদায় নেবার পালা। রামাযান শেষে তিনি রাজ্যের সর্বত্র পরিদর্শনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ঈদের পরেই সফরে বের হবেন। সুতরাং ২৯শে রামাযানে তিনি তার মন্ত্রীবর্গ ও সাথীদের নিয়ে চাঁদ দেখতে বের হ'লেন। কিছু আমলা হৈচৈ শুরু করে দিল- 'চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছে' বলে। যদিও বাদশাহ ও তার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ চাঁদ দেখেননি। কিন্তু বাদশাহর অভিপ্রায় জেনে সবাই আগামী কাল ঈদের ঘোষণা দিল।

ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী তদানীন্তন নিশাপুরের প্রধান মুফতী ও বিচারপতি ছিলেন। তিনি আগামীকালের ঈদের কথা জানতে পেরে সারা দেশে ঘোষণা করে দিলেন- আগামী কাল পর্যন্ত রামাযান মাস। সুতরাং যে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করতে চায় সে যেন অবশ্যই আগামীকাল ছিয়াম পালন করে।

ঈদের আনন্দে নিশাপুরবাসী যখন ফূর্তিতে মত্ত ছিল, ঠিক সেই সময় ইমামুল হারামাইনের ঘোষণায় তারা অভিভূত হ'ল। বাদশাহর নির্দেশমত আগামীকাল যদি ঈদ না হয়, তবে সেটা বাদশার জন্য অপমানজনক হবে। সুলতান বদমেজাযী ছিলেন না। তাই ইমামুল হারামাইনের ঘোষণায় দুঃখিত হওয়া সত্ত্বেও নির্দেশ দিলেন, তাকে সসম্মানে রাজদরবারে হাযির করা হোক। দুষ্ট প্রকৃতির মন্ত্রীরা বাদশাহকে ক্ষেপাবার জন্য বলল, যে ব্যক্তি বাদশাহর নির্দেশ অমান্য করে, সে কখনো সম্মানের পাত্র হ'তে পারে না।

বাদশাহ মুফতী ছাহেবের প্রতি রাগান্বিত হ'লেও ধৈর্যের সাথে রাগ দমন করে বললেন, আমি তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে চাই। প্রকৃত বিষয় না জেনে কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অসম্মান করা মোটেও সমীচীন নয়। বিচারপতির নিকট শাহী পয়গাম পাঠানো হ'ল। বিচারপতি পয়গাম পেয়ে মনে করলেন, দরবারী পোশাক পরতে গেলে হয়তবা দেরী হয়ে যাবে। তাই তিনি যে পোশাকে ছিলেন ঐ পোশাকেই রাজদরবারে রওনা হ'লেন।

দরবারের প্রধান ফটকে তাকে বাধা দেওয়া হ'ল। কারণ সাধারণ পোশাকে রাজসভায় প্রবেশ নিষেধ। ঐদিকে হিংসুটে লোকেরা বাদশাকে উসকে দিয়ে বলল, এ ব্যক্তি আপনার হুকুম অমান্য করেছে। আবার সাধারণ পোশাকে রাজদরবারে এসে আপনার সাথে বেয়াদবী করেছে। বাদশাহর মেজায আরো বিগড়ে গেল। তবুও তিনি বিচারপতিকে শাহীমহলে আসার অনুমতি দিলেন। বিচারপতি ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই তাকে প্রশ্নের বান নিক্ষেপ করে বললেন, এ অবস্থায় আপনি কেন আসলেন? দরবারী পোশাক পরেননি কেন?

এবার বিচারপতি আবুল মা'আলী নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, হে বাদশাহ! এখন আমি যে পোশাক পরে আছি, তাতেই আমি ছালাত আদায় করি, যা শরী'আতে জায়েয। সুতরাং যে পোশাকে আমি বিশ্বচরাচরের রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হ'তে পারি, সে পোশাকে আপনার দরবারে আসা কি অন্যায়? তবে হ্যাঁ! নিয়ম অনুযায়ী এ পোশাক দরবারী নয় বলে এটা শিষ্টাচারের বহির্ভূত নয়। কারণ আমি ভেবেছি, দেরীতে আসলে আমার দ্বারা মুসলিম বাদশাহর নির্দেশ লঙ্ঘন না হয়ে যায় এবং ফেরেশতারা যেন আমার নাম নাফরমানদের খাতায় না লিখে নেন। এজন্য আমি যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থায় চলে এসেছি।

বাদশা বললেন, যদি ইসলামী বাদশার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য হয় তাহ'লে আমার নির্দেশের বিপরীতে ঘোষণা দেওয়া হ'ল কেন?

বিচারপতি বললেন, যেসব বিষয়ের নির্দেশ বাদশাহর উপর ন্যাস্ত, সেসব ব্যাপারে বাদশার আনুগত্য করা আবশ্যক। কিন্তু যেসব বিষয় ফৎওয়ার উপর নির্ভরশীল, তা অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে হ'তে হবে। সুতরাং বাদশাহ হোক বা অন্য কেউ হোক আমার কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল এবং শাহী নির্দেশ শারঈ বিধান অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক ছিল।

প্রধান বিচারপতি মুফতী আবুল মা'আলীর বক্তব্য শুনে বাদশার রোষের অনল নিভে গেল। ইমাম ছাহেবের দৃঢ়চিত্ততা ও সাহসিকতার পরশে বাদশার হৃদয় মালঞ্চে খুশি ও প্রীতির ফুল ফুটল। তিনি ইমাম ছাহেবের সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং ঘোষণা দিলেন, আমি যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তা ভুল ছিল। প্রধান বিচারপতির ফায়ছালা সঠিক।

পরিশেষে বলা যায়, আলেম-ওলামা যদি সততা ও মুহাম্মাদী আদর্শের উপর অবিচল থাকেন, তাহ'লে সরকার তাকে সম্মান করতে বাধ্য হবে। এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল-

১. যিনি যত বড় দ্বায়িত্বশীল, তাকে তত বেশী ধৈর্যশীল হ'তে হয়। বিশেষ করে কোন রাষ্ট্রে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে সরকারকে অবশ্যই ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। ধৈর্যহীন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বা দলের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য নয়।

২. সরকারের সাথে সব সময় একদল ধূর্ত ও চাটুকার লোক থাকে, যারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নীতিবান মানুষের গলায় অপবাদের কৃপাণ চালাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

৩. কোন বিষয়ে পরিষ্কারভাবে অবগত না হয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া আদৌ কোন আদর্শ শাসকের পরিচয় নয়।

৪. দেশের আলেম-ওলামা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

৫. সরকারের শরী'আত বিরোধী কোন নির্দেশ মানতে জনগণ বাধ্য নয়।

** মালিক শাহ সুলতান আরসালান সালজুকীর পুত্র ছিলেন। তিনি ১০৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। নিশাপুর এ রাজ্যের রাজধানী ছিল। বাগদাদ, হারামাইন শরীফাইন এমনকি বায়তুল মাক্বদিসেও তার নামে খুৎবা পড়া হ'ত। তিনি ১৫ শাওয়াল ৪৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৮ নভেম্বর ১১০৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমেই সালজুকী রাজত্বের অবসান ঘটে।*

আব্দুল্লাহ আল-মারূফ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চিকিৎসা জগৎ

গরমে নানা সমস্যায় করণীয়

সারা দেশে এখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে জীবন ওষ্ঠাগত। প্রচণ্ড গরম, তার ওপর বিদ্যুৎ-বিভ্রাট যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। এই গরমে শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই প্রতিনিয়তই কোন না কোন স্বাস্থ্য-সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। একটু সতর্ক হ'লেই অস্বাভাবিক এ স্বাস্থ্য-সমস্যাগুলো রক্ষা পাওয়া যায়।

গরমে যেসব স্বাস্থ্য-সমস্যা হয় :

(১) ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা (২) হিট স্ট্রোক (৩) ডায়রিয়া (৪) গ্যাস্ট্রিক (৫) হজমে গোলমাল (৬) গরমজনিত ঠাণ্ডাজ্বর ইত্যাদি।

আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে আমাদের শরীর থেকে ঘাম নিঃসৃত হয় এবং এই ঘামের সঙ্গে নিঃসৃত হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড, যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গরমের দিনে এবং কঠিন পরিশ্রমে শরীর থেকে প্রায় তিন-চার লিটার ঘাম নিঃসৃত হয়। সে সঙ্গে লবণ বেরিয়ে যায়। ফলে শরীর পানিশূন্য হয়ে পড়ে।

করণীয় :

(১) এই গরমে পানি, তরলজাতীয় ও ঠাণ্ডা খাবার যেমন ডাব, লেবুর শরবত, খাবার স্যালাইন, তরমুজ, ঠাণ্ডা দুধ এবং সহজে হজম হয় এমন খাবার খেতে হবে।

(২) পূর্ণবয়স্ক মানুষকে দৈনিক কমপক্ষে পাঁচ লিটার (২০ গ্লাস) পানি পান করতে হবে।

(৩) 'পানিশূন্যতা' বা ডিহাইড্রেশন' রোধ করতে বার বার পানি ও খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি স্বাভাবিক সব খাবার গ্রহণ করতে হবে।

(৪) 'হিট স্ট্রোক' হ'লে বা রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়লে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রোগীর গা থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ যত দূর সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে বার বার শরীর মুছিয়ে দিতে হবে ও মাথা ধুয়ে দিতে হবে। যাতে শরীরের তাপমাত্রা কমে। সাধারণতঃ ভেজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখলে তাপমাত্রা দ্রুত কমে যায়। তাই বলে বরফ বা খুব ঠাণ্ডা পানিতে শরীর ডোবানো উচিত নয়। এতে হিতে বিপরীত হ'তে পারে।

(৫) পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া হ'লে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন ও তরলজাতীয় খাবার খেতে হবে। পাশাপাশি স্বাভাবিক সব খাবার খেতে হবে। পাতলা পায়খানা এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

(৬) হজমে গোলমাল বা গ্যাস্ট্রিক থেকে রক্ষা পেতে তেলে ভাজা খাবার, বাইরের খাবার, অধিক ঝাল ও মশলাযুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে।

(৭) পোশাকের ক্ষেত্রে হালকা সুতি ও আরামদায়ক কাপড় পরিধান করাই ভালো। ঘামে পোশাক ভিজে গেলে দ্রুত পাল্টে ফেলতে হবে। বার বার গোসল করা থেকে বিরত থাকতে হবে, নয়তো গরমজনিত ঠাণ্ডা বা জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শিশুদের ক্ষেত্রে করণীয় :

(১) শিশুদের ঠাণ্ডা ও তরলজাতীয় খাবার বেশী করে খেতে দিতে হবে। (২) বাচ্চাকে 'ফ্যান' বা 'এসি' যেকোন একটিতে অভ্যস্ত করতে হবে। (৩) খাবার বেশী করে খেতে দিতে হবে। (৪) ঘামে ভেজা জামা দ্রুত পাল্টে ফেলতে হবে। (৫) বাচ্চার ডায়রিয়া বা বমি হ'লে হাসপাতালে নেওয়ার আগ পর্যন্ত বাসাতেই ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর স্যালাইন, ভাতের পানি, চিঁড়ার পানি অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে। পাশাপাশি স্বাভাবিক সব খাবার খেতে দিতে হবে।

পরিবারের ছোট-বড় যে কেউ এই গরমে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এই হঠাৎ অসুস্থতায় তাৎক্ষণিক করণীয় জানা থাকলে অনেক অনাকাংখিত পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার রোগ ডেকে আনছে

অনেকে এন্টিবায়োটিক সেবনকে রোগ নিরাময়ের নিশ্চিত উপায় বলে মনে করেন। কিন্তু এন্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও পরিণতি সম্পর্কে খুব কম লোকই অবগত। মানুষ ওষুধের দোকানে গেলেই এন্টিবায়োটিক কিনতে পারে। কিন্তু একটু সুস্থবোধ করলেই পুরো কোর্স শেষ না করে ওষুধ সেবন বন্ধ করে দেয়। এতে করে ঔষধের কার্যকারিতা কমে যায় এবং রোগের কারণ সৃষ্টিকারী অণুজীবগুলো সেই ওষুধের কার্যকরিতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অনেক সময় রোগীদের চাপে পড়ে এন্টিবায়োটিক দিতে বাধ্য হন চিকিৎসকরা। আবার হাতুড়ে ডাক্তাররা, এমনকি তথাকথিত অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও কিছু এন্টিবায়োটিক ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেন, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিবছর ১ লাখ ৮০ হাযার রোগী পাওয়া যায়, যাদের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কাজ করে না। এদের কারণে আরো প্রায় ৪০ কোটি মানুষ ঐ রোগের ওষুধ প্রতিরোধী জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকেন। এজন্য ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত যরূরী।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

ছায়েম

মাওলানা আলাউদ্দীন
বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

কত শত বছর রামাযান
এসেছে পাপ মোচনের তরে,
পাতকী হতভাগা নাদান
পৌঁছেনি রামাযান তব দ্বারে।
মিথ্যা, চুরি, গীবত, অপবাদ
রামাযান আর গায়র রামাযান,
সুদ-ঘুষ আরও কত অপরাধ
আজও ছাড়নি আজব শয়তান।
সহস্র মাসের চেয়ে উত্তম রাত
বারংবার এসেছে ফিরে,
নিজেকে শুধরাতে পারেনি অধম
কি জবাব দেবে প্রভুরে?
জীবনে কৃত যত পাপ
মাফ করিয়ে নেবার তরে,
কভু করনি তওবা অনুতাপ
কি অবস্থা হবে তোমার হাশরে?
সুস্থ-সবল ক্ষমতা থাকিতে
একটি ছিয়াম যদি ছাড়ে
সেই ক্ষতি পূরণ করিতে
পারিবে না সারাজীবন ধরে।
ছিয়াম শুধু সৃষ্টিকর্তার জন্য
ফরয করেছেন মহান রবে,
অশেষ ছওয়াব ক্ষমা রহমত
এ মাসে ছায়েম পাবে।
উদর ভরেছ করেছ অতিভোজ
রামাযানে দিনের বেলা,
রাখলে ছিয়াম থাকলে অনাহারে
বুঝিবে ক্ষুধার্তের জঠর জ্বালা।
অশ্রাব্য ভাষা কর পরিহার
খুশি কর সৃষ্টি ও স্রষ্টারে,
সুখ-শান্তিতে ভরিবে সংসার
মহাসুখী হবে পরপারে।

ফিরিলো রামাযান

মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

ফিরিলো রামাযান জানাবার তরে
উঠিলো নব বিধু ঐ অম্বরে।
ভাগ্যবতী, ওহে ভাগ্যবান!
গাও বারংবার আল্লাহ্‌র গুণগান।
বছর ঘুরিয়া ফিরিতে রামাযান
হইয়াছে অনেকের জীবনাবসান,
বিশাল এ বসু ছাড়িয়া তাহারা
সাড়ে তিন হাত কবরে লইয়াছে স্থান।
পাইলে তোমরা এবারও রামাযান
হইও না আর আল্লাহ্‌র নাফরমান,
হইতে পারে ইহাই তোমাদের
এ জীবনের শেষ শুভক্ষণ।
পুরা রামাযান মাস ছিয়াম রাখিয়া
রহমত মাগফেরাত নাজাত চাও,
অতীতের সব গোনাহের তরে
খালেছ দিলে ক্ষমা চেয়ে নাও।
ছালাত করিয়া নিত্য সহচর
পণ করো পড়িবে জীবনভর,
ফিরিলে কেবল রামাযান আর
ঈদ ও সপ্তাহে পড়িবে না একবার।
এগার মাসের ন্যায় এ রামাযান
স্বীয় মর্জি মাফিক করো না যাপন,
পরিতাপ করিতে নাহি যদি চাও
সময় থাকিতে হও সচেতন।

কদরের রাত

মুহাম্মাদ সাইফুযযামান
শোলামারী, মেহেরপুর।

কদর রাতের ফায়দা নিতে
জাগছে মুসলমান,
মসজিদ ঘরে তাইতো করে
আল্লাহ্‌র গুণগান।
মোদের যত দুঃখ গ্লানি
তামাম পাপের পেরেশানি,
কবুল কর মোদের দো'আ
দাও ক্ষমা দাও দয়াল রহমান।
গফুর তুমি তুমি রহীম,
তুমি করীম তুমি রহমান,
সৃষ্টি সদা করে প্রভু
তোমার গুণগান।
মানতে যেন পারি মোরা
তোমারই ফরমান,
করতে যেন পারি তোমার গুণগান
মেনে যেন চলি সদা
তোমারই বিধান।
হে আল্লাহ! তুমি রহমান
আজকে যত পাপী তাপি,
সব গোনাহের পেতে মাফি
ভীড় করেছে তোমার ঘরে।
ওগো মেহেরবান!
কুরআন পাকের অমিয় বাণী
নিরাশ হয়ো না প্রভুর রহম হ'তে
হাদীছ মেনে চললে সদা
পাবে আখেরে আসান।
আখেরে আসান পেতে
কদর রাতের ফায়দা নিতে
জাগছে মুসলমান,
তোমার রহম দাওগো তাদের
দাওগো পরিত্রাণ।

মাহে রামাযান

মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
জুমাইখিরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

পবিত্র মাহে রামাযান এসেছে
আবার মোদের মাঝে,
বছর পেরিয়ে ফের
এসেছে নতুন সাজে।
মিথ্যাবাদী আর রংবাজী
করেছি কত শত,
ছেড়ে দেব সেসব নিকৃষ্ট কাজ
অন্তরে ছিল যত।
দিবা-রাত্রিতে ইবাদতে মোরা
সদা মশগূল থাকিব,
কোন প্রকার শয়তানী কাজে
সময় নাহি কাটাব।
রামাযান মাসে সবাই মোরা
করব ইবাদত রাখব ছিয়াম,
চলব মোরা সরল-সোজা পথে
রাত্রি জাগব করব ক্বিয়াম।
হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে
একত্রে মোরা চলিব,
সবাইকে সালাম দিয়ে
ছিয়ামের ফযীলতের কথা বলব।
আয়রে নবীন ভাই-বোন সবে
ইসলামের পথ ধরি,
প্রভুর নিকট ক্ষমা চেয়ে
নতুন জীবন গড়ি।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা আহযাবে, যায়েদ (রাঃ)-এর।
২. আয়েশা (রাঃ)-এর; সূরা নূরের ১০ টি আয়াত।
৩. কাফিরূণ, মুমিনূন, মুমিন।
৪. বাক্বারাহ, আনকাবূত, নামল, নাহল ইত্যাদি। ইনসান (দাহর) ও নাস।
৫. নাজম, কামার, শামস, ফজর, লায়ল, যুহা, আছর ইত্যাদি।

গত সংখ্যার মেধা রীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১. কচুড়িপানা। ২. ডিম।
৩. ফনিমনসা, তারামাছ। ৪. জামা, গেঞ্জি (হাতাওয়ালা)।
৫. পথ বা রাস্তা।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. অহী অবতীর্ণের পর খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কার কাছে নিয়ে গিয়েছিলে?
২. ওয়ারাকা ইবনু নাওফেল জিব্রীল (আঃ)-কে কি বলে সম্বোধন করেছিলেন?
৩. ওয়ারাকা ইবনু নাওফেলের সাথে খাদীজা (রাঃ)-এর সম্পর্ক কি ছিল?
৪. ওয়ারাকা ইবনু নাওফেল কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন?
৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তিনি কি বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (নদ-নদী)

১. পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী কোনটি এবং এর দৈর্ঘ কত?
২. নীলনদের উৎপত্তি কোথায়?
৩. নীলনদ কতটি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে?
৪. এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি এবং এর দৈর্ঘ কত?
৫. ইউরোপের দীর্ঘতম নদী কোনটি এবং এর দৈর্ঘ কত?

সংগ্রহে : ওবায়দুল্লাহ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

আপনজন

আব্দুল আযীয
মনিপুর, গাযীপুর।

আম্মু আম্মা মা
যা-ই বল ভাই।
তার মত আপনজন
এই জগতে নাই।
কত আদর ভালবাসা
আছে যে তার বুকে।
কোলেতে মাথা রাখলেই
সব দুঃখ দূর হয়ে যায় সুখে।
মায়ের আঁচল তলে
কিযে শীতল ছায়া!
যত দেখি মন ভরে না
তার মুখের কায়া।
মায়া মাখা হাত দু'টো তার
করে কত আদর!
অসুস্থতায় বিছিয়ে দেয়
মমতা মাখা চাদর।

ব্যস্ত সবাই

শামসুযযোহা ফাহাদ
নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

ব্যস্ত দেশের ব্যস্ত সবাই ব্যস্ত রয়েছেন সরকার
নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে অনেক কিছুর দরকার!
ব্যস্ত দেশের ব্যস্ত সবাই ব্যস্ত বিরোধী দল
নতুন করে গড়বে এদেশ ভেঙ্গে চুরে সকল।
ব্যস্ত দেশের ব্যস্ত সবাই ব্যস্ত রাজনৈতিক নেতা
দেশটাকে সুন্দর করতে প্রয়োজন তাদের একতা।
ব্যস্ত দেশের ব্যস্ত সবাই ব্যস্ত রয়েছেন ডাক্তার
চেহারা দেখে প্রেসক্রিপশন দেয় শুধু প্রয়োজন টাকার।
ব্যস্ত দেশের ব্যস্ত সবাই ব্যস্ত রয়েছেন মাস্টার
ক্লাশে গিয়ে ঘুমাতে হবে বিশ্রামের তো দরকার (?)
ব্যস্ত দেশের ব্যস্ত সবাই ব্যস্ত পুলিশ অফিসার
নিজের পেট ভরে গেলে নিয়ে নিবে অবসর।
ব্যস্ত দেশের ব্যস্ত সবাই ব্যস্ত মন্ত্রী আমলা
বিরোধীদের দমন করতে দিবে শুধু মামলা।
ব্যস্ত দেশের ব্যস্ত সবাই ব্যস্ত এমপি-মন্ত্রী
জনসেবার শপথ নিয়ে করছে দলপ্রীতি।

আযানের সূর

আব্দুল আযীয মিয়া
এম,আই,এস,টি গাযীপুর।

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার
ছালাত আদায় করতে হবে ডাক পড়েছে সবার।
হে মানুষ, হে মুসলমান, হে আমার ভাই
ছালাতের সময় হয়েছে চল মসজিদে যাই।
আযানের সূরে ঐ ডাকছে মুয়াযযিন ভাই
সময় থাকতে চল করি পরকালের কামাই।
মুয়াযযিন ডাকে, এসো ছালাতের দিকে
এসো মুক্তির নির্ভুল ঠিকানায়,
পড়লে ছালাত পাবে জান্নাত
যেখানে সুখের সীমা নাই।

আল-কুরআন

খালিদ
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

ডাকছি আমরা, ডেকেই যাবো
ইসলামেরই দিকে,
সবার জীবন রাঙিয়ে দিবো
আল-কুরআনের আলোকে।
পড়বো কুরআন সকাল সাঁঝে
আমরা মুসলমান
আল্লাহ্‌র পথে দিবো আমরা
জান-মালের কুরবান।
এ জীবনের সব সমস্যায়
পেতে সঠিক সমাধান,
পড়তে হবে মনোযোগে
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

স্বদেশ

'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০১৩' সংশোধনী প্রস্তাব

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত

নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশের এক-দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র এখন পাকাপোক্ত হ'তে চলেছে। এ ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০১৩' সংশোধনী প্রস্তাব। এই আইনটি পাস ও কার্যকর হ'লে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত আদিবাসী বাঙালী নাগরিকরা ভূমিস্বত্ব, বাসস্থান, জানমালের নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, জীবন-জীবিকাসহ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হবে। সেই সাথে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে ফের অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠবে। সংবিধানের সাথে বিরোধপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক এই আইন বাঙালী-উপজাতি সম্প্রীতি, নিরাপত্তা এমনকি দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও বাঙালীদের মধ্যকার সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করবে। সাথে সাথে পার্বত্য এলাকায় সেনাবাহিনীর অবস্থান ও সরকারের কর্তৃত্ব হুমকির মুখে পড়বে। এহেন ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে তৎপর রয়েছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক একটি সুসংঘবদ্ধ গোষ্ঠী। তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের এক-দশমাংশ এই পার্বত্য জনপদের সকল অ-উপজাতি তথা ৮ লাখেরও বেশী বাঙালী মুসলমান বাসিন্দাদের সমূলে উচ্ছেদ করা এবং সেখানে বিস্তীর্ণ এক অঞ্চলকে নিয়ে 'অভিন্ন খ্রিষ্টান প্রদেশ' গড়ে তোলা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে গবেষণারত একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার যে গভীর ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে তার প্রভাব পড়বে দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামে। একই সাথে পৃথিবীর বৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারও এ থেকে রক্ষা পাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে দেশী-বিদেশী যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা প্রতিহত করতে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে ঐ অঞ্চলে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই বলে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেন।

আত্মঘাতী প্রকল্প হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় স্বার্থ রক্ষায় সরকার অনড়

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এগিয়ে চলছে

পরিবেশবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের প্রতিবাদ ও প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে অনড় সরকার। এরই মধ্যে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করেছে সরকার। পাশাপাশি এখন চলছে ভূমি অধিগ্রহণ ও মাটি ভরাটের কাজ। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন ও এর আশপাশের এলাকার জীববৈচিত্র্যে জন্য মারাত্মক হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে উদ্যোগের প্রতিবাদে পরিবেশবাদী সংগঠনসহ বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে। সর্বনাশা এই প্রকল্পটির ক্ষতিকর দিকগুলি হ'ল- (১) এই প্রকল্পের অর্থায়ন করবে ১৫% পিডিবি, ১৫% ভারতীয় পক্ষ আর ৭০% ঋণ নেয়া হবে। অথচ নীট লাভের ৫০% পাবে ভারত। উপরন্তু ভারতীয় কোম্পানীকে তাদের মুনাফার উপর কোন কর দিতে হবে না। এছাড়া বর্তমানে যেখানে পিডিবি অধিকাংশ বিদ্যুত ৪ টাকা ইউনিট হিসাবে ক্রয় করছে, সেখানে রামপালের উৎপাদিত বিদ্যুৎ কিনতে হবে ৮ টাকা ৮৫ পয়সা হারে। (২) ১৮৩০ একর ধানী জমি অধিগ্রহণের ফলে আট হাযার পরিবার উচ্ছেদ হয়ে যাবে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মসংস্থান হতে পারে সর্বোচ্চ ৬০০ জনের, ফলে উদ্বাস্তু এবং কর্মহীন হয়ে যাবে প্রায় ৭৫০০ পরিবার। সাথে সাথে হারাতে হবে কোটি কোটি টাকার কৃষিজ সম্পদ। (৩) এই প্রকল্প এলাকা সুন্দরবনের ঘোষিত সংরক্ষিত ও স্পর্শকাতর অঞ্চল থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে। ফলে এ প্রকল্প থেকে উৎপন্ন ক্ষতিকর বর্জ্য বনের জন্য ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে আনবে। (৪) বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বছরে ৪৭ লক্ষ ২০ হাযার টন কয়লা ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণআফ্রিকা থেকে সমুদ্রপথে আমদানী করতে হবে। আমাদানীকৃত কয়লা সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে জাহাযের মাধ্যমে মংলাবন্দরে এনে তারপর সেখান থেকে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। অথচ সরকারের পরিবেশ সমীক্ষাতেই বলা হয়েছে, এভাবে সুন্দরবনের ভেতরদিয়ে কয়লা পরিবহনকারী জাহায চলাচল করার ফলে, কয়লা পরিবহনকারী জাহায থেকে কয়লার গুড়া, ভাঙা/টুকরো কয়লা, তেল, ময়লা আবর্জনা, জাহাযের দূষিত পানি সহ বিপুল পরিমাণ বর্জ্য নিঃসৃত হয়ে নদী-খাল-মাটি সহ গোটা সুন্দরবন দূষিত করে ফেলবে। চলাচলকারী জাহাযের ঢেউয়ে দুইপাশের তীরের ভূমি ক্ষয় হবে। কয়লা পরিবহনকারী জাহায ও কয়লা লোড-আনলোড করার যন্ত্রপাতি থেকে দিনরাত ব্যাপক শব্দ দূষণ হবে।

দুবাইয়ে সততার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বাংলাদেশী ট্যাক্সি ড্রাইভার

আরব আমিরাতের দুবাইয়ে গাড়িতে ফেলে যাওয়া যাত্রীর নগদ দু'লাখ দিরহাম ও এক মিলিয়ন দিরহামের ডায়মণ্ড (প্রায় আড়াই কোটি টাকা) পেয়েও মালিককে ফেরত দিয়ে সততা ও নিষ্ঠার অনন্য পরিচয় দিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বাংলাদেশী ট্যাক্সি ড্রাইভার আবদুল হালীম (৩১)। গত ৫ জুন দুবাই জুমাইরা আলমাস টাওয়ার থেকে এক মিশরীয় ব্যবসায়ীকে নিয়ে দুবাই গোল্ড মার্কেটে নামিয়ে আবদুল হালীম চলে যান। ডিউটি শেষে গাড়ি পরিষ্কার করার সময় তিনি গাড়িতে ছোট একটি ব্যাগ দেখতে পেয়ে খুলে দেখেন নগদ দু'লাখ দিরহামসহ মূল্যবান ডায়মণ্ড। সাথে সাথে তিনি তার কর্মস্থলের প্রতিষ্ঠান রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির অফিসকে জানালে তারা পুলিশ স্টেশনকে জানান এবং তাদের মাধ্যমে পরবর্তীতে এর মালিককে তা ফেরত দেয়া হয়। আবদুল হালীমের এ বিরল সততায় খুশী হয়ে রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং তাকে 'সততার হিরো' বলে আখ্যায়িত করা হয়। উল্লেখ্য, আবদুল হালিম ৩,৫০০ দিরহাম বেতনে চাকরি করে আসছেন।

দীর্ঘ ৪০ বছর পর দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈলবাহী নৌযান নির্মাণ

দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর পর খুলনা শিপইয়ার্ড সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ও নকশায় জ্বালানী তেলবাহী নৌযান নির্মাণ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে। প্রায় ২২৫ ফুট দৈর্ঘ্যের অয়েল ট্যাংকারটি গতকাল খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে রূপসা নদীতে ভাসানো হয়েছে। ২০১১-এর ১৯ জুন গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল-এর সাথে নৌযানটি নির্মাণে খুলনা শিপইয়ার্ডের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নৌযানটিতে ৭২০ অশ্বশক্তির ২টি মূল ইঞ্জিনসহ প্রয়োজনীয় জেনারেটরও রয়েছে। ঘণ্টায় ১০ নটিক্যাল মাইল বেগে নৌযানটি দেড় হাযার টন জ্বালানী বহন করে দেশের অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে চলাচল করতে সক্ষম। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩-৭৪ সালে খুলনা শিপইয়ার্ড রাষ্ট্রীয় জাহায চলাচল প্রতিষ্ঠান-বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য বিভিন্ন ধরনের ৬টি অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ করে। যা এখনো অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথ অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালানী পৌঁছে দিচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জে ভারতের কন্টেইনার টার্মিনাল!

বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত সরকার। এরই মধ্যে দেশটির বিদেশ মন্ত্রণালয় কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণে কারিগরি ও বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দরপত্রও আহ্বান করেছে। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ও বিনিয়োগ বোর্ড থেকে লিখিত কোন অনুমোদন নেয়নি ভারত সরকার। নৌপরিবহন মন্ত্রী ও সচিব বিষয়টি সম্পর্কে জানলেও মন্ত্রণালয়টির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখাসহ বন্দর শাখাও এ বিষয়ে কোন কিছুই জানে না। এখন পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ডের এ বিষয়ে কোন আবেদন জমা পড়েনি। নারায়ণগঞ্জে কন্টেইনার টার্মিনাল প্রসঙ্গে বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী সদস্য নাভাস চন্দ্র মণ্ডল বলেন, ভারত সরকার বা কুমুদিনীর পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন বিনিয়োগ প্রস্তাব বিনিয়োগ বোর্ডে আসেনি। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকবৃন্দের মতে, এ ধরনের ঘটনা শুধু কূটনৈতিক শিষ্টাচারের চরম লঙ্ঘনই নয়; স্বাধীন, সার্বভৌম একটি দেশের ওপর হস্তক্ষেপেরও শামিল।

ট্রানজিট চুক্তির আওতায় ত্রিপুরায় পণ্য পরিবহন শুরু

ট্রানজিট চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় পণ্য পরিবহন শুরু করেছে ভারত। তিন হাযার টন খাদ্যশস্য বোঝাই বার্জ গত ৫ জুন পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া বন্দর থেকে আশুগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা করেছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে ৪০ হাযার টন পণ্য যাবে ত্রিপুরা ও আসামে। এতে ভারতের খরচ বাঁচবে ১৬৩ কোটি টাকা। আর এই পণ্য পরিবহনের জন্য ৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক সংস্কার করে দেবে বাংলাদেশ। তবে এর জন্য কোন অর্থ দাবী না করার জন্য গত মাসে ভারতের স্বার্থের তদারকি করেন প্রধানমন্ত্রীর এমন একজন উপদেষ্টা নৌ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতের নৌ ট্রানজিটের স্বার্থে নিজ ব্যয়ে আশুগঞ্জে বন্দরও নির্মাণ করে দেবে বাংলাদেশ। বছরে ৬০ লাখ টন পণ্য পরিবহনের উপযোগী এই অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার পোর্ট নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয় ৪শ' কোটি টাকা। তবে এর জন্য ভারত ২শ' কোটি টাকা ঋণ দিবে। তবে তাও অনেক জটিল শর্তে। এছাড়া বাংলাদেশের অর্থায়নে আখাউড়া থেকে ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এতে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৯০ কোটি টাকা।

ত্রিপুরা সরকারের কর্মকর্তা সমরজিৎ ভৌমিক জানান, বাংলাদেশের কাছ থেকে এই অনুমতি পেতে প্রায় তিন মাস সময় লেগেছে। তবে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা খুবই বিবেচক। তারা ইতোমধ্যে এই পথে (চট্টগ্রাম-আশুগঞ্জ) পালাটানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ত্রিপুরায় ভারী যন্ত্রপাতি পরিবহনের অনুমতি দিয়েছে। তারপর তারা আবারো খুবই উদারতা দেখিয়েছে। ত্রিপুরার কর্মকর্তারা আশা করছেন, বাংলাদেশ পরবর্তীতে আবারো খাদ্যশস্য পরিবহনের সুযোগ দেবে।

জানা গেছে, বন্দর চালু হওয়ার প্রথম বছরেই ১০ লাখ টন পণ্য পরিবহণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে তা ৬০ লাখ টন হবে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষের জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ১০ লাখ টন পণ্য পরিবহণে ভারতের সাশ্রয় হবে ৪ হাযার ৭৫ কোটি টাকা। অথচ আশুগঞ্জ বন্দর নির্মাণের ব্যয় বহনে সম্মত নয় ভারত। আশুগঞ্জ বন্দর নির্মাণে অনুদান দেয়ার জন্য ভারতকে প্রস্তাব দেয় বাংলাদেশ। কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেলেও এখনো এর উত্তর মেলেনি।

বিদেশ

ব্রিটেনে র‍্যালীতে হামলা পরিকল্পনার দায়ে ৬ চরমপন্থী মুসলমানের ১১০ বছর কারাদণ্ড

ব্রিটেনে ইংলিশ ডিফেন্স লীগ র‍্যালীতে নৃশংস হামলা চালানোর পরিকল্পনার দায়ে ৬ জন চরমপন্থী মুসলমানকে সর্বমোট ১১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ব্রিটেনের একটি আদালত। বিচারক বলেন, তারা 'সহজলভ্য চরমপন্থী উপাদান' থেকে হামলা পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তিনি তাদের কারাদণ্ড দেন। পরিকল্পনাকারী ৬ জন গত বছরের জুন মাসে পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের ডিউজবারীর র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করতে যায়। তাদের সঙ্গে ছিল দু'টি শর্টগান, ছুরি, বিস্ফোরক এবং একটি আংশিক তৈরী পাইপ বোমা। কিন্তু র‍্যালীটি নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই শেষ হয়ে যাওয়ায় তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। গত ৩০ এপ্রিল আদালতের শুনানীকালে তারা হামলা পরিকল্পনার কথা স্বীকার করে নেয়।

বিশ্বের ১ ভাগ মানুষের নিয়ন্ত্রণে ৩৯ ভাগ সম্পদ

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী শতকরা এক ভাগ মানুষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বর্তমানে বিশ্বের মোট সম্পদের শতকরা ৩৯ ভাগ। বোস্টন কনসালটিং গ্রুপের গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড রিপোর্টে এ তথ্য দেয়া হয়েছে। সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়ার এই হার আগামীতে আরো বাড়বে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। কারণ ধনীদের সম্পদ বিশ্বের সামগ্রিক সম্পদের চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়ছে।

লণ্ডনের উলউইচে সন্ত্রাসী হামলা

গত ২২ মে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ-পূর্ব লন্ডনে প্রকাশ্যে রাস্তায় দুই সন্ত্রাসী ছুরিকাঘাতে লি রাগবি নামের ২০ বছর বয়সী এক বৃটিশ সেনাকে হত্যা করেছে। নিহত ব্যক্তি উলউইচ রয়েল আর্টিলারী ব্যারাকের সেনা সদস্য ছিলেন। ঘটনাস্থলের ফুটেজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি রক্তমাখা মাংস কাটার ছুরি উঁচিয়ে ধরে বলছে, ডেভিড ক্যামেরনের কারণে ব্রিটিশ সরকার আরব দেশগুলোয় সৈন্য পাঠিয়েছে। আমরা আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করছি এ লড়াই থামাব না। কারণ মুসলমানরা প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। তারা নিজেদেরকে 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' এই মতাদর্শে বিশ্বাসী বলে জানায়। বিবিসি জানায়, হামলাকারীরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে হামলাকারী মাইকেল এডিবলোজা (২৮) ও তার সতীর্থ দু'জনই বৃটিশ নাইজেরিয়ান মুসলিম।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এ হামলার নিন্দা করে বলেন, ইসলাম এ ধরনের ঘটনা সমর্থন করে না। তিনি আরো বলেন, এ ঘটনা শুধু বৃটেনের উপরই আক্রমণ নয়, এটা ইসলাম ও মুসলিম কমিউনিটির জন্য বিদ্রূপের বিষয়। এদিকে এ ঘটনার পর বর্ণবাদী 'ইডিএল' উলউইচ ও নিউহাম এলাকায় বিক্ষোভ করে। এরই প্রেক্ষিতে গত ৫ই জুন লণ্ডনের আর-রহমাহ ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড মসজিদটি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়। ফেইথ মেটার্স-এর তথ্য মতে বৃটিশ সেনা নিহত হওয়ার পর বৃটেনে দুই সপ্তাহের মধ্যে ২২২টি মুসলিম বিদ্বেষী ঘটনা ও ১২টি মসজিদে হামলা চালানো হয়েছে।

মুসলিম জাহান

হাদীছের 'যুগোপযোগী' সংকলন করছে তুরস্ক

একুশ শতকের তুর্কী প্রজন্মের উপযোগী একটি হাদীছ সংকলন প্রকাশ করতে যাচ্ছে তুরস্ক। আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত তুর্কীরা ধর্মকে বুঝতে পারবে এবং তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে এমন দাবী তুলে এই সংকলনে কয়েকশ হাদীছ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১০০ ধর্মতাত্ত্বিক ছয় বছর ধরে কাজ করে প্রায় ১৭ হাযার হাদীছের মধ্যে তাদের বিবেচনায় সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীছগুলো বেছে নিয়েছেন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বাছাই করা এই কয়েকশ' হাদীছ সাত খণ্ডের বিশ্বকোষ ধরনের একটি সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। সংকলনটির নাম রাখা হয়েছে **'হাদীছের আলোকে ইসলাম'**।

২০০৮ সালে এ প্রজেক্টটি প্রথম বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এসময় বিবিসির এক রিপোর্টে এ প্রজেক্টকে 'ইসলামের পূণর্ব্যাখ্যার এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এবং ধর্মের আধুনিকায়নে একটি বিতর্কিত ও মৌলিক প্রচেষ্টা' (a revolutionary reinterpretation of Islam and a controversial and radical modernization of the religion) হিসাবে অভিহিত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় ধর্ম সংক্রান্ত পরিষদ (দিয়ানাত)-এর সহ-সভাপতি ও হাদীছ প্রকল্পের পরিচালক মুহাম্মাদ ওজাফসার বলেন, 'আমরা এখন বিশ শতকে বসবাস করছি না। এ কারণেই বর্তমান সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী বিশ্বাসগুলো নিয়ে নতুনভাবে কাজ করা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে'।

প্রচলিত অন্যান্য হাদীছ সংস্করণগুলো থেকে এটি আলাদা। এতে আধুনিক তুর্কীদের জীবনধারার সাথে সঙ্গতি রেখে হাদীছগুলো নির্বাচন করা হয়েছে এবং হাদীছের শেষে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঐ হাদীছে কি বলা হয়েছে তা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ তুলে ধরে বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলো কি অর্থ বহন করে তাও বর্ণনা করা হয়েছে।

দিয়ানাতের পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগের মহাপরিচালক মুহাম্মাদ প্যাকাসী বলেন, 'মুসলমানদের শুধু কুরআনের কোন উদ্ধৃতি বা হাদীছের একটি সংকলন খুলে রাসূল (ছাঃ) কি বলেছেন তা দেখে বলা উচিত নয়, 'হ্যা! এই বিষয়ে তাহ'লে এই করণীয়'। আমরা যদি শুধু এরকমই করি তাহ'লে তা হবে অজ্ঞতা ও অন্ধ অনুকরণ মাত্র'।

তুরস্কের 'আঙ্কারা ধারা' নামে পরিচিত ধর্মতাত্ত্বিকরা এ প্রকল্পে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যারা ঐতিহ্যগত মুসলমান পণ্ডিতদের মতো নন। তারা আধুনিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত। চলমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খ্রিস্টানরা তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের ব্যাখ্যা কিভাবে করেছে তা বোঝার জন্য এদের কেউ কেউ পশ্চিমে গিয়েও পড়াশোনা করে এসেছেন।

এ সংকলনে হাদীছে উল্লেখিত বিভিন্ন শাস্তি, যেমন চুরির জন্য হাত কাটা ইত্যাদি প্রসঙ্গে সপ্তম শতকের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে ঐ সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। তবে বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এগুলো আর প্রযোজ্য নয় বলেও মন্তব্য করেন ওজাফসার।

তিনি বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর আমলে এগুলো প্রচলিত ছিল। কারণ তখন সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য এগুলোর প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে আমাদের সামাজিক পদ্ধতি সপ্তম শতকের মতো নয়। তাই আমরা বলতে পারি, এই আইন এবং শাস্তি ঐতিহাসিক'।

'আলেমদের এত বেশী সংখ্যক হাদীছ ব্যবহারেরও পক্ষে নই আমরা' বলেন আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক সাবান আলী দুজগুন।

তুরস্কের এই হাদীছ সংকলন আরব বিশ্বেও যথেষ্ট কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে মিসরের প্রধান মুফতীর উপদেষ্টা ইব্রাহীম নিযাম বলেন, 'তুর্কী মডেলটিতে মিসরের বুদ্ধিজীবীরা খুব আগ্রহী। এটি শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে নয়, মধ্যপন্থী ধর্মীয় ভাবধারার কারণেও'। তুরস্ককে ওহাবী-সালাফী ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধ মতবাদের উৎস হিসাবে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

আসন্ন রামাযানে সংকলনটি প্রকাশ পাবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, তুরস্ক একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যেখানে মদ্যপান ও মেয়েদের পাশ্চাত্য রীতির পোষাক পরিধানের পূর্ণ অনুমতি রয়েছে। দেশটির মসজিদগুলিতে নারী ধর্মপ্রচারক যেমন আছেন, তেমনি বড় বড় শহরগুলোতে নারী ডেপুটি মুফতীও আছেন। তবে দেশটির শাসনভার মুসলিম ব্রাদারহুড ও জামা'আতে ইসলামীর ন্যায় একই ভাবধারার ইসলামী দল জাস্টিস এ্যাণ্ড ডেভেলমেন্ট পার্টি (একেপি)-এর হাতে।

[ইসলামকে সেক্যুলার বানানোর এই অপচেষ্টা ইসলামের প্রাথমিক যুগেও ছিল এযুগেও থাকবে। সাথে সাথে এইসব কপট বিশ্বাসীদের মুকাবিলার জন্য পূর্বের ন্যায় এযুগেও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ জীবন বাজি রেখে লড়ে যাবেন। ইনশাআল্লাহ বাতিলপন্থীরা পর্যুদস্ত হবেই (স.স.)]

বৃটেনে মসজিদে হামলা করতে এসে মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেল ইসলাম বিদ্বেষীরা

বৃটেনে মসজিদে হামলা করতে আসা একদল ইসলাম বিদ্বেষীকে চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করলেন মুছল্লীরা। ফলে হামলার পরিবর্তে মুসলমানদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেল তারা। সম্প্রতি বৃটেনের ইয়র্ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। লণ্ডনে বিপথগামী দুই মুসলিম যুবকের ছুরিকাঘাতে এক বৃটিশ সেনা নিহত হওয়ার ঘটনায় বৃটেন জুড়ে যখন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন মুসলমানদের এমন ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায়।

গত ২৬ মে রোববার ইংলিশ ডিফেন্স লীগের (ইডিএল) সদস্যরা ইয়র্কের বুল লেন মসজিদ এলাকায় ইসলাম বিদ্বেষী বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। তারা ফেসবুকের মাধ্যমে ইডিএল সদস্যদের মসজিদের সামনে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানায়। এতে স্থানীয় মুছল্লীরা উদ্বিগ্ন হয়ে মসজিদ প্রাঙ্গনে জড়ো হন। ইডিএল সদস্যদের একটি অংশ হামলার উদ্দেশে মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলে মুছল্লীরা চা-বিস্কুট নিয়ে এগিয়ে যান। ইডিএল সদস্যরা হামলার পরিবর্তে চা-বিস্কুট গ্রহণ করে। পরে মুছল্লীরা ইডিএল সদস্যদের একসাথে ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। ইডিএল সদস্যরা প্রায় আধঘণ্টা মুছল্লীদের সাথে কথাবার্তা বলে খুশি মনে ফিরে যায়।

এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মসজিদ এলাকার স্থানীয় চার্চের পাদ্রী ফাদার টিম জন্স বলেন, আমি জানতাম মুসলমানরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং তাদের মানসিক সাহস খুবই প্রবল। মসজিদের বাইরে যে ঘটনা ঘটলো তা থেকে পৃথিবীর মানুষের অনেক কিছুই শেখার রয়েছে।

স্থানীয় হুল রোড ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নীল বার্নেস বলেন, এটি ছিল ইয়র্কবাসীর জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। তিনি বলেন, ইডিএল সদস্যদের ক্ষোভ ও ঘৃণা মুসলমানরা যেভাবে শান্তি ও ভালোবাসার উষ্ণতায় মোকাবেলা করলেন, তা আমি কোন দিন ভুলতে পারব না।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মডেল গো খামারী এলিজা খান

আধুনিক বায়োগ্যাস প্লান্ট তাক লাগিয়ে দিয়েছে অনেককে

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপযেলার রাউতারা গ্রামের সফল ও দেশের একমাত্র মডেল ডেইরী ফার্ম ও বায়োগ্যাস প্লান্টের মালিক মিসেস এলিজা খান প্রত্যন্ত এক গ্রামে থেকে দেশের গো-খামারীদের জন্য রীতিমতো বহুমুখী আয়ের উজ্জ্বল ও অনুপম নযীর স্থাপন করেছেন। তিনি তার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা আর নিয়মিত সঠিক তদারকীর মাধ্যমে তার মডেল ডেইরী ফার্ম থেকে প্রাপ্ত গোবরে দুর্লভ পদ্মফুল ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন। তার ডেইরী ফার্মে গাভী থেকে দুগ্ধ উৎপন্নের পাশাপাশি গোবর থেকে মিথাইল গ্যাস, বিদ্যুৎ ও কৃষিপ্রধান এ দেশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার প্রস্তুত করে দেশবাসীর জন্য অত্যন্ত ভালো একটি সংবাদ নিয়ে এসেছেন। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, সরকারীভাবে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা) ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মাধ্যমে মিসেস এলিজা খানের ডেইরী ফার্ম ও বায়োগ্যাস প্লান্টের আদলে দেশের প্রতিটি খামারে একটি করে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তাসহ ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হ'লে রাতারাতি পাল্টে যেতে পারে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র।

আকাশে উড়বে বাইসাইকেল

আর্থিক সংঙ্গতিহীন মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন যেন বাস্তবে পরিণত হ'তে চলেছে। সম্প্রতি চেক প্রজাতন্ত্রের প্রযুক্তিবিদগণ এমন এক ধরনের বাইসাইকেল আবিষ্কার করেছেন, যার মাধ্যমে মানুষ শূন্যে উড়তে পারবে। দেশটির রাজধানী প্রাগে এক প্রদর্শনীতে এই বিশেষ ইলেক্ট্রনিক বাইসাইকেলের প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনী কেন্দ্রেই সফলভাবে পাঁচ মিনিটের ফ্লাইট শেষ করে মাটিতে অবতরণ করে বাইসাইকেলটি। এসময় মাটি থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ৯৫ কেজি ওযন সম্পন্ন এই সাইকেলের সামনে-পেছনে দু'টি এবং ডানে-বামে একটি করে ব্যাটারী চালিত পাখা রয়েছে। বাইসাইকেলটির অন্যতম আবিষ্কারক (ফ্রেম-মেকার) এবং ডিউরেটেক কোম্পানীর পরিচালক মিলান দুশেক বলেন, আপাতত আমরা পরীক্ষামূলকভাবে মানুষ ছাড়াই এই সাইকেল উড্ডয়ন করছি। তবে মানুষ নিয়ে আকাশে উড়ার জন্য আরও শক্তিশালী ব্যাটারী প্রয়োজন। চেক প্রজাতন্ত্রের তিনটি কোম্পানী একত্রিত হয়ে বাইসাইকেলটি দেশটির বাজারে এনেছে। খুব শীঘ্রই বাণিজ্যিকভাবে এর বিপণন শুরু হবে।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বন্ধে সুপার গ্লু!

যুক্তরাষ্ট্রের কানাসাস মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সুপার গ্লু ব্যবহার করে মাত্র তিন মাস বয়সী এক শিশুর ব্রেন অ্যানিউরিজম রোগের চিকিৎসা করে রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে।

গত ১৬ মে জন্ম নেয় আশলিন জুলিয়ান। কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই শিশুটির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেন তার বাবা-মা। শিশুটি চিৎকার-চেঁচামেচি ও বমি করতে থাকে। দ্রুত আশলিনকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে ডায়াগনোসিস করা হয়। এতে আশলিনের ব্রেনে অ্যানিউরিজম রোগ ধরা পড়ে। অ্যানিউরিজম এক ধরনের মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ জনিত রোগ। মাথাব্যথা, অস্বস্তিবোধ, বমি, জ্ঞান হারানো ইত্যাদি এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ।

সমস্যা নিরসনে ডাক্তাররা যরূরী বৈঠকে বসেন। কোন উপায় না পেয়ে অবশেষে তারা অ্যানিউরিজম থেকে রক্তপাত বন্ধে আঠা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন। অতিসূক্ষ্ম তার ব্যবহার করে শিশুটির মস্তিষ্কে যে অংশে অ্যানিউরিজমটি ছিল সেখানে সুপার গ্লু দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় রক্তপাত। প্রথমবারের মতো ব্যবহার করেই সাফল্য পান চিকিৎসক দল।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ২০১৩

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে বিগত ২৪, ৩১ মে ও ৭ জুন পর পর তিন শুক্রবারে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ সমূহে সংশ্লিষ্ট যেলা সমূহের কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও প্রাথমিক সদস্যগণ যোগদান করেন। সকাল ৯-টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত বিষয়সূচী ও প্রশিক্ষণ নোটের আলোকে প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

পিরোজপুর ২৪ মে শুক্রবার : যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন আদর্শ বয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

যশোর, ২৪ মে শুক্রবার : শহরের ষষ্টিতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। এখানে অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল যশোর ও ঝিনাইদহ।

নাটোর ২৪ মে শুক্রবার : যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন বনপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। **উক্ত** প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল নাটোর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।

সাতক্ষীরা ৩১ মে শুক্রবার : পৌরসভাধীন দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া, বাঁকাল জামে মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম এবং প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল সাতক্ষীর, খুলনা ও বাগেরহাট।

জামালপুর ৩১ মে শুক্রবার : যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন দিকপাইত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক। অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল জামালপুর-উত্তর, জামালপুর-দক্ষিণ ও টাঙ্গাইল।

বগুড়া ৩১ মে শুক্রবার : শহরের সাবগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা। অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা-পশ্চিম, গাইবান্ধা-পূর্ব ও দিনাজপুর-পূর্ব।

দিনাজপুর-পশ্চিম ৩১ মে শুক্রবার : যেলা শহরের রামনগর এহইয়াউস সুন্নাহ মাদরাসা মিলনায়তান আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী।

কুমিল্লা ৭ জুন শুক্রবার : যেলার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই-কাকিয়ারচর সিনিয়র মাদরাসা মিলনায়তনে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, ঢাকা হতে কুমিল্লা যাওয়ার পথে চান্দিনার নিকটবর্তী নূরীতখা নামক স্থানে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে জনাব অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম মারাত্মকভাবে আহত হন এবং আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে বেঁচে যান। *ফালিল্লাহিল হামদ*। অতঃপর চান্দিনা থানা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জুম'আর ছালাতের সময় তাকে প্রশিক্ষণ স্থলে আনা হয়।

রংপুর ৭ জুন শুক্রবার : শহরের চারমাথা খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল ইসলাম ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ছহীমুদ্দীন। এখানে অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও লালমণিরহাট।

রাজশাহী ৭ জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার পূর্বপার্শ্বস্থ ভবনের তৃতীয় তলায় রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সমন্বয়ে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

ঢাকা ৮ জুন শনিবার : অদ্য বাদ যোহর রাজধানীর বংশালস্থ ঢাকা যেলা কার্যালয়ে ঢাকা, গাযীপুর ও নরসিংদী যেলার সমন্বয়ে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম।

তাবলীগী সভা

বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ২৫ মে শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন পূর্ব বর্ষাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রবীন আলেম মাওলানা আব্দুছ ছামাদ মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে শতাধিক মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

সোহাগদল, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর ২৩ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য মাগরিব যেলার সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ অলিউল্লাহ। সমাবেশে প্রায় শতাধিক কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ১২ ও ১৩ মে বুধ ও বৃহস্পতিবার : গত ১২ ও ১৩ মে বুধ ও বৃহস্পতিবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দু'দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে বিভিন্ন যেলার কর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অতঃপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম প্রমুখ। বুধবার বাদ ফজর থেকে শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার যোহর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি 'যুবসংঘে'র নবমনোনীত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানান ও তাদের জন্য দো'আ করেন।

নয়াবাজার, ঢাকা ১৪ জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর রাজধানী ঢাকার নয়াবাজারস্থ বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ূন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। তিনি অহিভিত্তিক জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, অহি-র জ্ঞানই মৌলিক জ্ঞান, এ জ্ঞানই চিরন্তন সত্য। এ জ্ঞানই পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যতার মূল উপাদান। তাই অহি-র জ্ঞানকে মূল হিসাবে গ্রহণ করে অগ্রসর হ'লেই কেবলমাত্র মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে এবং ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সফল হ'তে পারে। তিনি উপস্থিত বিভিন্ন মাদরাসা ও স্কুলের ছাত্রদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, তাবলীগ সম্পাদক শামসুর রহমান আযাদী, বায়তুল মা'মূর মসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ আব্দুল হাই প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার দেয়া হয়। সেই সাথে ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলমগীর আযাদ সবুজ।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

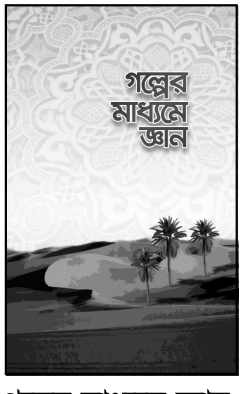

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

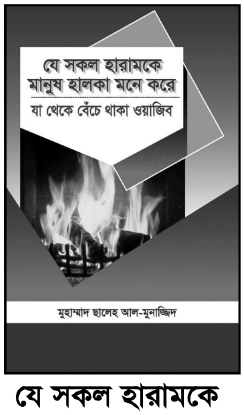

যে সকল হারামকে মানুষ হালকা মনে করে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯

পাঠকের মতামত

আমি যেভাবে তাওহীদের দিশা পেলাম

সময়টি ছিল ২০০৭-এর মধ্যবর্তী কোন এক সময়। সঊদী আরবের দাম্মামে এক বাংলাদেশী প্রবাসী ভাইয়ের মেয়ের বিবাহের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, আমি ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে সঊদী আরবে আসি।

এদেশের মজলিসগুলিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ থাকে। আমি মজলিসে বসে আছি। হঠাৎ দেখি দাড়ি-টুপি ওয়ালা ও জুব্বা পরিহিত কিছু লোক টেপ রেকর্ডার এবং সাউন্ড বক্স নিয়ে রুমে প্রবেশ করছে। আমি কিছুটা বিস্ময়ের সাথে তাঁদের দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণ পর একজন লম্বা গোছের লোক সালাম দিয়ে মজলিসে প্রবেশ করলেন। জানলাম, তিনি শায়খ মতীউর রহমান মাদানী। আমি তখনও তাকে চিনি না; তাঁর পরিচয়ও জানি না। যাহোক কিছুক্ষণ পর তিনি বিবাহ-শাদীর সুন্নাত এবং বিদ'আতের উপর বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন। মাঝখানে একটি কথা বললেন, আপনারা হয়তো কেউ কেউ অবাক হচ্ছেন এই ভেবে যে, বিবাহ অনুষ্ঠানে তো দেখি গান-বাজনার আয়োজন হয়, কিন্তু এখানে ওয়ায-নছীহত হচ্ছে? এখানে সমবেত মুসলিম ভাই-বোনদেরকে বিবাহের শারঈ দিকগুলি জানানোর জন্যই আমাদের আজকের এ আয়োজন। তাঁর এই কথা শুনে আমার চিন্তাশক্তিতে ধাক্কা লাগল। আমি মনোযোগ দিয়ে তার পুরো বক্তব্য শুনলাম।

আলোচনা শেষে সবাইকে ১টি বই ও ১টি করে সিডি দেওয়া হ'ল। আমাকে যে সিডিটি দেওয়া হয়, সেটি ছিল প্রচলিত বিদ'আত-এর উপর শায়খ মতীউর রহমানের বক্তব্য। আমি পরদিন ঐ বক্তব্য শুনি।

দেশে থাকতে যদিও নিয়মিত ছালাত আদায় করতাম, ইসলামী আলোচনার মাহফিলে যেতাম; কিন্তু তাওহীদ, সুন্নাত, শিরক, বিদ'আত ইত্যাদির উপরে আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই শায়খের আলোচনা শুনে প্রথমে একটু খটকা লাগল। ভাবতে লাগলাম, আমরা এতদিন থেকে যে বিশ্বাস পোষণ করে আসছি, যে আমল করে আসছি, তাতো দেখি ভুলে ভরা, ভিত্তিহীন। আমি সেই আলোচনা দীর্ঘ ৬/৭ মাস যাবৎ শুনলাম। ফলে আলোচনাটি আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। তারপর আমি চিন্তা করলাম, এই আলোচনা যেখানে হয়েছে নিশ্চয়ই সেখানে গেলে আরও অনেক বিষয়ের উপর ক্যাসেট বা সিডি পাওয়া যাবে। তখনও ইসলামিক সেন্টার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। পরে যেভাবেই হোক এক জুম'আর দিন ইসলামিক সেন্টারে গেলাম। দেখলাম, শায়খের মুখতাছারুল বুখারীর দরস চলছে। ক্লাস শেষ হ'লে শায়খকে কিছু আক্বীদা বিষয়ক প্রশ্ন করলাম। উত্তর জেনে নিয়ে আমি সেন্টারের নীচে চলে যাই। তখন পেছন থেকে এক ভাইয়ের ডাক শুনতে পেলাম। তিনি কাছে এসে বললেন, শায়খ আপনাকে ডেকেছেন। সেখানকার অন্য ভাইয়েরা আমাকে জানালো, শায়খ তাদেরকে বলেছিলেন, যে লোকটি আজকে ক্লাস শেষে প্রশ্ন করেছিল, তাকে নতুন দেখলাম, তার প্রশ্নগুলি ছিল আক্বীদা বিষয়ক। তার মাঝে জানার আগ্রহ আছে বলে মনে হয়। তাকে আমার নিকটে নিয়ে আসুন।

তারপর শায়খের সাথে আমার প্রথমবারের মত কথা হয়। তিনি আমার বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। কিভাবে এখানে এলাম তা বিস্তারিত তাকে জানাই। সেদিন ইসলামিক সেন্টারের দ্বীনী ভাইয়েরা আমার সাথে যে অমায়িক ব্যবহার করেছিলেন, তা ভোলার নয়। তারা আমাকে একেবারে আপন করে নিয়েছিলেন। সত্যিই এমন আচরণ আমি অন্য কারো মাঝে লক্ষ্য করিনি। আমি সেদিন শায়খের ২৫/৩০ টা লেকচার এবং আক্বীদা সংক্রান্ত কিছু বাংলা পুস্তক নিয়ে আসি। শুরু হয় শায়খের আলোচনা শোনা ও বই পড়া। পাশাপাশি প্রতি জুম'আয় শায়খের ক্লাসে উপস্থিত হওয়া। ব্যস্ততার কারণে অন্য দিন যাওয়া সম্ভব হ'ত না।

এভাবে আমি হক পূর্ণভাবে চিনতে পারলাম। এদিকে আমার দেশে যাওয়ার সময় চলে এলো। চিন্তায় পড়ে গেলাম, যখন দেশে যাবো, তখন আমার মত আক্বীদাসম্পন্ন লোক কোথায় পাব? ঠিক সেই মুহূর্তে এক দ্বীনী ভাই আমার হাতে মাসিক **আত-তাহরীক** তুলে দিল। আমার হাতে প্রথম যেদিন আত-তাহরীক-এর সেই সংখ্যাটি এসেছিল, বুঝাতে পারব না আমার মনোভাব সেদিন কেমন হয়েছিল। ভাবছিলাম দেশেও কি এমন ছহীহ আক্বীদা ভিত্তিক পত্রিকার পাঠক রয়েছে? সেই থেকে আমি নিয়মিতভাবে আত-তাহরীক পড়ে যাচ্ছি। যখনই কোন ভাই ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করেন, তার হাতে আত-তাহরীক-এর একটি কপি তুলে দেই। এখনো নিয়মিতভাবে ইসলামিক সেন্টারে শায়খ মতীউর রহমান ছাহেবের ক্লাসে উপস্থিত থেকে কিতাবুত তাওহীদ, উসূলুছ ছালাছাহ, মুখতাছারুল বুখারী, তাফসীর, মুছত্বালাহুল হাদীছ, বুলূগুল মারাম ইত্যাদির উপরে ক্লাস করে যাচ্ছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার একটি বাণী স্মরণ করে শেষ করছি। তিনি বলেছেন, 'হে নবী! তুমি যাকে চাও তাকে হেদায়াত দান করতে পারো না। বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কে তিনি খুব ভাল করেই জানেন' *(ক্বাছাছ ৫৬)*। আমার এভাবে হকের সন্ধান পাওয়া ও হেদায়াত লাভ করা আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত। তাই হেদায়াত লাভের জন্য আমাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে হক চেনার ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন- আমীন!

** তালহা খালেদ*
দাম্মাম, সঊদীআরব।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : বেপর্দা নারীর ছিয়াম কবুল হবে কি? পর্দা না করলে তাদেরকে ছিয়াম থেকে বিরত থাকতে বলা যাবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : বেপর্দা নারীর পরিণাম জাহান্নাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)*। তবে ছিয়াম বাতিল হবে না। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ হবে ও নেকী হ্রাস পাবে *(বুখারী; মিশকাত হা/১৯৯৯; ছহীহ তারগীব হা/১০৮২)*। তাই গোনাহগার হওয়া সত্ত্বেও তাকে ফরয ছিয়াম থেকে নিষেধ করা যাবে না। বরং উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন ছিয়াম রাখে এবং যাবতীয় অন্যায় থেকে তওবা করে।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চলছে, তার কারণ কি? এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

-হযরত শেখ
হলদী, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : প্রথমতঃ এটা মুসলমানদের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলি তোমাদের কৃতকর্মের ফল *(শূরা ৪২/৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। (১) যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে প্লেগ মহামারী আকারে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। (২) যখন কোন জাতি ওযন ও মাপে কারচুপি করে, তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন দারিদ্র্য এবং শাসকদের নিষ্ঠুর নিপীড়ন। (৩) যখন কোন জাতি তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি ভু-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকত, তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হ'ত না। (৪) যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়। (৫) যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহ্র কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন *(ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯, ছহীহাহ হা/১০৬-০৭)*।

দ্বিতীয়তঃ দলে দলে বিভক্ত হওয়া। আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে *(আনফাল ৪৬)*।

তৃতীয়তঃ মুমিন বান্দাদের উপর বিপদ-আপদ আপতিত হয় পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা তোমাদের পরীক্ষা নেব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ হ'ল ধৈর্যশীলদের জন্য' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*।

চতুর্থতঃ আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব থেকে দূরে থাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন কোন অন্যায় হ'তে দেখে, অতঃপর তারা তা প্রতিরোধ করে না, তখন সত্বর আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপক গযবের দ্বারা পাকড়াও করেন' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫১৪২)*। মুসলমান তাদের এ দায়িত্ব যেন ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্র গযব ব্যাপকতা লাভ করছে।

সুতরাং মুসলমানদের উপর সকল নির্যাতনের মূলে রয়েছে, অহি-র বিধান থেকে দূরে সরে যাওয়া। এক্ষণে মুসলমানদের একমাত্র করণীয় হ'ল, অহি-র বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তার আলোকে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ গড়ে তোলা।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩): বখশিশ দেয়া সম্পর্কে শরী'আতের নির্দেশনা কি?

-রাশেদুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : মানুষের কোন কাজ দেখে খুশী হয়ে তাকে কিছু প্রদান করার নাম বখশিশ। এটা শরী'আতে জায়েয। রাবী'আ বিন কা'ব আসলামী (রাঃ)-এর কাজের উপর খুশী হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, তুমি আমার কাছে চাও *(মুসলিম হা/৪৮৯)*। আমর ইবনে সালামা বিন ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমাকে আমার (বাল্য অবস্থায় ইমামতিতে খুশী হয়ে) মুছল্লীরা একটি জামা উপহার দিয়েছিলেন। তাতে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১২৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও ও মহব্বত বৃদ্ধি কর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*।

গ্রহীতার কামনা ব্যতীত নিয়োগকর্তা খুশী হয়ে কিছু প্রদান করলে তা প্রদান এবং গ্রহীতার গ্রহণ উভয়টিই জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কারো নিকটে তার মুসলিম ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কোন হাদিয়া আসে, অথচ তার প্রতি তার কোন কামনা নেই, এক্ষেত্রে তা ফিরিয়ে না দিয়ে সে যেন তা গ্রহণ করে। কারণ এটা এমন রিযিক, যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন *(আহমাদ; ছহীহাহ হা/১০০৫)*।

তবে যদি নিয়োগকর্তা কোন মন্দ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য প্রদান করে, তাহলে তা ঘুষের পর্যায়ভুক্ত হবে। রাসূল (ছাঃ)

ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপর লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*।

নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য মজুরীর উপরে কিছু কামনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমরা যাকে অর্থের বিনিময়ে কোন কাজে নিয়োজিত করি, তার অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা হবে আত্মসাৎ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করলে সে এসে বলল যে, এগুলি জমাকৃত যাকাত এবং এগুলি আমাকে দেওয়া হাদিয়া। এ ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কর্মকর্তাদের কি হ'ল যে তারা এরূপ বলছে! সে তার পিতা-মাতার বাড়িতে বসে থেকে দেখুক তো কে তাকে হাদিয়া দেয়? যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার কসম! যা কিছুই সে গ্রহণ করবে ক্বিয়ামতের দিন তা কাঁধে নিয়ে সে হাযির হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণ আত্মসাৎ স্বরূপ' *(আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৭০২১)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : বুখারী ৫৬১০ নং হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) মদ, মধু ও দুধের মধ্যে দুধ পান করেছিলেন। এ হাদীছের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন?

-শাকীল আহমাদ, বগুড়া।

উত্তর : মি'রাজের সফরে রাসূল (ছাঃ) পিপাসিত হন। ফলে তাঁকে দু'বার পানীয় পেশ করা হয়। একবার বায়তুল মুক্বাদ্দাসে মি'রাজের প্রাক্কালে। দ্বিতীয়বার সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে। প্রথমটিতে মদ ও দুধ এবং দ্বিতীয়টিতে মদ, মধু ও দুধের কথা এসেছে। দু'টিতেই তিনি দুধ গ্রহণ করেছেন এবং দু'টিতেই জিব্রীল একই জবাব দিয়েছেন, اخْتَـــرْتَ الْفِطْـــرَةَ 'তুমি স্বভাবধর্মকে পসন্দ করেছ'। এর কারণ হিসাবে ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, দুধে পিপাসা মিটে। তাতে খাদ্য ও পানীয় দু'টিই থাকে। যা মদ ও মধুতে থাকে না। আর এটাই হ'ল আসল কারণ' *(ফাৎহুল বারী হা/৫৬১০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫): মসজিদে বা রাস্তায় ঈদের বা জানাযার ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদ ছাড়া যে কোন নির্ধারিত স্থানে ঈদের ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাত্বহান' প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন *(মির'আত ২/৩২৭; ঐ, ৫/২২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭)*। মানুষ চলাচলের রাস্তায় ঈদ বা জানাযার ছালাত আদায় করা অপসন্দনীয়। তবে চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি না হ'লে বাধা নেই। কারণ পৃথিবীর সকল মাটিই পবিত্র ও সিজদার স্থান' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৭)*।

মসজিদ সহ যে কোন স্থানে জানাযার ছালাত আদায় করা যায়। সোহাইল ইবনে বায়যা (রাঃ)-এর জানাযা মসজিদে আদায় করা হয়েছিল *(মুসলিম হা/৯৭৩; আবুদাঊদ হা/৩১৯০)*। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর জানাযাও মসজিদের ভিতরে হয়েছিল *(বায়হাক্বী ৪/৫২ পৃঃ)*। মসজিদে জানাযার ছালাত আদায় করলে নেকী হয় না মর্মে হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৩১৯১; তারাজু'আতুল আলবানী হা/৬০, ১/১০৪)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬): আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে হবে। এ মর্মে কুরআন বা হাদীছের সরাসরি কোন দলীল আছে কি?

-আবুবকর, রাজশাহী।

উত্তর : পবিত্র কুরআনের শুরুতেই আল্লাহকে না দেখে গায়েবে বিশ্বাসকে মুত্তাক্বীদের অন্যতম গুণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার *(মুলক ৬৭/১২)*। হাদীছে জিবরীলে ঈমান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, ঈমান হচ্ছে আল্লাহকে বিশ্বাস, ফেরেশতাকে বিশ্বাস ইত্যাদি বলার পর ইহসান-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ (অর্থাৎ তিনি অদৃশ্যে আছেন, তাঁকে দেখা যায় না) *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭): কারণবশতঃ মোহর বাকী রাখা যাবে কি? জনৈক ব্যক্তি বললেন, মোহর বাকী থাকলে সন্তান অবৈধ হবে।

-নূরুল ইসলাম
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : মোহর বাকী রাখা যায়। তবে সেটা ঋণের অন্তর্ভুক্ত। তাই তা যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করা কর্তব্য। মোহর বাকী থাকলে সন্তান অবৈধ হবে একথা ঠিক নয়। কেননা বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মোহর পরিশোধ করা শর্ত নয়। রাসূল (ছাঃ) একজন ব্যক্তিকে বললেন, অমুক মহিলার সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাযী? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, অমুক ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাযী? মহিলা বলল, হ্যাঁ। তিনি তাদের বিবাহ দিলেন। কিন্তু কোন মোহর নির্ধারণ করলেন না এবং মহিলাকে কিছু দিলেন না। ঐ ব্যক্তি হোদায়বিয়ার ছাহাবী ছিলেন। পরে তিনি খায়বরের গণীমতের অংশ পান। এ সময় তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হ'লে তিনি বলেন, স্ত্রীর জন্য আমার কোন মোহর নির্ধারিত ছিল না। এক্ষণে আমি আমার খায়বরের প্রাপ্ত অংশ তাকে মোহর হিসাবে দান করলাম। যার মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম' *(আবুদাঊদ হা/২১১৭)*। নবী করীম (ছাঃ) একদা মোহর বাকী রেখে এক ব্যক্তির বিবাহ দেন এবং কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা আদায় করতে বলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২)*। তবে সমাজে মৃত্যুর সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহর মাফ করিয়ে নেওয়ার যে প্রচলন রয়েছে, তা চরম অন্যায় ও প্রতারণাপূর্ণ। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে

এবং হাতে অর্থ এলেই সর্বাগ্রে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮): দেশের অবস্থা অনুযায়ী সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন কাজে নিরুপায় হয়ে ঘুষ প্রদান করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কি?

- ইঞ্জিঃ সাইজুদ্দীন,
দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার উপর লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। অতএব কষ্টকর হলেও ঘুষ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে ঘুষ দেওয়া ছাড়া নিজের বৈধ হক আদায়ে একান্ত নিরুপায় হলে দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঘুষগ্রহীতাই পাপের বোঝা বহন করবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, যাকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা হয়, তার জন্য যুলুমকে প্রতিহত করার জন্য অর্থ প্রদান করা মুবাহ। তবে এক্ষেত্রে গ্রহণকারী হবে মহাপাপী *(মুহাল্লা ৮/১১৮ মাসআলা নং ১৬৩৮)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, গ্রহণকারীর জন্য এটি হারাম এবং দাতার জন্য যুলুম প্রতিরোধের স্বার্থে জায়েয' (*মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২৮৬*)। তবে যতদূর সম্ভব এ ব্যতীত অন্য কোন বৈধ উপায় অবলম্বন করা তাক্বওয়াশীল মুমিনের জন্য কর্তব্য।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : আমাদের গ্রামের মসজিদে জুম'আর দিন সকল মুছল্লীকে খাওয়ানো হয়। এটা অধিকাংশ মানত করেই করে থাকে। শরী'আতে এর বিধান কি?

-মুখলেছুর রহমান, রাজশাহী।

উত্তর : মানত মানুষের নিয়তের উপর নির্ভর করে। মসজিদের মুছল্লীগণকে খাওয়ানোর মানত করলে সকলেই খেতে পারে। আর যদি কেবল ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ানোর নিয়ত থাকে, তবে কেবল তারাই খাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কসম মানুষের নিয়তের উপর নির্ভর করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪১৬)*। সুতরাং যখন যেভাবে মানত করবে তখন সেভাবে বাস্তবায়ন করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি কেউ আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কাজের মানত করে, তবে সে যেন তা পূর্ণ করে এবং পাপের কাজে মানত করলে যেন তা পূর্ণ না করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা মানত করো না। মানত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। এটি কৃপণের সম্পদ থেকে কিছু অংশ বের করে আনে মাত্র' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৬)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : একটি কিতাবে লেখা আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যখন 'কাশফে' থাকতেন, তখন তিনি ওযূর পানির সাথে গুনাহ ঝরতে দেখতেন। তাই কাশফে থাকাকালীন ওযূর পানি নাপাক বলে ফৎওয়া দিতেন। প্রশ্ন হ'ল, 'কাশফ' কি ? এটা কি শরী'আতের কোন দলীল? এরূপ কথাবার্তায় যারা বিশ্বাস রাখে তারা কোন আক্বীদার অনুসারী?

-তালহা খালেদ
দাম্মাম, সঊদীআরব।

উত্তর : প্রথমতঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে এরূপ ভিত্তিহীন ঘটনা উল্লেখ করে তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কেননা তাঁর থেকে এরূপ কোন কিছুই বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাউকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩০২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৮৩)*। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর নিজের ব্যাপারেও অতিরঞ্জন করা নিষিদ্ধ *(বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭)*। দ্বিতীয়তঃ কাশ্ফ অর্থ আল্লাহ কর্তৃক তার কোন বান্দার নিকট অহী মারফত এমন কিছুর জ্ঞান প্রকাশ করা যা অন্যের নিকট অপ্রকাশিত। আর এটি একমাত্র নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারু নিকট প্রকাশ করেন না'। 'তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তিনি তার (অহীর) সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন' *(জিন ৭২/২৬-২৭)*। এখানে 'রাসূল' বলতে জিবরীল ও নবী-রাসূলগণকে বুঝানো হয়েছে। তবে কখনও কখনও রীতি বহির্ভূতভাবে অন্য কারু নিকট থেকে অলৌকিক কিছু ঘটতে পারে বা প্রকাশিত হতে পারে। যেমন ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে হয়েছে। অতএব এরূপ যদি কোন মুমিন থেকে হয়, তবে সেটা হবে কারামত, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে এর দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আর যদি কাফির থেকে ঘটে, তবে সেটা হবে ফিৎনা। অর্থাৎ এর দ্বারা আল্লাহ তার পরীক্ষা নিচ্ছেন যে, সে তার কুফরী বৃদ্ধি করবে, না তওবা করে ফিরে আসবে। কারামাত শরী'আতের কোন দলীল নয় এবং আল্লাহর অলী হওয়ার কোন নিদর্শনও নয়। বস্তুতঃ মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় দলীল হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। অন্য কিছু নয়।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : রাসূল (ছাঃ)-এর ১১টি বিবাহের পিছনে তাৎপর্য কি ছিল? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শরীফুল ইসলাম, পাবনা।

উত্তর : প্রথমতঃ ৪টির অধিক বিবাহের অনুমতি কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। এ অনুমতি আল্লাহ পাক স্রেফ তাঁর রাসূলকে দিয়েছিলেন। অন্য কোন মুসলিমের জন্য নয় *(আহযাব ৩৩/৫০)*। উম্মতের জন্য কোনরূপ প্রশ্ন ছাড়াই আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করা অবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ জানা আবশ্যক যে, ২৫ বছরের টগবগে যৌবনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রথম বিবাহ করেন পরপর দুই স্বামী হারা বিধবা ও চার সন্তানের মা ৪০ বছরের প্রায় বিগত যৌবনা একজন প্রৌঢ়া নারীকে। এই স্ত্রীর মৃত্যুকাল অবধি দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি তাকে নিয়েই ঘর-সংসার করেছেন। অতঃপর ৫০ বছর বয়সে দ্বিতীয় বিয়ে করেন আর এক ৫০ বছর বয়সী কয়েকটি সন্তানের মা বিধবা মহিলা সাওদাকে নিতান্তই সাংসারিক প্রয়োজনে। এরপর মদীনায় হিজরতের পর মাদানী জীবনের দশ বছরে বিভিন্ন বাস্তব কারণে ও নবুঅতী মিশন বাস্তবায়নের মহতী উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র হুকুমে

তাঁকে আরও কয়েকটি বিবাহ করতে হয়। যেমন (১) শত্রু দমনের স্বার্থে ৪র্থ হিজরীতে উম্মে সালামাকে বিবাহ করেন। একই উদ্দেশ্যে ৫ম হিজরীতে জুওয়াইরিয়াহ বিনতুল হারেছকে বিবাহ করেন। ৭ম হিজরীতে ছাফিয়াহ বিনতে হুয়াই বিন আখত্বাবকে বিবাহ করেন। (২) ইসলামী বন্ধন দৃঢ়করণের স্বার্থে। যেমন হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর দুই মেয়েকে বিবাহ করা। (৩) সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণের স্বার্থে। যেমন পালিতপুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নবকে বিয়ে করা প্রভৃতি *(এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন : আত-তাহরীক মে'১২ সংখ্যায় নবীদের কাহিনী প্রবন্ধে)*। সর্বোপরি বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হয়েছিল। অতএব এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : রাজতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? রাজার পরিবার থেকে পরবর্তীতে রাজা হতে পারবে না এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা শরী'আতে আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঢাকা।

উত্তর : রাজা যদি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করেন এবং ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী রাজ্যশাসন করেন, তাহ'লে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তার অনুকূলে। উক্ত নীতির অনুসরণ করলে বংশপরম্পরায় রাজা হওয়ায় কোন আপত্তি নেই। তার পরিবার থেকে রাজা হ'তে পারবে না, এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা শরী'আতে নেই। অন্যদিকে পশ্চিমা গণতন্ত্রে মৌলিক ভিত্তিই হ'ল ধর্মহীনতা। যা মৌলিকভাবেই আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহ্র বিধানসমূহকে অস্বীকার করে। ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে যার অনুমোদন নেই *(মায়েদাহ ৫/৪৪)*। সাথে সাথে সমাজের প্রত্যেককে ক্ষমতার প্রতি লালায়িত করে তোলে। অথচ ক্ষমতা চেয়ে নেওয়া শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮০, ৩৬৮৩)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে যে স্থানের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তার কবর সে স্থানেই হবে। কথাটির কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুর রাযযাক
কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্য ভিত্তিহীন। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যেখানে যার মৃত্যু নির্ধারিত আছে, আল্লাহ্ তার জন্য সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১০)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : শরীরের কোন অঙ্গহানি হলে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন বা পোকা লাগা দাঁত তুলে কৃত্রিম দাঁত সংযোজনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : মানুষ চিকিৎসার্থে বা কোন দোষ-ত্রুটি দূরীকরণার্থে এরূপ করে থাকলে তাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। আরফাজা বিন আস'আদ (রাঃ) (জাহেলী যুগে) কুলাব যুদ্ধে নাক হারালে তিনি সেখানে রূপার তৈরী একটি নাক লাগান। কিন্তু তাতে দুর্গন্ধ দেখা দিলে রাসূল (ছাঃ) তাকে স্বর্ণের নাক সংযোজনের নির্দেশ দেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪০০ সনদ হাসান)*। ইমাম তিরমিযী বলেন, অত্র হাদীছের ভিত্তিতে অনেক বিদ্বান স্বর্ণের দাঁত লাগানো জায়েয বলেন *(তিরমিযী হা/১৭৭০)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী... দো'আটি ছালাতের কোন স্থানে পড়া যাবে?

-নূর হোসাইন,
শঠীবাড়ী, লালমণিরহাট।

উত্তর : উক্ত দো'আটি ছানা হিসাবে তাকবীরে তাহরীমার পর পড়া যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩)*।

['নূর হুসাইন' অর্থ 'হুসাইনের জ্যোতি'। এরূপ নাম রাখা ঠিক নয়। অতএব নাম পাল্টিয়ে 'আব্দুন নূর' রাখা উচিত (স.স.)]

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : যে সকল স্ত্রী তাদের স্বামী ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে করে, শরী'আতে তাদের বিধান কি?

-মশীউর রহমান
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : স্বামী থাকতে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। যে নারী এরূপ করবে সে ব্যভিচারিণী হিসেবে গণ্য হবে। আর বিবাহিত ব্যভিচারী নারী বা পুরুষের বিধান হ'ল, পাথর মেরে তাকে হত্যা করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৫৫৭ 'দণ্ডবিধিসমূহ' অধ্যায়)*। যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : আমার আত্মীয়-স্বজন ছালাত ছিয়াম আদায় করে না। এ ব্যাপারে কিছু বললে বিরূপ মন্তব্য করে। এমতাবস্থায় তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে কি? অথবা তাদের বিপদে সাহায্য না করলে গুনাহগার হতে হবে কি?

-আনারুল বাশীর
গল্লামারী, খুলনা।

উত্তর : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা মুসলিম উম্মাহ্র উপর ফরয। আত্মীয়-স্বজন বিরূপ মন্তব্য করলেও ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং বাহ্যিক সম্পর্ক রেখে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। তাদের বিপদে সাহায্য করতে হবে। সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। কারণ তাতে দাওয়াত প্রদানের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) তাঁর আত্মীয় তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে চরম নির্যাতনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি বরং তাদের মধ্যে দাওয়াত অব্যাহত রেখেছিলেন *(বুখারী হা/৩২৩১, মুসলিম হা/১৭৯৫, মিশকাত হা/৫৮৪৮)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : তাবলীগ জামা'আতের একটি বইতে লেখা আছে, বেহেশতে আয়না নামক একটি হুর থাকবে, যার ৭০ হাযার সেবিকা, ৭০ হাযার পোষাক ও ৭০ হাযার সুগন্ধি থাকবে। এছাড়া তার আরো অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-আরীফুল ইসলাম
ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : এ বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই। ইমাম কুরতুবী স্বীয় কিতাবে কোন সনদ ছাড়াই আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে এর কাছাকাছি একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন *(কুরতুবী, আত-তাযকেরাহ পৃঃ ৯৮৫)*। তাছাড়া ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে এরূপ আরেকটি বর্ণনা বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে এসেছে, যা মওযূ বা জাল *(ইবনু খুযায়মা, যঈফ তারগীব হা/৫৯৬)*। অতএব এসব বই পড়া থেকে নিজেকে দূরে রাখা উচিৎ।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : ছালাতের সময় টুপি বা পাগড়ী পরা কি যরূরী? না পরলে সুন্নাতের খেলাফ হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আনীসুর রহমান
ভাতগ্রাম, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা।

উত্তর : যরূরী নয়। কিন্তু এটি রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাসগত সুন্নাত *(যাদুল মা'আদ ১/১৩০)*। আর তা না করাটা উক্ত সুন্নাতের বরখেলাফ। মস্তকাবরণ ব্যবহার করা উত্তম পোষাকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। উল্লেখ্য যে, পাগড়ী পরা কিংবা টুপিসহ পাগড়ী পরার ফযীলত সম্পর্কে যে সব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেগুলি সবই 'যঈফ' ও জাল *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৪৭-৪৯)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : জনৈক আলেম বলছেন, স্ত্রীর দুধপান করলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সঠিক মত কি?

-আব্দুল মুমিন
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : স্ত্রীর দুধপান করলে উক্ত স্ত্রী হারাম হবে না। কেননা হারাম হওয়ার জন্য দু'বছর বয়সের মধ্যে দুধপান করা শর্ত *(তিরমিযী হা/১১৫২)*। তবে উক্ত দুধের প্রকৃত হকদার হ'ল সন্তান। সুতরাং স্বামী তা পান থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : তারজী' আযান দেওয়ার পদ্ধতি কি? তারজী' সহ আযান দেওয়া উত্তম না তারজী' বিহীন উত্তম?

-ছিদ্দীকুর রহমান
ধানতৈড়, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : তারজী' অর্থ 'পুনরুক্তি'। আযানের মধ্যে দুই শাহাদাত কালেমাকে প্রথমে দু'বার করে মোট চারবার নিম্নস্বরে, পরে দু'বার করে মোট চারবার উচ্চৈঃস্বরে বলাকে তারজী' বা পুনরুক্তির আযান বলা হয় *(আবুদাঊদ হা/৫০০, ৫০৩; মিশকাত হা/৬৪৫)*। তারজী' সহ ও তারজী' বিহীন দু'ভাবে আযান দেওয়াই সুন্নাত। অতএব দু'টির উপরেই আমল করা যাবে *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৭৪)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : সূরা রহমানের ৭২ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাছীরে জান্নাতে ৬০ মাইল ও ৩০ মাইল প্রশস্ততা বিশিষ্ট তাঁবু থাকবে বলা হয়েছে। দু'টির মধ্যে সমন্বয় কি?

-আতীক রণি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : উক্ত তাঁবুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে ৬০ ও ৩০ উভয় বর্ণনা এসেছে। এর ব্যাখ্যায় মানাবী বলেন, জান্নাতে মুমিনগণের মর্যাদার কমবেশীর কারণে তাদের তাঁবুর প্রশস্ততা ও উচ্চতা কমবেশী করা হবে *(ছহীহুল জামে' হা/২১৮২-এর ব্যাখ্যা; মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর শরহ জামে' ছাগীর হা/২৩৯০, ২/৫০২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : অনেক আলেমকে দেখা যায় তারা অন্য আলেমের ভুল-ত্রুটি জনগণের সামনে তুলে ধরেন, যাতে মানুষ তাদের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তাতে অন্যেরা বলে থাকেন যে, উনি মানুষের গীবত করেন। সুতরাং ইনি নিজেই তো পাপী। এক্ষণে শরী'আতে এরূপ গীবতের বিধান কি তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তালহা
দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তর : ওলামায়ে কেরাম জনগণের মাঝে ধর্মীয় দিক-নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই তাঁদের পক্ষ থেকে কোন শিরক ও বিদ'আতী আমল জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে তা চরম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ আলেমদের সংশোধন করা এবং তাদের থেকে জনগণকে সতর্ক করা হকপন্থী ওলামায়ে কেরামের অন্যতম কর্তব্য। এতে তিনি বরং নেকীর হকদার হবেন। এছাড়া ছয়টি ক্ষেত্রে গীবত হয় না। যার একটি হ'ল, কেউ কোন পাপ ও বিদ'আতে লিপ্ত হলে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে *(মুসলিম হা/২৫৮৯ 'গীবত হারাম হওয়া' অনুচ্ছেদ, নববীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। তবে এক্ষেত্রে ভুল সংশোধনকারীর জন্য কিছু বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, (১) সমালোচনা স্রেফ ইছলাহের উদ্দেশ্যে হ'তে হবে। (২) পরস্পরের সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে বিনীতভাবে সুন্দর ভাষায় বলতে হবে এবং (৩) আল্লাহ্র নিকট ছওয়াবের আশায় খালেছ নিয়তে করতে হবে।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : ছাহাবায়ে কেরামের সকল ফৎওয়াই কি অনুসরণযোগ্য? ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন ফৎওয়ার ক্ষেত্রে বিভক্তি দেখা যায়। সেক্ষেত্রে যে কারো মত অনুসরণ করলেই কি যথেষ্ট হবে? এছাড়া তাদের জীবনযাপন রীতিও কি অনুসরণযোগ্য?

-রফীক
নওদাগ্রাম, যশোর।

উত্তর : ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে আক্বীদাগত কোন মতভেদ নেই। বরং সামান্য কিছু ব্যাখ্যাগত মতভেদ দেখা যায়। এক্ষেত্রে একটাই পথ হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়া *(নিসা ৪/৫৯)* এবং রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে হাতে-দাঁতে কামড়ে ধরা *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৫)* এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আতের ব্যাখ্যা করা। আর তাদের মাঝে ব্যাখ্যাগত মতভেদের ক্ষেত্রে জমহূর সালাফের ব্যাখ্যা গ্রহণ

করাই উচিৎ হবে। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-ই কেবল অনুসরণযোগ্য। তবে সালাফে ছালেহীনের জীবন থেকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : রামাযান মাসে ওমরাহ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি? প্রতি বছর ওমরাহ করায় কোন বাধা আছে কি?

-সাইফুল ইসলাম
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : রামাযান মাসে ওমরাহ করলে হজ্জের সমান নেকী পাওয়া যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৯)*। প্রতি বছর ওমরা করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ওমরাহ থেকে পরবর্তী ওমরা-এর মধ্যবর্তী সকল (ছগীরা) গোনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ হয় *(বুখারী; মুসলিম; মিশকাত হা/২৫০৮)*। ছাহাবীগণের জীবন থেকে বছরে বহুবার ওমরাহ করার প্রমাণ পাওয়া যায় *(আওনুল মা'বূদ)*। তবে নফল হজ্জ ও ওমরাহ না করে উক্ত অর্থ আল্লাহ্র রাস্তায় প্রচেষ্টাকারীদের এবং দরিদ্র ও অসহায় পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীমদের সাহায্যে ব্যয় করা অধিক উত্তম *(ফাতাওয়া ওছায়মীন, ২১/২৮ পৃঃ; মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১৬/৩৭১)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : ত্বাওয়াফরত অবস্থায় ওযূ ভেঙ্গে গেলে করণীয় কি? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মাহদী হাসান
ভবানীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এমতাবস্থায় ওযূ করে পুনরায় তাওয়াফ করা উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ছালাতের মতই। কিন্তু তাতে তোমরা কথা বলতে পারো *(তিরমিযী হা/৯৬০; মিশকাত হা/২৫৭৬)*। তবে ওযূ অবস্থায় ত্বাওয়াফ শুরু করে মাঝখানে ওযূ টুটে গেলে এবং ভিড়ের কারণে ওযূ করা কষ্টকর হ'লে ঐ অবস্থায় ত্বাওয়াফ শেষ করবেন, পুনরায় ক্বাযা করতে হবে না *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৭/৩০০; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/২১১-১৩)*। এরূপ অবস্থায় শেষের দু'রাক'আত নফল ছালাত পুনরায় ওযূ করে হারামের যেকোন স্থানে পড়ে নিবেন *(দ্রঃ হজ্জ ও ওমরাহ ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৬৩)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : ছিয়াম অবস্থায় ডায়াবেটিস রোগীদের ইনসুলিন গ্রহণের বিধান কি? বিশেষতঃ যাদের দিনে কয়েকবার গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

- আব্দুল হাদী
চকউলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ইনসুলিন গ্রহণ করা ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা এটা কোন খাদ্য নয়। তবে রাতে তা গ্রহণ করলে যদি কোন দৈহিক ক্ষতির আশংকা না থাকে, তবে সেটা করাই উত্তম *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/২৫২; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/২৫২-৫৪)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : ঈদের রাত্রিতে সারারাত ইবাদত করার কোন বিশেষ ফযীলত আছে কি?

-আব্দুর রহমান, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : বিশেষ কোন ফযীলত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৮২; যঈফাহ হা/৫২১, ৫১৬৩)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : ছালাতে ক্বওমা, রুকূ, সিজদা ও তাশাহহুদের সময় দৃষ্টি কোন দিকে রাখতে হবে? আশে-পাশে বা আসমানের দিকে দৃষ্টি দিলে ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে কি?

-আব্দুর রাকীব
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ছালাতের সময় সিজদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই সুন্নাত *(হাকেম হা/১৭৬১, আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী পৃঃ ৬৯)*। তবে তাশাহহুদের সময় দৃষ্টি থাকবে ইশারার দিকে *(আবুদাঊদ হা/৯৯০, মিশকাত হা/৯১২)*। ইচ্ছাকৃতভাবে ও বিনা কারণে আশেপাশে দৃষ্টি দিলে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা (ছালাতরত অবস্থায়) যতক্ষণ পর্যন্ত আশেপাশে দৃষ্টিপাত না করে, আল্লাহ তার প্রতি মনোনিবেশ করে থাকেন। যখন আশেপাশে তাকায় তখন আল্লাহ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন *(আহমাদ, হাকেম, আবুদাঊদ হা/৯০৯-১০; ছহীহাহ হা/১৫৯৬; মিশকাত হা/৯৯৫)*। তিনি বলেন, যারা ছালাতের মধ্যে দো'আর সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠায়, তারা হয় তাদের এই কাজ থেকে বিরত হবে, না হয় তাদের চোখের জ্যোতি কেড়ে নেয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : রাসূল (ছাঃ)-এর মোট কতবার বক্ষবিদারণ হয়েছিল? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুদ্দীন খালেদ
পটুয়াখালী, বরিশাল।

উত্তর : দু'বার রাসূল (ছাঃ)-এর বক্ষবিদারণের ঘটনা ঘটে। (১) দুধমা হালীমার নিকটে ৪ বা ৫ বছর বয়সে *(মুসলিম হা/১৬২, আনাস (রাঃ) হ'তে; মিশকাত হা/৫৮৫২)*। (২) হিজরতের পূর্বে মেরাজে গমনকালে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৪)*। এছাড়া আরো কিছু বর্ণনা রয়েছে, যেগুলির সূত্র দুর্বল *(আকরাম যিয়া উমরী, সীরাহ নববিইয়াহ ছহীহাহ ১/১০৩)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : আমরা জানি ছালাতে সতর ঢাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু গৃহে ছালাত আদায়ের সময় অনেক মহিলাকে দেখা যায় তাদের পা, মাথা, পেট ইত্যাদির কিছু কিছু অংশ অনাবৃত থাকে। এভাবে আদায় করলে ছালাত কবুল হবে কি?

-হাতেম আলী
ইংরেজী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : মহিলাদের সর্বাঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত দুই হাতের তালু ও চেহারা ব্যতীত *(আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২)*। গৃহকক্ষ নিজেই পর্দা। তবুও সেখানে সাধ্যমত সর্বাঙ্গ ঢেকে ছালাত আদায় করবে। অনিচ্ছাকৃত অসাবধানতা ক্ষমার্হ। আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। উক্ত অবস্থায় তার ছালাত কবুল হওয়ায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : প্রবাস থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে জানাযায় অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-মাযহার হোসাইন
ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য স্থানিক ঐক্য থাকা যরূরী। পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থানকারী মুছল্লীগণ একজন ইমামের নেতৃত্বে ছালাত আদায় করেছেন, এরূপ কোন প্রমাণ রাসূল (ছাঃ) থেকে পাওয়া যায় না। সুতরাং মোবাইলে প্রবাস থেকে এরূপ অংশগ্রহণ শরী'আতসম্মত হবে না। উপরন্তু জানাযার ছালাত ফরযে কিফায়াহ। কিছু লোক আদায় করলে সকলের জন্য যথেষ্ট হয়। সুতরাং তাতে অংশগ্রহণ করতেই হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং প্রবাস থেকে মৃতের জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করবেন, আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ ওয়ারহামহু... (হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে ক্ষমা কর ও তার উপর রহম কর) ইত্যাদি বলে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৫)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : নূহ (আঃ)-এর সময়ে যে মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল তা কি সারা বিশ্বব্যাপী হয়েছিল, না কেবল তাঁর কওমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল?

-রবীউল ইসলাম
কামারপাড়া, মাগুরা।

উত্তর : নূহ (আঃ)-এর সময়ে যে মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল সেটি ছিল সারা বিশ্বব্যাপী। প্লাবনের পর তাঁর সাথে নৌকারোহী মুমিন নর-নারীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুনভাবে আবাদ শুরু হয়। এ কারণে তাঁকে 'মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা' বলা হয়। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সাড়ে নয় শত বৎসর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার পরও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র ৮০ জন নারী-পুরুষ ঈমান গ্রহণ করেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনা করেন- 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে বসবাসকারী কাফির কোন গৃহবাসীকে তুমি রেহাই দিয়ো না' *(নূহ ৭১/২৬)*। তাঁর এ দো'আই সমস্ত পৃথিবীব্যাপী মহাপ্লাবনের ইঙ্গিত বহন করে।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : আমার খালাতো ভাই আমাদের কাছ থেকে চার লাখ টাকা নিয়ে শেয়ারবাজারে খাটিয়েছিল। কিন্তু তার অনেক ক্ষতি হওয়ায় এখন সে উক্ত টাকা ফেরত দিতে অক্ষম। এক্ষণে উক্ত অর্থের যাকাত দিতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ তাওকীর, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত অর্থ করায়ত্ত হওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হলে যাকাত দিবে *(মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন, শারহুল মুমতে' ৬/২৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : ছিয়াম অবস্থায় মযী নির্গত হ'লে বা নাকে পানি প্রবেশ করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যাবে কি?

-আব্দুল হাসীব,
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : এগুলো ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। তবে রাসূল (রাঃ) ছিয়াম অবস্থায় নাকে এমনভাবে পানি নিতে নিষেধ করেছেন, যাতে ভিতরে পানি প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০৫)*। অনিচ্ছাকৃত প্রবেশে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০৩)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : জনৈক বক্তা বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরের একপার্শ্বে দাফন করা হয়। আর তিনি আরেক পাশে বসাবস করতে থাকেন। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডা. বযলুর রশীদ
চণ্ডিপুর, যশোর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-কে আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে দাফন করা হয়েছিল তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(তিরমিযী হা/১০১৪; মিশকাত হা/৫৯৬২)*। তবে তাঁর গৃহে দুটি অংশ ছিল। একটিতে তিনি বসবাস করতেন। অপরটিতে কবর ছিল। উভয়ের মাঝে দেওয়াল ছিল *(ইবনে সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা ২/২২৪; উমদাতুল ক্বারী ৮/২২৭)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : রাফঊল ইয়াদায়েন মানসূখ হওয়ার কোন দলীল আছে কি?

-ইসরাফীল,
শার্শা, যশোর।

উত্তর : রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হ'তে ওঠার সময় 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করা সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। একটি হিসাব মতে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ' সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী *(ফাৎহুল বারী ২/২৫৮)* এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন চার শত *(সিফরুস সা'আদাত ১৫ পৃঃ)*। ইমাম বুখারী বলেন, কোন ছাহাবী রাফ'উল ইয়াদায়েন তরক করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। তিনি আরও বলেন 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই' *(ফাৎহুল বারী ২/২৫৭)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়াকালীন ও রুকূ হ'তে ওঠাকালীন সময়ে..... এবং ২য় রাক'আত থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করতেন' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৩-৯৪)*। হাদীছটি বায়হাক্বীতে বর্ধিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এভাবেই তাঁর ছালাত জারি ছিল, যতদিন না তিনি আল্লাহ্র সাথে মিলিত হন'। অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন সহ ছালাত আদায় করেছেন। হাসান বছরী ও হামীদ বিন হেলাল বলেন, সকল ছাহাবী উক্ত তিন স্থানে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন'। *(বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/৮১৩, 'মুরসাল হাসান' ২/৪৭২, দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১০৮-১১১)*।

এক্ষণে রাফঊল ইয়াদায়েন মানসূখ হয়েছে মর্মে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীছটি পেশ করা হয় *(বুখারী, ইন্ডিয়া ছাপা, ১/১০২ পৃঃ টীকা দ্রঃ; হেদায়া ১/১১১ পৃঃ)*, তা কোন হাদীছ

গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদের ভাষ্যকার বলেন, 'এই আছারের সন্ধান কোন মুহাদ্দিছ কোন হাদীছ গ্রন্থে পাননি *(মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, তাহকীক : ড. তাক্বিউদ্দীন নাদভী, হা/১০৪-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। বরং ইমাম বুখারী তার 'জুয্উ রাফ'উল ইয়াদায়েন' পুস্তকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) রুকূতে যাওয়া ও রুকূ থেকে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন' *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ; বুখারী, জুয্উ রাফ'উল ইয়াদায়েন হা/১৬ ও ৫৭)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : হযরত আবুবকর (রাঃ) সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও তার সম্পূর্ণ সম্পদ এবং ওমর (রাঃ) তার অর্ধেক সম্পদ দান করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন ছাহাবীর জীবনচরিতে দেখা যায়, মৃত্যুর পর তাদের খুবই সামান্য সম্পদ ছিল। এথেকে কি প্রমাণ হয় যে, পিতা তার সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা দান করতে পারেন?

-ইঞ্জিঃ সাইজুদ্দীন
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : জিহাদের জন্য ছাহাবায়ে কেরামের এরূপ দান *(তিরমিযী; মিশকাত হা/৬০২১)* তাদের অসামান্য ত্যাগ ও ছবরের দৃষ্টান্ত বহন করে। বর্তমানেও যদি কোন ব্যক্তি ও তার পরিবার পরকালীন স্বার্থে এরূপ তাক্বওয়া ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিতে পারেন, তবে ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় এরূপ দান করতে কোন বাধা নেই। তবে সন্তানদের মধ্যে দান করার সময় সাধ্যমত সমতা বিধান করতে হবে *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ হা/৩৫৪২)*। আর মৃত্যুকালীন অছিয়ত করতে চাইলে সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশী দান করা যাবে না *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৭১)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : প্রবাসীগণ দেশে তাদের ফিতরা সমূহ বিতরণ করতে পারবে কি?

-রূহুল আমীন
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : পারবেন। দেশে টাকা পাঠিয়ে বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তি বা ইসলামী সংগঠনের মাধ্যমে ফিৎরার চাউল হকদারগণের মধ্যে বিতরণ করবেন। এতে কোন বাধা নেই *(আলোচনা দ্রঃ মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ১৮/৩১৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৩৬৯-৭০)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : মহিলারা দাওয়াতী কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে কি?

-আল-আমীন
মধ্যহাতাশ, নওগাঁ।

উত্তর : সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ বিবেচনায় এবং স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামী পর্দা সহকারে মহিলাগণ দ্বীনের কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারেন। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'বল, এটাই আমার পথ। আহ্বান করি আল্লাহ্র দিকে আমি এবং আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। 'অনুসারীগণ' বলতে এখানে মুসলিম নারী ও পুরুষ উভয়কে বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) হাদীছ শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমরা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান হাছিল করতাম' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, হা/৬১৮৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে মুসলিম মহিলাগণ ৫ম হিজরীতে পর্দা ফরয হওয়ার আগে ও পরে পর্দার সঙ্গে দ্বীনের কাজে ও দুনিয়ার কাজে বাড়ীর বাইরে যেতেন। তারা যেমন মসজিদে ও ঈদের জামা'আতে যোগদান করতেন। তেমনি বাজারে, ক্ষেতে-খামারে ও জিহাদেও গমন করতেন *(বুখারী হা/৫২২৪, মুসলিম হা/১৮১০)*। অতএব দ্বীনী কাজে বিশেষ করে দ্বীন শিক্ষা করা বা দ্বীন শিক্ষা দেওয়া দু'টি কাজই পুরুষের ন্যায় মেয়েরা ঘরে বসে কিংবা প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের (পুরুষ ও নারী উভয়ের) উপর ফরয' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৮)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১০৯)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা একটি আয়াত জানলেও তা আমার পক্ষ হ'তে অন্যকে পৌঁছে দাও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত মর্মের আয়াত (ও হাদীছ) সমূহ পুরুষ ও নারী উভয়কে শামিল করে' *(মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৭/৩২৫ পৃঃ)*। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইয়ামনে ও অন্যান্য বহু গোত্রে দাঈদের প্রেরণ করতেন এবং এতে কোন বাধা ছিল না যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে করে নিয়ে যেতেন' *(ঐ, ৯/২৯৫ পৃঃ)*। এছাড়া শায়খ উছায়মীন, শায়খ আলবানীসহ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(আলবানী, সিলসিলা হুদা ওয়ান নূর, অডিও ফাইল নং ১৮৯, ফৎওয়া নং ১৮; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব, 'ইলম' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য যে, নারীর মূল দায়িত্ব হ'ল তার ঘরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। এজন্য সে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

অতএব মূল পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পর সময়-সুযোগ পেলে পর্দা-পুশিদা সহকারে দ্বীনের দাওয়াত দান ও দ্বীন শিক্ষার কাজে অবশ্যই মহিলাগণ বাইরে যেতে পারবেন। আর দ্বীন শিক্ষা বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষাকে বুঝায়। অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়। নারীদের কণ্ঠস্বর তাদের লজ্জার অন্তর্ভুক্ত। অতএব তাদের কণ্ঠস্বর যেন পরপুরুষ শুনতে না পায় বা তাদের দৃষ্টি না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং দাওয়াতী কাজের জন্য পোষ্টারিং করা বা মাইক ব্যবহার করা যাবে না।